৭৩৭

রূপের ডালি।

(রঙ্গনাট্য।)

[মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত।]

প্রথম অভিনয়-রজনী—

৪ঠা আশ্বিন, শনিবার, ১৩২০ সাল।
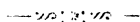
শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত।

প্রকাশক—

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩১১ সাল।

মূল্য ।৷৹ আট আনা মাত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

খাঞ্জা খাঁ	... ...	বোখারার নবাব।
হানিফ খাঁ	... ...	ঐ শ্বশুর।
কৎলু খাঁ	... ...	ঐ সেনাপতি।
গফুর	... ...	ঐ গোলাম।
ওস্মান	... ...	বোখারার বণিক্-পুত্র।
হালিম	... ...	ঐ পল্লীবাসী।
আস্গর আলি (মির্জা)	...	সমরখন্দের ছদ্মবেশী সুলতান।
বেইরাম	... ...	ঐ সেনাপতি।

সর্দারগণ, বান্দাগণ, মোসাহেবগণ, গ্রাম্যপুরুষগণ, প্রহরিগণ, ভৃত্যগণ, সৈন্যগণ, চর ইত্যাদি।

স্ত্রী।

রোশেনা	... ...	খাঞ্জা খাঁর স্ত্রী।
গৌহর	... ...	ওস্মানের মাতা।
মনিয়া	... ...	ওস্মানের বাঁদী।
সেলিমা	... ...	আস্গর আলির কন্যা

বাঁদীগণ, নর্ত্তকীগণ, গ্রাম্যস্ত্রীগণ, বন্যরমণীগণ, সখীগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা-গীত।

আগাগোড়া গাইব ফাঁকির গান।

পিয়ে সুধার ধারা আত্মহারা হ'য়োনা হে বুদ্ধিমান্॥

নতুন ঢঙের কারখানা এর ষোল আনাই ফাঁকি।

কিন্‌তে হবে পীরের নামে—পুরো দামে—

পাই কড়াটি থাক্‌বে না বাকী।

রসিক যদি থাক কেউ, দেখ্‌বে নতুন মজার ঢেউ,

ধাক্কা দিয়ে প্রাণের তারে তুল্‌বে নতুন তান,

আন্‌বে টেনে মনের মানুষ ডাক্‌বে প্রেমের বান॥

রূপের ডালি।

প্রথম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

সুসজ্জিত কক্ষ। সময় সন্ধ্যা। গৃহ আলোকিত।

রোসেনা।

রো। হাঁরে গফুর! হাজী সদাগরের দোকান নাকি নিলেম হ'য়ে গেল?

গ। দেখে ত এলুম।

রো। দেখে এলি! দোকান যখন নিলেম হয়, তখন তুই ছিলি?

গ। ছিলুম না ত কি?—আমিও নিলেম ডাক্‌লুম।

রো। তুইও ডাক্‌লি?

গ। কেন ডাক্‌ব না—আমি কি ফিবুরু লোক? আমি হুজরাইনের

খাস গোলাম—আমি অনেক বেটা ওমরাওয়ের চেয়ে বড় লোক—আমি ডাকব না ?

রো। তুই কি নিলেম ডাক্‌লি ?

গ। একটা আটপৌরে ওড়্‌না।

রো। সব আস্‌বাব নিলেম হয়ে গেছে ?

গ। যেখানে যা ছিল—সব। বাড়ী ঘর, বাগান বাগিচা, দোকানের আসবাব সরঞ্জাম—সব। বান্দা বাঁদীগুলোও বিক্রী হ'য়ে গেছে।

রো। বান্দা বাঁদী—তাও বিক্রী ? বলিস্‌ কি ? (হাস্য)

গ। বাকী আছে কেবল সদাগরের স্ত্রী গোহর বিবি, আর তার গাড়োল ছেলে ওস্‌মান। তা সে দুটোর নিলেম হ'লে ডাক উঠ্‌তো না।

রো। আর সদাগর ?

গ। সদাগর ত নিলেমে অনেক দিন উঠে গেছে।

রো। তার মানে কি গফুর ?

গ। সদাগর আজ মাসখানেক হ'ল ম'রে গেছে।

রো। ম'রে গেছে ? সত্যি—না মিছে বল্‌ছিস্‌ ?

গ। বিশ্বাস না হয়, নবাব সাহেবকে এ কথা জিজ্ঞাসা কর।

রো। ম'রে গেল ! আমি জান্‌তে পার্‌লুম না !

গ। গরীব লোক রোজ হাজার হাজার তোমার এই বোখারা সহরে ম'র্‌ছে। ক'জন তার খবর রাখ্‌ছে বেগম সাহেব ?

রো। (দীর্ঘনিশ্বাস্‌) হুঁ ! তা হ'লে ত ফূর্ত্তি পূরো হ'ল না !

গ। কেন হুজরাইন ?

[illegible] সেই পাজী সদাগরের ওপর আমার রাগ ছিল।

[illegible] সে পাজী ছিল না বেগম সাহেব—হাজী ছিল।

রো। হাজী ?—সে বদমাস।

গ। কিন্তু সহরে তার বড় সুখ্যাতি। সকলেই বলে, তার মতন ধাম্মিক এ সহরে আর কেউ ছিল না।

রো। দুনিয়ার লোক ব'ল্‌লেও, আমি তাকে বদমাস্ ছাড়া কিছু ব'ল্‌ব না। একদিন সে আমার প্রাণে এমন ঘা মেরেছিল যে, আজও সে ঘা আমি সাম্‌লাতে পারিনি। আমি একবার তার দোকানে পোষাক কিন্‌তে যাই। গিয়ে, এক চমৎকার আবরোঁয়ার ওড়না দেখে আমি তা দর করি। তাই শুনে পাজী ব'ল্‌লে, ও ওড়না বিক্রী নয়—ও আমি উপহার দেবার জন্য তুলে রেখেছি। আমি তাই শুনে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম—'কাকে ?' বুড়ো ব'ল্‌লে—'যার রূপ দেখে আমার পছন্দ হবে, তাকে।' শুনেই আমার রূপের অভিমান জেগে উঠ্‌ল। আমি ব'ল্‌লুম—'মিয়া সাহেব! আমার রূপ কি আপনার পছন্দ হয় না ?' থাক্, আর ব'ল্‌ব না।

গ। না ব'ল্‌লে, 'বলুন' কেমন ক'রে ব'ল্‌ব হুজরাইন! আপনার যা খুসী।

রো। সদাগর যখন ম'রে গেছে, তখন ব'লে ত কোন লাভ নেই। তুই কি পোষাক এনেছিস্, আমাকে দেখা।

গ। সে পোষাক আপনাকে দেখাতে লজ্জা ক'র্‌ছে।

রো। কিন্তু বাঁদী বেটীর যে কি হ'ল, যদি জান্‌তে পা'র্‌তুম! দেখ্ গফুর—এক কাজ ক'র্‌তে পারিস্ ? সেই সদাগরের একটা বাঁদী ছিল, সেটার কি হ'ল জান্‌তে পারিস্ ?

গ। সদাগরের ত অনেক বাঁদী ছিল।

রো। নারে উল্লুক—সে অনেক নয়, সে এক। সে দোকানে থাক্‌ত। বিবিসাহেবরা দোকানে পোষাক কিন্‌তে গেলে, সে তাদের খাতির ক'র্‌ত—পোষাক দেখাত—দরদস্তুর ক'র্‌ত। সে বেটীকে কে কিন্‌লে, জান্‌তে পা'র্‌লেও মনটা কতকটা ঠাণ্ডা হয়।

গ। সে বেটীও আপনার অপমান ক'রেছে নাকি ?

রো। তবে তোকে বলি, যখন সদাগরকে পছন্দের কথা জিজ্ঞাসা করি, তখন ঠোঁটকাটা বাঁদী বেটী ব'লে উঠল—'ও কথা জিজ্ঞাসা করাই যে তোমার বোকামি, বিবিসাহেব! পছন্দ হ'লেই ওই পোষাকটি তোমার কাঁধে এসে প'ড়্ত।' আমি সদাগরকে জিজ্ঞাসা ক'র্লুম—'কি মিয়া সাহেব, এই কি আপনার কথা ?' বুড়ো মিয়া ব'ল্লে—'আপনি সুন্দরী বটে, কিন্তু এ ওড়্না যাকে দিতে পারি, সে সুন্দরী এখনও আমি দেখ্তে পাইনি।' তার পর কত সাধ্য-সাধনা ক'র্লুম, কিছুতেই বদ্মাস্ আমাকে পোষাক দিলে না। তার চারগুণ পর্য্যন্ত দর দিতে চাইলুম, তাতেও দিলে না। শেষে যখন ভয় দেখালুম, তখন সেই ছুঁড়ীকে দিয়ে আমাকে দোকান থেকে বা'র ক'রে দিলে। যাক্—কম্বক্ত্ যখন ম'রেছে, তখন আর তার ওপর রাগ দেখিয়ে লাভ কি ? তার স্ত্রী-পুত্র পথে ব'সেছে—এই যথেষ্ট। এখন সেই বাঁদী বেটীর খপরটা যদি পেতুম—আগে জান্লে তোকে দিয়েই নিলেম ডাকাতুম্। [নেপথ্যে সঙ্গীত] এ কিরে, গান গায় কে ?

গ। (নেপথ্যাভিমুখে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত)।

রো। কেও—বা! বেশ গলা ত!—আ মর্, বারণ ক'র্ছিস্ কেন ?

গ। পোষাক—পোষাক।

রো। পোষাক কি ? কেও গফুর ? বা! বা! বেশ মিঠি সুর ত!

গ। আরে বে-অকুফ পোষাক—ভাগো—ভাগো। মত গাও—মত আও, এখনি ছিঁড়ে ফাঁতরা ফাঁতরি হ'য়ে যাবি।

রো। পোষাকে গান গাইছে কিরে হতভাগা!

গ। বড় চুলবুলে পোষাক—আন্তে আন্তে পথে পাঁচবার হাওয়াঃ

উড়ে গিছলো—শেষকালে মাথায় পাক্‌ড়ী ক'রে বেঁধে নিয়ে আসি, তবে আসে। যাও যাও।

(মনিয়ার প্রবেশ)।

গীত।

ঝ্রিম তা দেরেদেরে দেনা।
একখানা হাত পাখা বেশী কিছু না॥
দেরে না দেরে না ঝ্রিম, গা করে ঝিম ঝিম,
গরমে আনচান প্রাণ বাঁচে না।
বঁধুটো বড় বোকা কথা বোঝে না॥

বাপ্‌! এত গুম্‌সো গরম কি আমার সয়!

গ। হাঁ হাঁ—এসনা এসনা।

ম। যাও—যাও—তুমি বড় বে-রসিক মনিব! এত টাকা দিয়ে কিনে—সিঁড়ির দোরে দাঁড় করিয়ে আমাকে পচিয়ে মার্‌ছিলে। এখনি যে সব টাকা বর্‌বাদ হ'য়ে গিছ্‌ল। নাও, চলে এস। (হাতধরা)

গ। হাঁ—হাঁ।

ম। হাঁ হাঁ কেন—এসনা। একে ত আগেকার মনিবের দুর্দ্দশা দেখে কাঁদ্‌তে গিয়ে চোখ থেকে লাখো টাকার মুক্তো ঝ'রে গেছে। তার ওপর নিজের দুর্দ্দশায় হাস্‌তে গিয়ে, মুখ থেকে আরও দু'দশ লাখ টাকার মাণিক প'ড়ে গেছে—বাকী যা ছিল একটু সোণার রূপ, তাও যদি ছাই গরমে গ'লেই যায়, তা হ'লে আমাকে নিয়ে ক'র্‌বে কি? ফিরে হাটে কি শেষকালে মাটীর দরে বিক্রী হব? নাও—ও কার সঙ্গে বাজে কথা ক'য়ে সময় নষ্ট ক'র্‌ছ? আমার ঘর দেখিয়ে দেবে চল।

গ। হাঁ হাঁ—হুজরাইন্—হুজরাইন্—বেগম সাহেব—রাণী—কুর্ণিস্ কর।

ম। কে হুজরাইন্?—এই ইনি! এ কি আমাকে বাঁদী ব'লে তামাসা ক'র্‌ছ নাকি? আমি হাজার হাজার বিবিসাহেবকে পোষাক পরিয়ে সাজিয়েছি—কে কি—কার কি পদবী—আমার কাছে অজানা আছে মনে ক'রেছ নাকি?

রো। তবে রে কম্‌বক্‌তি বেয়াদব বাঁদী—মনে ক'রেছিলি, তোকে হাতে পাব না?

ম। কে আপনি?

রো। কে আমি চিন্‌তে পার্‌ছ না?

ম। ওমা—তুমি!

রো। হাঁ—হাঁ—বেগম সাহেব—কুর্ণিস্ কর—কুর্ণিস্ কর।

ম। সত্যি—সত্যিই বেগম?

রো। এই যে এখনিই বুঝিয়ে দিচ্ছি—আমি কে! বদমাস্ বাঁদী, তোকে জাঁতাকলে পিষে মা'র্‌ব।

ম। ওমা—তুমি! তোমাকেই না আমি ছাঁকা বেদানার রসের মত মিষ্টি কথা চাকিয়েছিলুম?

রো। এই যে তার বকসিস্ দিচ্ছি। যা গফুর, জাঁতাকল নিয়ে আয়। বেটীকে আমার চোখের উপর পিষে মার্।

গ। মাফ্ করুন বেগম সাহেব, বাঁদী পাগল।

রো। চোপ্‌রাও উল্লুক—নইলে কোতল হবি। [গফুরের প্রস্থান। কম্‌বক্‌তি, সেই দিনেই মনে ক'রেছিলুম, তোকে ধ'রে আনিয়ে পিঠে শ'শো পয়জার লাগাই। কিন্তু তোর মনিবকে জব্দ না ক'রে সেটা করা ভাল দেখায় না ব'লে, এতকাল তোকে মাফ্ ক'রেছিলুম।

ম। তা আগে আমার মনিবকে জব্দ কর।

রো। সে যে জাহান্নমে গেছে।

ম। তুমিও সেখানে যাও। তাকে সেখান থেকে তুলে এনে জব্দ কর। আ আমার পোড়াকপাল, আপনি বেগম! তা জান্‌লে ত আরও দুকথা সেদিন শুনিয়ে দিতুম। গরীব মনে ক'রে সেদিন বেশি কিছু বলিনি।

রো। আজ না হয় বল্‌।

ম। বেশ, আগে জাঁতাকল আসুক, তখন আপনিও আমাকে পিষ্‌বেন, আমিও আপনাকে পিষ্‌ব। তবে আপাততঃ শুনে রাখুন—সেদিন যদি সদাগরকে আবরোঁয়া উপহার দিতে হ'ত, তা'হ'লে সে ওড়্‌না আপনি না পেয়ে আমি পেতুম। কিন্তু জাঁতাকলে পেষা আমার অদৃষ্টে আছে নাকি, তাই মাঝখানে থেকে একটা ফ্যাকড়া জুটে গেল। বেগম সাহেব! সে অমূল্য ওড়না আর এক ভাগ্যবতী পেয়েছে। সকলকার পছন্দমতে সেই এখন বোখারা সহরে সবার সেরা সুন্দরী। তারপর আমি, তৃতীয় তুমি। এখন এস বিবিসাহেব, বাঁদী আর বেগম দুজনে গলা জড়াজড়ি ক'রে—(জাঁতা লইয়া গফুরের প্রবেশ ও মনিয়ার তাহা গফুরের হস্ত হইতে গ্রহণ) এই জাঁতাকলে পিষে মরি।

গীত।

(এবারে) দেখে নেবো প্রাণটা কত বড় শক্ত।
বুঝে নেবো কচিদেহে কত আছে রক্ত।
জানা যাবে ভালবাসা কতখানি হবে পেষা,
প্রাণবঁধু মোর প্রতি কত অনুরক্ত।
একবার ঘোরালেই বিদ্যে হবে ব্যক্ত॥

গ। হুজুর, রক্ষে করুন—সোণার ইট জাঁতাকলে পিশে সুরকি হয়ে গেল।

(খাঞ্জাখাঁর প্রবেশ)।

খাঞ্জা। হাঁ হাঁ—ম'র না—ম'র না—ম'র না।

ম। না ম'র্‌বে না—আমাদের আর বেঁচে সুখ কি? আপনি পাঁচ লাখ্ টাকা খরচ ক'রে নিলেমের ডাকে যে ওড়না খরিদ ক'র্‌লেন, তা বিবি সাহেবকে না দিয়ে কাকে দিলেন? আসুন বেগম সাহেব! আমরা এই জাঁতায় পিষে ছাতু হ'য়ে যাই।

খাঞ্জা। ও গফুর, একি কথা?

রো। কেন, এ কি কথা কেন? আপনি সে ওড়না কিনে এনে কাকে দিলেন?

খাঞ্জা। ও গফুর—ওড়্‌না?—

গ। ওড়্‌না—ব'ল্‌লেই ত ওড়া হয় না! পাখা না গজালে উড়ব্ কি ক'রে হুজুর?

ম। আপনি মুখে বলেন, রাণীকে ভালবাসি—আর কাজে কিনা আপনি উল্‌টো! রাণী নাকি বড় ভাল মানুষ মেয়ে, তাই এখনও প্রাণ ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে—আমি হ'লে হোঁচট্ খেয়ে ম'র্‌তুম। কি রাণী—কি ব'ল্‌বেন, বলুন—আমি কি জাঁতাও ঘুরুবো, আর আপনার হ'য়ে কথাও কইবো!

রো। আপনি কি সেই আবরোঁয়ার ওড়্‌না কিনেছেন?

খাঞ্জা। কে ব'ল্‌লে—কে ব'ল্‌লে?

ম। উঃ! সেকি যেমন তেমন ওড়্‌না—তার জন্য রাণীকে কি লাঞ্ছনাই না পেতে হ'য়েছে! আমিই ত্তাকে হাত ধ'রে দোকান থেকে বার্ ক'রে দিয়েছি। উঃ! জাঁতা পিষেও কি সে দুঃখ যাবে!

রো। কি রাজা, চুপ ক'রে রইলেন কেন? চুপ ক'র্‌লে ছাড়্‌ব না, আমি অনর্থ ক'র্‌ব।

খাঞ্জা। কিন্‌ব কেন—কিন্‌ব কেন! আমি কি পয়সা বাজে নষ্ট করবার ছেলে?

রো। ন্যাকামী রাখুন—বলুন ওড়্‌না কিনেছেন কিনা?

ম। একখানা! সবার ভাল যে দু'খানা ওড়্‌না ছিল, সেই দু'খানাই রাজা খরিদ করেছেন। খরিদ না ক'রে—

খাঞ্জা। চোপ্—চোপ্—

রো। কেন, চোপ্ কেন—বল্‌ত বাঁদী বল্‌ত।

খাঞ্জা। চোপ্ বাঁদী—চোপ্।

রো। না বাঁদী, তুই ব'লে যা।

খাঞ্জা। যা তো গফুর, জল্লাদকে ডেকে নিয়ে আয়।

রো। যা তো গফুর আমার বাপকে ডেকে নিয়ে আয়।

গ। কি হুজুরালি কাকে ডাক্‌বো?

খাঞ্জা। যাকে হ'ক্—ও দু'জনেই জল্লাদ।

রো। কি বেইমান নবাব, তুমি যার দয়াতে রাজ্য পেলে, সে জল্লাদ!

খাঞ্জা। আমি খোদার দয়াতে রাজ্য পেয়েছি।

রো। বটে! পূর্ব্ব অবস্থা এরই মধ্যে ভুলে গেলে! তা হ'লে ত দু'দিন পরে আমাকেও তুমি পায়ে থেঁত্‌লাবে দেখ্‌ছি!

ম। খরিদ না ক'রে!—

গ। থাম্—আমি তোর মনিব, তা জানিস্?

ম। দেখ রাণী, আমার মনিব আমাকে থাম্‌তে ব'ল্‌ছে। তা হ'লে দোসরা ওড়্‌নাখানা রাজা আমাকে যে ঘুস দিয়েছেন, সে কথা আমি তোমরা খুন হ'লেও আর ব'ল্‌ব না (জাঁতা ঘোরান)

রো। আমি সব বুঝতে পেরেছি।

খাঞ্জা। ভয়ে ক'ব কি নির্ভয়ে ক'ব?

রো। নির্ভয়ে কও। সে ওড়্না কিনেছ?

খাজা। যেখানা এই বাঁদীকে দিয়েছি, সেই খানা কিনেছি।

ম। রাজা ঘুষ দিয়ে আমার মুখ বন্ধ ক'র্‌তে গিছ্‌লেন; তাতেও যখন আমার মুখ বন্ধ হ'ল না, তখন রাগে এই বান্দা দিয়ে আমাকে খরিদ করালে গো! (জাঁতা ঘোরান)

রো। আর সেই সবার সরেস ওড়্না?

খাজা। রাণী, সে ওড়্না অমূল্য—সদাগর তাতে লিখে রেখে গেছে,—"বোখারার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে এই ওড়্না উপহার দিয়ে রেখেছি। যদি আমার সর্ব্বস্ব বিকিয়ে যায়, তবু হে সাধু একে খরিদ ক'র না।" সেই লেখা দেখে আমি আর সে ওড়্না নিলেম হ'তে দিইনি—

রো। সে ওড়্না কোথায়?

খাজা। আমি তা নিয়ে একজনকে দান ক'রেছি।

রো। কেন দিলেন?

খাজা। সত্য কথা ব'ল্‌তে হ'লে সে বোখারার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী। সুতরাং সদাগরের অভিপ্রায় মত, আমি তাকে ওড়্না দিয়েছি।

রো। কে সে?

খাজা। তা ব'ল্‌ব না।

রো। ব'ল্‌বেন না?

খাজা। না রোসেনা—ব'ল্‌ব না।

রো। ব'ল্‌বেন না?

খাজা। দুনিয়া একদিকে, আর আমি একদিকে—আমি নিজেত ব'ল্‌বই না। বরং গোপন রাখ্‌বার যতদূর উপায় ক'র্‌বার, তা ক'র্‌ব। তবে তুমি নিজে যদি জান্‌তে পার, সে স্বতন্ত্র কথা।

ম। এখন এই জাঁতা পেষা থেকে যদি বেঁচে উঠি, তা হ'লে যেমন ক'রে হ'ক, তাকে খুঁজে বা'র ক'র্‌বই।

রো। তোমার নাম কি ভাই?

ম। তা হ'লে জাঁতা ঘোরান স্থগিত রাখি।—আমার নাম মনিয়া।

রো। তোর ফুরসং মনিয়া—আজ থেকে তুই আমার সখী—তুই আমার সঙ্গে আয়।

খাজা। রাণী রাগ ক'র না।

রো। যান—যান—কপট-প্রেমিক—আমাকে রাণী ব'লে রহস্য ক'র্‌তে হবে না। নে মনিয়া, এখানে আর এক লহমাও থাকিস্ নি, আমার সঙ্গে চ'লে আয়।

ম। আপনি এগিয়ে চলুন—আমি এই বান্দাটার কাণ ধ'রে আপনার পিছন পিছন যাচ্ছি।

[রোসেনার প্রস্থান।

খাজা। হাঁ হাঁ—অত দ্রুত যেয়ো না—প'ড়ে যাবে—প'ড়ে যাবে—এর অর্থ আছে—মানে আছে।

ম। নে আয় গোলাম—আমাকে কিনেছিলি না!

গ। তাই ত—আমার টাকাও গেল—তুমিও গেলে—এখন আমি কি নিয়ে থাকি?

ম। এই জাঁতা নিয়ে থাক্। দেখা যাক্, এ জাঁতাকলে কে কোথা থেকে প'ড়ে পিষে মরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ফটক—ভিতরে বারান্দাযুক্ত বাড়ী। সময় উষা।

ওস্‌মান।

ও। বাড়ী যেন নিঝুম। আমি বাড়ীতে থাক্‌লে, যত বেটা বান্দা বাঁদী রাত তিন্‌টে থেকে কল কল ক'রে আমার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেবে। আর আমি বাড়ীতে নেই, যেন কোন বেটাবেটী কোথাও নেই। সকাল হ'তে ত আর দেরি নেই, তবু এখনো কেউ জাগ্‌লো না। এই, দেউড়ীতে কে আছিস্‌—দোর খোল্‌।

(হালিমখাঁর প্রবেশ)।

হা। আরে ম'ল—ওস্‌মান ছোঁড়াটা না! হতভাগাটা পোনেরো দিন বাইরে বাইরে ইয়ার্‌কি মেরে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে বাড়ীর কি অবস্থা হ'য়েছে, তা জানে না।

ও। কেয়াড়ী খোল্‌—কোন হ্যায়রে—কেয়াড়ি খোল্‌।

হা। ভোর বেলায় একটা মজা বাঁধবার জোগাড় হ'ল দেখ্‌ছি। এ মজাটা না দেখে যাওয়া হচ্ছে না।

ও। (দোর ঠেলিয়া) আরে কেয়াড়ি খোল্‌ দেও।

নেপথ্যে। কোন্‌ হ্যায়রে উল্লুক—

ও। তোম দো দফে তিন দফে—দফে দফে উল্লুক হ্যায়। শালা—কেয়াড়ি খোল্‌।

নেপথ্যে। কেয়া!

(প্রহরীর প্রবেশ)।

প্র। কেয়া উল্লুক—ফজেরে দরওয়াজামে হল্লা কর্‌তা হ্যায়, আউর্‌ গারি দেতা হ্যায়। বদ্‌মাস্‌, কম্‌বকত্‌, গাধা, গিধেবাড়। (ওস্‌মানকে আক্রমণ ও ভূমিতে পাতন

ও। হাঁ-হাঁ—রোখো-রোখো—

প্র। বাউরামি টুট্ গিয়া?

ও। একদম গিয়া—এ মহল্লা ছোড়্‌কে চলা গিয়া।

প্র। ফিন্ যব্ চিল্লাবে—তব কাণ পাকাড়্‌কে, ঘুর্ পাক্ খাওয়াকে—

ও। শ্বশুরবাড়ী দেখায়্‌কে—শালী শালাজকো বোলায়্‌কে—আমার যত পার অপমান ক'র বাবা।

প্র। কেয়া—আক্কেল হুয়া?

ও। খুব হুয়া—(প্রহরীর দ্বার বন্ধকরণ) তাইত, এ কি রকমটা হ'ল! বোধ হয়, আমার অত্যাচারে জ্বালাতন হ'য়ে মা এই ভোজপুরী বেটাকে চাকর রেখেছে। কিন্তু আমার ত টাকা চাই—পেরমারায় পুঁজিপাটা যা ছিল, সব খুইয়েছি—ভোজপুরীই রাখ আর পেশোয়ারীই রাখ, টাকা না হ'লে আমার চল্‌বেই না।—মা—মা!

(প্রহরীর পুনঃ প্রবেশ।)

প্র। আরে শালা—ফিন্ চিল্লাতা হায়?

ও। তাতে তোম্‌কো কেঁয়া হায়—তোম্‌কো বাবাকো কেয়া হায়—তোম্‌কো চোদ্দপুরুষকো কেয়া হায়—তোম্ হামারা নকর হায়—জান্‌তা নেই উল্লুক—মা—মা!

প্র। রও শালা উল্লুক—তোমকো খুন করেঙ্গে—

(প্রহারের উদ্যম ও ওস্‌মানের পশ্চাদ্‌গমন ও হালিমের উপরে পতন)

হা। কাণা উল্লুক, পথ দেখে চ'ল্‌তে জাননা?

ও। ও বাবা! এ যে শাঁখের করাত—আগে পেছনে কাটে! তুমি আবার কে? কেও হালিম চাচা! দাওত—দাওত—এই গিধোড় চাকর শালাটাকে ব'লে দাওত আমি কে?

হা। কেন, কে তুমি ?

ও। আরে ম'ল—এ বেটারা সব মাতাল নাকি ? কে আমি ! ও চাচা, কে আমি কি !

হা। তা নয়ত কি !—পাজী উড়ুনচড়ে বদমাস্—উঃ ! বুকের পাঁজরাটা বেটা একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে।

ও। আচ্ছা, আমি ভাল হকিম ডাকিয়ে দাওয়াই দেওয়াব—দাওত—এই উল্লুক ভোজপুরী শালাকে বুঝিয়ে দাওত আমি কে।

প্র। কেয়া শালা, ফিন্ গালি দেতা হ্যায়—পাকাড়ো মিয়া, শালাকো কাণ পাকাড়ো।

ও। কাণ পাকাড়ো !—তবে রে শালা—তোমার মরণ ঘুনাতা হ্যায়—মা মা !—এই এই কাছে মৎ আও—এই এই—মা ! দূর্সে বলাবলি করো—মা-মা !

(আস্গর্ আলির প্রবেশ।)

হা। থাম্ বেটা থাম্—আর মা মা ব'লে গলা ভাঙ্তে হবে না—থাম্, তোর মা কি এখন আর এ বাড়ীতে আছে ? সে কোথায় গিয়ে কাঠ কুড়ুচ্ছে, দেখ্‌গে যা।

আস্। কিসের গোলমাল ?

প্র। এই উল্লুক ফজেরে দরওয়াজামে খাড়া হোকে চিল্লাতা হ্যায়—ময় যব্ চুপ রহেনে বোলা, উ নেহি শুনতা—লেকেন গালি দেতা হ্যায়।

আস্। কে তুই ?

ও। আমি যে হই, তুই কে—গোঁপ ফুলিয়ে আমার বাড়ী থেকে ভোরের বেলায় বেরুচ্ছিস্ ? চুরির মতলবে ঢুকেছ নাকি বাবা ? গ্রেপ্তার হও—গ্রেপ্তার হও। এ শালা ভোজপুরী শুধু শুধু মাহিনা খাগা—চোর নেহি পাক্‌ড়ে গা।

হা। চুপ কর্ গাধা—মির্জা সাহেব দেখ্তে পাচ্ছিস্ না? সেলাম মির্জা সাহেব—আপনি আমাদের পাড়ায় বাস ক'র্তে এসেছেন, ভালই হয়েছে—এ বেটার জ্বালায় আমাদের পাড়ার কারও চোখের পাতা ফেলবার যো ছিল না। দিন রাত্রি সরাপ খাবে, আর বাড়ীতে এসে হল্লা ক'র্বে। আপনি বড়ী নিয়ে আমাদের রক্ষা ক'রেছেন।

ও। বাড়ী নেওয়া! মানে কি? একি পুকুর-চুরি নাকি বাবা!

হা। থাম্ পাজী—

ও। থাম বেটা, আমার বাপের পাতচাটা মোসাহেব!

হা। দেখ্লেন হুজুর, আমি বেটাকে উপদেশ দিচ্ছি—আর বেটার আক্কেলটা দেখুন। আপনি হুজুর—রাজার প্রিয়পাত্র—আপনি দেখুন।

আস্। এই বেটার কাণ পাক্ড়ে আমার কাছে ধ'রে আন্—বেটাকে আক্কেলসেলামী দিয়ে দিচ্ছি।

ও। আমাকে সেলামী দিবি? আমি কে তা জানিস্?

আস্। বাঁদীকা বাচ্ছা, উল্লুককা বাচ্ছা, আবার কে?

ও। সে আমি না তুই? মা! মা! আর সহ্য হয় না—জল্দি হুকুম কর, শালার উল্লুককে জব্দ ক'রে দি। শালা তোমার অপমান ক'র্ছে, বাবার অপমান ক'র্ছে।

আস্। পাকাড়ো উল্লুককো, পাকাড়ো।

(সকলে মিলিয়া ওস্মানকে ধারণ ও আস্গার্ আলি কর্তৃক ওস্মানের কর্ণমর্দ্দন)

আস্। পাজী বদমাস্—এবারে বুঝ্তে পার্ছিস্ আমি কে?

(দ্বিতলের বারান্দা হইতে সেলিমার প্রবেশ।)

সে। হাঁ হাঁ—কি কর—কি কর—সকলে প'ড়ে ভদ্রলোকের ছেলের লাঞ্ছনা ক'র্‌ছ কেন? তাইত—কেও—বাপ!

[ত্রস্তভাবে প্রস্থান।

আস্‌। দাও, ছেড়ে দাও—হুঁসিয়ার, আর কখন এখানে এসে এ রকম বেয়াদবী দেখিয়ো না।

(ওস্‌মান ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

ও। তাইত, এ কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি নাকি! স্বপ্ন দেখ্‌লুম, না স্বপ্ন টুটলো! আমি মায়ের উপরে উৎপীড়ন ক'রে টাকা নিয়ে জুয়াখেল্‌তে গেছি - এদিকে আমার বাড়ী নিলেমে কিনে নিয়েছে! স্বপ্ন টুট্‌লো!—আমার সুখের স্বপ্ন টুট্‌লো। বাড়ী থেকে বেরিয়ে ফিরে ঢুক্‌তে গিয়ে চোর হলুম, শাস্তি পেলুম। কিন্তু কোথা থেকে কার করুণার কথায় এ লাঞ্ছনা থেকে আমার নিষ্কৃতি হ'ল? কেও--মনিয়া?

(মনিয়ার প্রবেশ।)

ম। কি হুজুর! আক্কেল হ'ল?

ও। সত্যি সত্যিই কি মনিয়া, আমার কিছু নেই?

ম। এই ত নিজের চোখেই দেখ্‌লে হুজুর! নিজের ঘরে ঢুক্‌তে গিয়ে চোরের শাস্তি পেলে! চাকরে অপমান ক'র্‌লে!

ও। কিছু নেই?

ম। কিছু নেই—যেখানে যা ছিল, সব বিক্রী।

ও। তুই?

ম। বিক্রী।

ও। কে কিন্‌লে?

ম। তা শুনে তোমার লাভ কি ?

ও। অন্য লাভ কিছু নেই—তবু যদি ভাল লোকে কেনে,শুনে সুখী হই।

ম। এক গোলামে কিনেছে।

ও। গোলামে কিনেছে !

ম। মাটীর দামে বিকিয়ে গেছি হুজুর—মাটীর দামে বিকিয়ে গেছি।

গীত।

মাটীর দামে বিকিয়ে গেছি হুজুর হে !
কুড়িয়ে পেলে কাঁচা সোণা কাণা হেটো মজুর হে !
মনে ছিল বড় আশা, সাত তলাতে ক'র্ব বাসা,
বাদাম খাব আনার খাব, পেস্তা পিণ্ডি খেজুর হে !

ও। এ কি ক'র্‌ছ মনিয়া ! —

ম। যাতনার জাবর কাট্‌ছি হুজুর।

এখন সে গুড়ে বালী, পালি পালি মুড়ি খাই খালি
দুঃখে যদি হাইটি তুলি ভয় দেখায় সে জুজুর হে !

ও। দেখ্‌ছি মনিয়া, তুই পাগল হ'য়েছিস্।

ম। পাগলই হ'য়েছি। কিন্তু সুখে কি দুঃখে, বল দেখি হুজুর ?

ও। সুখে আর কেমন ক'রে হবি মনিয়া ! আমার মা-বাপের কাছে মেয়ের আদরে ছিলি, এখন গোলামের হাতে প'ড়েছিস্—অতি মনো-দুঃখে তোর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।

ম। না হুজুর ! দুঃখে নয়, অতি আনন্দে। প্রথম প্রথম বড় দুঃখ হ'য়েছিল—আমার মর্ম্ম কেটে যাচ্ছিল। কেন জান হুজুর ! তোমার নিজের বাড়ীর দোরে—তোমার লাঞ্ছনার একশেষ হ'ল দেখে।

ও। মনিয়া ! তুই দেখেছিস ?

ম। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। কি ক'র্‌ব—কেমন ক'রে তোমার এ অপমানের শোধ নেব—ভাব্‌ছি, এমন সময় খোদা শোধ নেবার উপায় দেখিয়ে দিয়েছেন। দুস্‌মন মির্জা আলি, আমার মনিব বেঁচে থাক্‌তে মাথা তুল্‌তে পারেনি। আজ তোমার অপমান ক'রে বেইমান তার শোধ নিয়েছে। কিন্তু হুজুর, আমিও তাকে জব্দ ক'র্‌বার উপায় পেয়েছি।

ও। পা'র্‌বি মনিয়া!—

ম। আল্‌বৎ পা'র্‌ব।

ও। মনিয়া! আমার যা এখন অবস্থা, আমি ওর মুখের দিকে চাইতে পা'র্‌ব না। কিন্তু গোলামের বাঁদী, তুই কেমন ক'রে একজন ওমরাওকে জব্দ ক'র্‌বি?

ম। আমি হাজি সদাগরের কন্যা—আমাকে বাঁদী বলে কে? আমি শুধু তোমাদের কাছে বাঁধা—আর আমাকে বেঁধে রাখে কে? গোলামে কিনেছিল, কিন্তু তার ঘরে পা দিতে না দিতে আমার খোলসা। এখন সে উল্‌টে আমার গোলাম। এই গোলাম!

(গফুরের প্রবেশ।)

গ। হুকুম বেগম সাহেব!

ম। এই আমার আসল মনিব, এঁকে কুর্ণিশ কর্‌।

গ। আর রাণী?

ম। রাণী না ধান-ভানুনী!—তাকে আমি এক হাটে কিনে আর হাটে বেচে আস্‌তে পারি। (ওসমানের প্রতি) হুজুর! এই একে চিনে রাখুন—এই আপনার দুঃসময়ে গোলামী ক'র্‌বে।

গ। এখনি সঙ্গে যাব?

ম। এখনি কি সঙ্গে দেব হুজুর ?

ও। মনিয়া, মাথা টল্‌ছে—তুমি রহস্য ক'র্‌ছ কি সত্য ব'ল্‌ছ, বু'ঝ্‌তে পা'র্‌ছি না। আমি আজ কোথায় যাব, কি খাব, তার ঠিক নেই – আমাকে বিদায় দাও। তোমাদের দু'জনকেই সেলাম।

[ওস্‌মানের প্রস্থান।

ম। গফুর! মনিবের বিশ্বাস হ'ল না। তা না হ'ক, তুই চিনে রাখ্‌লি ত ?

গ। খুব চিনেছি।

ম। এর্ পরে ধ'র্‌তে পা'র্‌বি ত ?

গ। এখনি সঙ্গ নিলুম—আবার ধরাধরি কি ?

ম। না, অপেক্ষা। আমি আবরোঁয়ার সন্ধান পেয়েছি।

গ। পেয়েছো মনিয়া ?

ম। চোপ রও—যখন পেয়েছি ব'ল্‌লুম—তখন আবার প্রশ্ন !

গ। কোথায় পেয়েছো জিজ্ঞেসা ক'র্‌তে পারি ?

ম। ওই আমার মনিবেরই বাড়ীর বারাণ্ডায়, যা এখন মির্জা আলি দখল ক'রেছে—ওইখানে। ওদিকেও যেমন আস্‌মানি রঙমাখা লাল ওড়্‌না ভেদ ক'রে সূর্য্য উঠ্‌লো, এদিকেও তেমনি আস্‌মানি ওড়্‌নার ঘোমটা খুলে লাল দেয়ালের গায়ে চাঁদ ফুটে উঠ্‌লো।

গীত।

বব্ প্রভাতসময় বেলি,
ধনী মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধর বিজরীরেখা
দ্বন্দ্ব পশারিয়া গেলি।

ধনী অল্পবয়সী বালা
জনু গাঁথনী পুষ্পমালা
থোড়ি দরশনে আশা না মিটল
দ্বিগুণ বাড়ল জ্বালা॥

গ। বল কি মনিয়া ?

ম। গফুর! মির্জা আলিকে আম হাতে পেয়েছি। আমি আমার মনিবের অপমানের শোধ নিতে—চল্লুম।

তৃতীয় দৃশ্য।

বন কুটীর।

গৌহর ও ওস্‌মান।

গৌ। উল্লুক! বাপ্ মায়ের কুৎসা শুনে মাথা গুঁজে চ'লে এলি?

ও। তাইত! কি ক'র্‌লুম!

গৌ। আমার সর্ব্বস্ব গিয়েও যে দুঃখ না হ'য়েছে, তার শতগুণ দুঃখ হ'য়েছে তোর মতন মেনিমুখো ছেলে গর্ভে ধ'রে। এতদিন ধ'রে বেলেল্লা-গিরি ক'রে সব টাকা কড়ি নষ্ট ক'রেছিলি, তাতেও তোর ওপর আমার মমতা ছিল। এখন তোর মুখ দেখ্‌তে আমার ঘেন্না হচ্ছে। যা কুলাঙ্গার আমার সুমুখ থেকে দূর হ'।

ও। আমার হাতে একগাছা ছড়ি পর্য্যন্ত ছিল না।

গৌ। অস্ত্র নাই বা থাক্‌ল? হাত ছিল ত? দাঁত ছিল ত? কামড়ে সে বেইমানের টুঁটি ছিঁড়ে নিলি না কেন? বাপ-মায়ের অপমান চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে শুন্‌লি!

ও। তারা তিন জনে প'ড়ে আমায় চেপে ধ'র্‌লে যে!

গৌ। শুধু চেপে ধ'র্লে, আঁটকুড়ীর বেটারা তোকে মেরে ফেল্লে না! তোরে মেরে ফেল্লে যে ছিল ভাল! এই যে কা'ল থেকে আমাকে ভিক্ষে ক'র্তে হবে—বুড়ো ছেলে কেবল বাপের বিষয় ওড়াতে শিখে-ছিলে, তাই এতদিন ধ'রে কেবল উড়িয়েছ। কখন একটা পয়সা রোজগার ক'রে ঘরে আন্তে পারো নি। রাজার রাণী হ'য়ে, তোমার মতন ছেলে পেয়ে ভিখিরী হ'লুম। ভাগ্যে দাই-মার একটা কুঁড়ে ঘর ছিল, তাই মাথা গুঁজে ঢুকেছি; নইলে আজ আমাকে গাছতলা আশ্রয় ক'র্তে হ'ত। তোর বেঁচে থাকা কেবল বাপের দুর্নাম বইত না!

ও। ঠিক ব'লেছিস্ মা! আমার বেঁচে থাকার কি দরকার?

গৌ। মানুষের মতন বেঁচে থাক্তে পারিস্, বেঁচে থাক্। নইলে দুস্মন্ হাসিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরা লাখো গুণে ভাল।

ও। তুই ঠিক ব'লেছিস্। শালার সে অপমানের শোধ নিতেই হবে।

গৌ। এই ত মানুষের মতন কথা।

ও। কিন্তু মা শোধ নিতে হ'লে, হাতে ত যেমন তেমন হ'ক, একটা অস্ত্র চাই।

গৌ। কেন, অস্ত্রের অভাব কি? তোর ঘরে মহাস্ত্র আছে। (কুটীর হইতে তালপাতার তরোয়াল বাহির করিয়া) এই নে।

ও। এ কি!

গৌ। এই ছিল তোর বাপের বিপদের একমাত্র ভরসা। আমি তোর বাপের সমস্ত উপার্জ্জন ত্যাগ ক'রেছি, কিন্তু এটিক প্রাণ থাক্তে হাতছাড়া ক'র্তে পারিনি।

ও। একি মা! এ যে তালপাতার খাঁড়া!

গৌ। হ'লেই বা তালপাতা। বেরাল কাঠের হ'লে কি হবে, ইঁদুর ধ'র্তে পা'র্লেই হ'ল।

ও। এই দিয়ে অপমানের শোধ নেওয়া হবে?

গৌ। হবে ব'লে হবে! এ দিয়ে যা কাজ হবে, এমন আর কিছুতেই হবে না। দেখ্‌ছিস্ কি হতভাগা—এ অমূল্য নিধি। লাখ্ টাকা খরচ ক'র্‌লেও এ জিনিষ পাওয়া যাবে না। তোর বাপ এই অস্ত্র দিয়ে একবার একশো ডাকাত তাড়িয়েছিল।

ও। বলিস্ কি মা!

গৌ। বিশ্বাস না হয়, রেখে যা। তোর সঙ্গে আমি মিছে কথা কাটা-কাটি ক'র্‌তে পারি না। বলি, মরার চেয়ে ত আর বেশী কষ্ট হবে না! তোর যা এখন অবস্থা, মরার চেয়ে যে তা ভাল, একথা আমি কিছুতেই ব'ল্‌তে পারি না। এই বুঝে যদি কাজ ক'র্‌তে পারিস্, তা হ'লেই তোর ভাল হ'য়ে যাবে।

ও। বস্, আর ব'ল্‌তে হবে না।

গৌ। তোর বাপকে স্মরণ ক'রে খোদার নাম নিয়ে এই তরোয়াল ঘোরাবি। দেখ্‌বি—বিঘ্ন সব কোথায় উড়ে গেছে। এক ফকির এই সামগ্রী তোর বাপ্‌কে দিয়েছিল। আমি এর গুণ স্বচক্ষে দেখেছি।

ও। তুমি দেখেছ?

গৌ। দেখেছি ব'লেই ত একে এত কদর করি। তখন আমরা অতি গরীব—অর্থোপার্জ্জন ক'রবার আশায় স্বামী-স্ত্রীতে তল্পী কাঁধে ক'রে এদেশে আস্‌ছি। সুমুখে এক প্রকাণ্ড বন প'ড়ে গেল—কি ক'রে বনে ঢুক্‌বো ভাব্‌ছি, এমন সময় এক ফকির সেখানে উপস্থিত হ'ল। তাকে অন্তরের কথা খুলে ব'ল্‌লুম। ফকীর দ্বিরুক্তি না ক'রে আমা-দের এই অস্ত্র দিলে—দিয়ে ব'ল্‌লে, এই হাতে যেখানে ইচ্ছা যাও—কোনও ভয় নেই। এই তরোয়াল ঘোরান দেখে বাঘ, ভালুক,

হাতী—সব পালিয়েছে। ডাকাতে টাকা ফেলে দৌড় মেরেছে। আমরা সেই টাকার মূলধনে ব্যবসা ক'রে বড়মানুষ হ'য়েছি।

ও। বস্—আর ব'ল্তে হবে না—তরোয়াল দাও। মরার বাড়া ত আর বেশী ক্ষতি হবে না। আমি ত ম'রে গেছি. তখন আমাকে আর মারে কে! দাও মা—আমার অমূল্য পৈতৃক সম্পত্তি আমার হাতে দাও। শালার বেটা আস্গর আলি, ভোজপুরী, হালিম চাচা, শালার বেটার শালারা—এইবারে তোমাদের দেখে নেব।—আর আমার বিলম্ব সইছে না—হাত নিশ্পিশ্ ক'রছে—লগ্ন এসেছে—দাও—জল্দি দাও।

গৌ। এই নে, তবে অন্যায় ক'রে এ অস্ত্র কাউকে আঘাত করিস্নি।

ও। সব ন্যায়ে ন্যায়ে ক'র্ব—ন্যায়ে ভুঁড়ির নাড়ী বার ক'র্ব। ন্যায়ে ন্যায়ে মাথা কেটে ফেল্ব। তোমাকে আবার কোথায় পাব?

গৌ। আমি এই কুঁড়ে ঘর ছেড়ে এক পাও কোথাও ন'ড়্ব না—এখানে আমাকে কেউ চেনে না। তবে যদি সহরে ফের্বার মতন অবস্থা ক'রে দিতে পারিস্, তখন বোঝা যাবে।

ও। যাও—যাও। আর বাজে কথা ক'য়ো না। হঠাৎ রাগ হ'য়ে যাবে, শেষে হয়ত তোমাকেই এই তরোয়াল দিয়ে এক চোট লাগিয়ে ব'স্ব। তরোয়াল ঘুর্ছে ঘুর্ছে—আর বড় বাগ মান্ছে না—গেল—মির্জা আলি গেল। কিন্তু মা পেটের ভেতরে একটা দারুণ ক্ষিধে বড় বেয়াদবী ক'র্ছে। এখন এ তরোয়াল দিয়ে ক্ষিধে বেটাকে মার্তে গেলে ত আস্গর আলি ম'র্বে না। উল্টে আমারই পেট ফেঁসে যাবে। তা হ'লে কি করি?

গৌ। এই নাও, এক আসরফি। এইতে যা খুসী, তাই কর। এ ফুরুলে আর আমার কাছে এস না—এলে আর দিতে পা'র্ব না। এই নাও—নিয়ে চলে যাও।

ও। বস্ বস্—বাজে কথা ক'য়োনা—আগে ফিরে শালাকে মেরে, তার পর সব শালা দুস্‌মনকে মা'র্‌তে হবে।

চতুর্থ দৃশ্য।

বন-গ্রামপ্রান্তস্থ বৃক্ষতল। একদিকে গ্রাম অপরদিকে কিছুদূরে বিশাল অরণ্য।

গ্রাম্য-রমণীগণ।

গীত।

খাঁটি সহুরে বঁধু (গো) দেখ্‌তে এসেছে পাড়াগাঁ
তার নধর গড়ন ওড়ন পাড়ন গায়ে ঢাকা বিছানা॥
গোঁফের আড়াল দিয়ে হাসে
খুকুর খুকুর কাশে—
প্রেম-পিয়াসে লিখ্‌লে চিঠি কাগের ছাঁ আর বগের ছাঁ॥
বঁধু সদাই হরবোলা, তার চোখে পরকলা,
চুমকুড়ি দে পড়ায় পাখী, দেখে আরশোলা—
দেখে ধানগাছের গুঁড়ি, ভয়ে গুঁড়ি সুঁড়ি
তার ভেতরে দেখে বঁধু বিরোদ্‌ বাঘের হাঁ॥
চ'ড়ে ফেণীবাতাসায়, পার হ'তে চায় দরিয়ায়,
শেষে গাংদাড়ার তাড়ায়, তড়াক ক'রে উঠে আড়ায়,
পায়গাড়া দে মার্‌লে দৌড়, দেখ্‌লে নাকো ডাইনে বাঁ॥

নেপথ্যে। তামাচা ইজেমচা, খোঁচা। হারেরেরে মারো মারো—ওস্‌মান দুস্‌মন্ মারো।

১ম রমণী। ওরে—ও কিরে—তালপাতার তরোয়াল ঘোরাতে ঘোরাতে আস্‌ছে—ও কেরে।

সকলে। তাইত রে! ও কিরে!

নেপথ্যে। হারেরেরে রেরে—তামাচা—মারো মারো।

১ম র। ওরে তালপাতার সেপাই রে—

সকলে। ওরে বাবারে মেলেরে খেলেরে!

(সকলের পলায়ন।)

(ওস্‌মানের প্রবেশ।)

(ওস্‌মান তরোয়াল ঘুরাইল; বৃক্ষ হইতে পত্র পড়িল) হাঁ; তরোয়ালের গুণ মালুম্ হচ্ছে - মানুষ পালাচ্ছে তরোয়া'ল ঘোরান দেখে ভয়ে গাছ কেঁপে উঠেছে। ঝর ঝর ক'রে পাতা ঝ'রেছে। ভয় নেই গাছ, ভয় নেই, তুমি আমার আশ্রয়দাতা (গফুরের প্রবেশ) তোমাকে আমি কাট্‌ব না। কিন্তু সব শালা দুস্‌মনকে কাট্‌ব। মির্জা আলি হুঁসিয়ার, ভোজপুরী খবরদার! শির, মুড়া অন্তর্, কুচ।

গ। (স্বগতঃ) এ কি! হুজুর ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মনঃক্ষোভে পাগল হ'ল নাকি! (প্রকাশ্যে) হুজুর!

ও। কে ও—তিন দিন পরে হুজুর বলে কে ও?

গ। সহরের বাইরে, তেপান্তর মাঠের ধারে, একটা গাছের তলায়—জনপ্রাণী কাছে নেই। একলা একলা ব'সে কি ক'রছ হুজুর?

ও। আবার হুজুর—বা তরোয়াল বা! এক দুরুনীতেই হুজুর বলিয়ে ছেড়েছি। বার দশ পোনেরো ঘুরুলেই দুনিয়ার সব শালা দুস্‌মন হুজুর ব'লবে। তিন দিন পেটে বড় একটা কিছু ঢোকেনি—চোখে বড় সুবিধেমত দেখা চল্‌ছে না। হুজুর বলো কে ও?

গ। আমি হুজুরের গোলাম গফুর।

ও। গফুর গফুর! স'রে যা গফুর, কাছে আসিস্ নি—আমি তরোয়াল ঘোরাচ্ছি। গায়ে লাগ্‌লেই তোর দেহ ফাঁস্ ক'রে কেটে যাবে। তামাচা—শির কুচ—কড়াক্।

ম। হুজুর হুকুম করুন, কিছু খাদ্য এনে দি।

ও। উঁহু—তুমি দিলে খাব না। মা আমাকে শেষ আস্‌রফী দিয়েছে—আমি তাই দিয়ে খানাপিনা ক'র্‌ব, তার পর এই তরোয়াল দিয়ে দুস্‌মন শালাদের মাথা কাট্‌ব।

গ। আমি এই তিন দিন ধ'রে আপনাকে খুঁজ্‌ছি। হুজুর! আপনার জন্য নবাবসরকারে এক চাক্‌রী জোগাড় ক'রেছি।

ও। কি! কি বল্‌লি গফুর, আমি চাক্‌রী কর্‌ব! (তরোয়াল ঘুরাইয়া) এই দেখ্‌—এই তামাচা, এই ইজেম চা—আর এই খেঁাচা—এই তিন কস্‌লতে আমি দুনিয়া জয় ক'র্‌ব। তখন সব শালাকে আমার চাক্‌রী ক'র্‌তে হবে।

(খাদ্য হস্তে মনিয়ার প্রবেশ।)

গ। (মনিয়ার সমীপে গিয়া) মনিয়া, সমস্ত পরিশ্রম বৃথা হ'ল—হুজুরকে পেলুম কিন্তু কাজের পেলুম না। হুজুরের মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে। একটা তালপাতার তরোয়াল ঘোরাচ্ছেন, আর কি আপনার মনে বক্‌ছেন। খাবার দিতে চাইলুম, খেতে চাইলেন না। অথচ শুন্‌লুম, তিন দিন একরূপ অনাহার। কি করা যায় মনিয়া?

ম। হুজুর!

গ। আবার হুজুর—(তরোয়াল ঘুরাইয়া) হাঁ—ঠিক হ'য়েছে। দুনিয়া আমাকে হুজুর ব'ল্‌ছে—আমি শুন্‌তে পাচ্ছি। মির্জাআলি হুঁসিয়ার ভোজপুরী খবরদার—তামাচা, ইজেম চা—খেঁাচা।

ম। হুজুর! বাঁদীর দিকে একবার চাও।

ও। কে তুই?

ম। আমি মনিয়া।

ও। মনিয়া, স'রে যা আমি তরোয়াল ঘোরাচ্ছি। গায়ে ঠেক্‌লেই এখনি কচিদেহ কুচ ক'রে কেটে যাবে।

ম। কিছু ক্ষণের জন্য ঘোরানো রেখে—কিছু আহার করুন। আমি ফলমূল এনেছি।

ও। না মনিয়া, খাব না। মা আমাকে শেষ আস্‌রফী দিয়েছে, আগে তাই দিয়ে খানা কিন্‌ব। মনিয়া, মরার চেয়ে আর অনিষ্ট নেই। আমি ম'রেছি, কাজেই মরণের ভয় আমার ঘুচেছে।

ম। তা হ'লে ত আপনি দুনিয়ার রাজা।

ও। ঠিক?

ম। তুমিই বুঝে বল না, ঠিক কি না।

ও। বস্‌—মনিয়া ব'লেছে—ঠিক, ঠিক, ঠিক। (তরোয়াল ঘোরান)

ম। তরোয়াল ঘোরাচ্ছ কেন হুজুর?

ও। এই দিয়ে দুস্‌মনদের জব্দ ক'র্‌ব। লড়াই ক'রে দুনিয়া জয় ক'র্‌ব।

ম। কি রকম হাতিয়ার একবার হাতে ক'রে দেখি?

ও। উঁহু—কচি গা কুচ্‌ ক'রে কেটে যাবে। এই দেখ্‌ একবার তয়ে তয়ে ছুঁইয়ে দি।

ম। উঃ! কি ধার!

ও। কেমন—কেমন! তামাচা, ইজেম্‌ চা—খোঁচা। মনিয়া ব'লেছে কি ধার! মির্জা আলি হুঁসিয়ার! ভোজপুরী খবরদার! সব শালা দুস্‌মন—বাহার বাহার! (প্রস্থানোদ্যত) মনিয়া সম্মুখে নতজানু হইল।

ম। খোদাবন্দ!

ও। কি মনিয়া! আমাকে কি পাগল মনে ক'রেছিস্‌?

ম। পাগল দুস্মন হ'ক, আপনি পাগল হবেন কেন?

ও। মনিয়া! এতদিন ম'রেছিলুম, ম'রে আমার মাকে শোকার্ত্ত ক'রেছিলুম। শেষে মায়ের তিরস্কারে আমি মরার রাজ্য থেকে ফিরে এসেছি। মায়ের স্নেহের ডাকে মৃত্যু আমাকে পথ থেকে ছেড়ে দিয়েছে। ফিরে এসে যখন মায়ের পায়ে আশ্রয় নিয়েছি, তখন মা দুস্মন মার্‌তে, আর আত্মরক্ষা ক'র্‌তে আমাকে এই অস্ত্র দিয়েছে। বাবা থাক্‌তেন থাক্‌তেন বল্‌তেন,—এ দুনিয়াটা কিছু নয়—একটা ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে, ফাঁকাটে ফাঁকাটে—ভোজবাজীর মতন ফাঁক—শুধু জমক আর জাঁক—আসল জিনিষ এর আড়ালে লুকিয়ে আছে। তবে নকল মা'র্‌তে আসল অস্ত্রের কি দরকার মনিয়া?

ম। সাচ্চা বাৎ, হুজুর!

ও। এই আমার অস্ত্র—এইতে দুনিয়া জয় হ'ল ত হ'ল। নইলে মরা জিনিষ মরার রাজ্যে ফিরে গেল—তাতে দুঃখ কি মনিয়া?

ম। না দুঃখ নেই তবে খোদাবন্দ, প্রাণটা যদি ফিরে এসেছে, তবে তাকে এমন অবজ্ঞা ক'র্‌ছেন কেন? কিছু খাদ্য বাঁদী এনেছে, তাতে জীবনটা রক্ষা করুন।

ও। (হাস্য) আস্‌রফী—মনিয়া আস্‌রফী—মা দিয়েছে। কিন্‌ব, খাব—তরোয়াল ঘুরুবো—দুস্মন মা'র্‌ব—আর দুনিয়াকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বগল বাজাব।

ম। বেশ, আমাকেই না হয়, আস্‌রফী দিন।

ও। উঁহু, তুমি আমীর বহিন, তোমার কাছে পয়সা দিয়ে কিন্‌ব কেন? ওই, মাঠের ওপাশে—ওই বনের ধারে অট্টালিকায় আমার মা। মায়ের ক'দিন অনাহার কে জানে! মনিয়া—মনিয়া! গফুর গফুর! দুনিয়া কানে দেখে! এই তামাচা, ইজেমচা—গোঁচা (প্রস্থান)।

ম। গফুর! আমার একটা অনুরোধ রাখ্‌বে?

গ। হুকুম কর মনিয়া বিবি, অনুরোধ ব'লছ কেন? হুজুরের মাকে অনুসন্ধান ক'র্‌ব?

ম। না। এ অবস্থায় তাকে দেখ' না। অট্টালিকাটা কি, বুঝ্‌তে পা'র্‌লে না?

গ। বুঝেছি—মা ভাঙ্গা কুঁড়ের ভিতর ঢুকে আছে। বুঝি অনাহারেই আছে।

ম অনাহারে! তা হ'তে পারে। তবু এ অবস্থায় তাকে দেখ্‌বো না। রাণী না খেয়ে ম'রে যাবে—যাক্‌, তবু তাকে দেখ্‌বো না। ছেলে যা নিলে না—মা তা নেবে না।

গ। বেশ, যাব না। তাহ'লে কি ক'র্‌ব হুকুম কর মনিয়া বিবি!

ম। আমার মনিবকে তোমার কি বোধ হ'ল?

গ। বোধ হ'ল, এ দুনিয়ায় গোলামীতে যদি কোথাও সুখ থাকে, তা কেবল ওই মনিবের গোলামী ক'রে।

ম। কেমন ঠিক না?

গ। এই ত ব'ল্‌লুম মনিয়া!

ম। এখন এই তালপাতার খাঁড়াকে যেমন ক'রে পারি, বজ্র ক'রে যে তুল্‌তে হবে?

গ। তা কি আমিও ভাব্‌ছি না মনিয়া বিবি? খোদাকে স্মরণ ক'রে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা উপায় ঠাওরাচ্ছিলুম। একটা মতলব মাথায় এসেছে। মনিয়া বিবি, হুজুর ব'ল্‌লে দুনিয়ার লোক কানে দেখে। চোখে দেখে না। চোখে দেখ্‌লে এই দুনিয়াই স্বর্গ হ'য়ে যেত—স্বর্গে যাবার আর স্বতন্ত্র আয়োজন ক'র্‌তে হ'ত না।

ম। ধন্য তোমার বুদ্ধি। গফুর মিয়া, তোমাকে গোলাম ব'লে অমর্য্যাদা

ক'রেছি। এখন ভাই, আমার মনিবকে একবার ঢনিয়ার কান দে' দেখিয়ে দাও।

গ। দেখাতেই হবে, নইলে আর উপায় নেই। মনিবের খেয়ালের ভেতর দিয়েই মনিবকে রক্ষা ক'র্‌তে হবে।

ম। ওই তালপাতাকে এমন ক'রে শানিয়ে শানিয়ে ধারালো ক'রে তুল্‌তে হবে যে, মনিবের নাম শুন্‌লে যেন লোক এক ক্রোশ দূর থেকে পালায়।

গ। এই—মতলব তা হ'লে তুমি ঠিক ক'রেছ। যদি বুঝ্‌তে পেরেছ কি ক'র্‌তে হবে, তা হ'লে এখনি তার জন্য প্রস্তুত হও। দেখ্‌ছ না, গ্রামের লোক লাঠী সোঁটা নিয়ে এইদিকে আস্‌ছে। কেন আস্‌ছে, আমি বুঝেছি। মনিব আস্‌বার আগে, গ্রামের স্ত্রীলোকেরা এখানে আমোদ ক'র্‌ছিল। মনিবের তরোয়াল ঘোরানো দেখেই তারা পালিয়েছে। তাদেরই আত্মীয়-স্বজন মনিবকে আক্রমণ ক'র্‌বার জন্য আস্‌ছে। (নেপথ্যে কোলাহল)

ম। তা হ'লে আর দেরি ক'র না—ব'সে যাও—ব'সে যাও।—ওরে বাবা রে—গেছি রে—উহুহুহু—

গ। বাপ্—জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল।

(গ্রাম্যপুরুষ ও স্ত্রীগণের প্রবেশ।)

১ম পু। কই—কই শালার তালপাতার সেপাই ?

২য় পু। দেখিয়ে দে, শালার টুঁটি ছিঁড়ে যে

১ম স্ত্রী। এইখানে—ঠিক এইখানে।

২য় স্ত্রী। এমনি ক'রে খাঁড়াখানা ঘুরুচ্ছিল যে

১ম পু। তাই ত—এরা কারা, এরা—কারা

ম। ওরে বাবা রে—উহুহুহু—

গ। বাপ্—জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল।—

১ম পু। কে তোমরা?

ম। আমরা এই পথে যাচ্ছিলুম গো! এমন সময়—উহু·হুহু—

১ম পু। এমন সময় কি হয়েছে? ভয় নেই—বল।

স্ত্রী। ভয় নেই—বল—

ম। এমন সময়—উহুহুহু—

গ। জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল—বাপ্—চিড়িক্ চিড়িক্—

ম। এক গাছের তলা থেকে—

১ম স্ত্রী। ওই ঠিক হয়েছে গো—এখানেও ওই গাছের তলা।

১ম পু। তার পর?...

গ। এক তালপাতার সেপাই—

১ম স্ত্রী। ওই শোন গো—তালপাতার সেপাই—

গ। সেই গাছের গোড়ায়, সেই সেপাই—সেই তালপাতা দিয়ে—

ম। এক কোপ—

গ। গাছ অমনি মড়—মড় মড়—মড়—বাপ্!

স্ত্রীগণ। ওই শোন—

১ম স্ত্রী। ওই শোন্ রে—ওই শোন্—আমরা কি মিছে ব'লেছি?

১ম পু। তার পর?—তার পর?

ম। আমার এই যে দেখ্‌ছ—এই যে—

স্ত্রী। লজ্জা কেন—বল্‌নাই বাপু—খসম্।

ম। উহুহুহু—ওই রকমই বটে গো!

গ। উঃ! চিড়িক্—চিড়িক্।

ম। পাছে লোকের কাছে এ কথা প্রকাশ পায়, তাই ওঁর কোমরে

সেপাই সেই খাঁড়া ঠেকিয়ে দিলে—আর যেমন দিলে অমনি ওঁর কোমরটা একেবারে চুরমার হ'য়ে ভেঙ্গে গেল গো !

প। জ্ব'লে গেল, জ্ব'লে গেল—বাপ্—চিড়িক্ চিড়িক্ !

ম। আর যেমন আমি রাগের মাথায় তাকে একটা ইট ছুঁড়ে মারতে গেলুম—অমনি সেই ইট খাঁড়ায় লেগে ঠিক্‌রে এসে এই বুকে—উহুহুহু—

১ম স্ত্রী। আর কেন, বুঝ্‌তে পেরেছ ত ?

সকলে। আর কেন মিয়া—আর কেন ?—

(জনৈক পথিকের প্রবেশ ।)

প। কি—কি—ব্যাপারখানা কি ?—কি হ'য়েছে ভাই সব ?

১ম পু। হাঁ হে, তুমি কি এই পথ দে' আস্‌ছ ?

প। হাঁ। কেন—কি হ'য়েছে ?

১ম পু। তুমি কি পথের ধারে একটা প্রকাণ্ড গাছ প'ড়্‌তে দেখে এলে ?

প। বটে ! তাই বুঝি ভয়ঙ্কর একটা শব্দ হ'ল !

সকলে। ওই—ওই—আর নয়।

প। আমি ভাব্‌লুম—কি পড়্‌ল কি পড়্‌ল—ও বাবা সেটা গ'ছ ! তাই মড়্ মড়্—মড়্ মড়্—মড়াৎ।

১ম, স্ত্রী। এক তালপাতার সেপাই—তালপাতার খাঁড়া দিয়ে এক কোপে সেই গাছটা কেটে ফেলেছে।

ম। শুধু কি গাছ কেটেছে ?—কত বাঘ মেরেছে—

(দ্বিতীয় পথিকের প্রবেশ।)

২য় প। তাই বটে—তাই বটে। পথে যেতে যেতে কতকগুলো লোক বাঘ মারা ব'লে কি বলাবলি ক'র্‌ছিল—তার পরেই গন্ধ—বাঘের

গন্ধ—ও বাবা—বাঘ তাতো বুঝ্‌তে পারিনি। বড় বেঁচে গেছি ত।

সকলে। তা হ'লে আর কেন?

১ম পু। ও বাবা! তা হ'লে আবার! গাছ প'ড়্‌লো—বাঘ ম'লো—আবার!

[গ্রাম্য পুরুষ ও স্ত্রীগণের পলায়ন]।

২য় প। বাঘটা কি ক'রে ম'লো ভাই?

গ। দূর্‌ শালা—শুন্‌ছিস না, এক তালপাতার সেপাই তালপাতার খোঁচা মেরে এক বাঘ মেরে ফেলেছে!

২য় প। ওরে বাবা—তালপাতার সেপাই!—

গ। পালা শালা—তামাচা, ইজেম চা, খোঁচা।—পালা এখনি খোঁচা খেয়ে ম'র্‌বি কেন, পালা—পালা!

২য় প। কোন দিকে পালাব ভাই!—আমার যে বুক গুর্‌গুর্‌ ক'র্‌ছে!

গ। যে দিকে গাঁ দেখ্‌বি, সেই দিকেই পালাবি। যেমন সব লোক কি হ'য়েছে কি হ'য়েছে ব'লে ছুটে জা'ন্‌তে আ'স্‌বে, তাদের টুপ্‌ ক'রে তালপাতার সেপাইয়ের কথা ব'লেই আবার ছুট্‌বি—ক্রমে ছুট্‌তে ছুট্‌তে যখন সহরে প'ড়্‌বি, তখন সুমুখে যে বাড়ী পাবি, সেই বাড়ীতে ঢুকে প'ড়্‌বি; সে বাড়ীতে জায়গা না পাস্‌, আর এক বাড়ীতে ঢুক্‌বি।

ম। এই রকম তাড়া খেতে খেতে যখন ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়্‌বি, তখন এক জায়গায় ব'সে কেবল ব'ল্‌তে থাক্‌বি—বাপ্‌—জ'লে গেল—জ'লে গেল—তবেই তালপাতার সেপায়ের দয়া হবে।

গ। নইলে গেলি।

ম। নইলে একেবারে গেলি।

২য় প। বাপ্‌—আর এখানে থাকে

ম। যাক্, সব পালিয়েছে !

গ। শুধু পালিয়েছে ?—এখন গ্রামে সহরে শুন্‌বি চল্,—রঙে রঙে এ গল্প কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে—এক দণ্ডে আমাদের মনিবের শক্তি কি বিরাট্ মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছে ।

গীত।

ম। মনের ভেতর জ্বল্‌লো আগুন দপ্ ক'রে।
ওগো নিভাই তাকে কি ক'রে ॥

গ। ভয় কি, সঙ্গে চল্,
মাথায় দেব ঘড়া ঘড়া জল,
তার এক ফোঁটাতেই অঙ্গ জল ভয় কিসের তরে ॥

ম। তাতে যে ধোঁয়া হবে,

গ। ফুঁ দিলে উড়ে যাবে,
কনক বরণ উথলে উঠে দেশ যাবে ভ'রে।

উভয়ে। তবে চল যুগলে
তালে তালে পা ফেলে,
যাক্ না দেখা কোন্‌খানের জল কোথায় গে'মরে ॥

পঞ্চম দৃশ্য।

প্রমোদাগার।

খাপ্পাখাঁ, মোসাহেব ও নর্ত্তকীগণ

গীত।

পেটের জ্বালা হয়ে নসীব ক'র্‌লে দেশ ছাড়া।
বনের ধারে খেতে দিলে পুঁই শাকের খাড়া ॥
বাঘ হ'য়ে সে হুম্‌কি দিলে, দিলুম টেনে ছুট্।
ডাকাত সেজে কর্‌লে নসীব যা ছিল সব লুট ॥
ঘুরিয়ে দেশ আন্‌লে শেষ রাজার বাগানে।
দেখ্‌লে চেয়ে রাজকুমারী রূপা নয়ানে ॥

মাথায় তুলে নসীব দিলে রাজার আসন দান।
চক্ষু মেলে দেখি আমি নবাব খাপ্পাখান ॥
গাও নসীবের জয়, গাও নসীবের জয়।
যা করা, সব নসীব করে, তুমি আমি কিছু নয় ॥

খাপ্পা। ভাই সব আমার লড়াই ক'র্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে।

১ম মো। হুজুরের লড়াই ক'র্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে শুনে, গোলামের নাচ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। হুজুর, বিবিজানেরা বেতালা নাচে দেখে, ইচ্ছে হয়, বেটীদের তালটা কি বস্তু একবার দেখিয়ে দিই।

২য় মো। ঘাড়ে প'ড়ে নাকি এক ঠেঙে মিয়া ?

১ম মো। দূর্‌ শালা বেরসিক, তাল আবার দু' ঠেঙে হয় কবে !—

খাপ্পা। ঠিক্‌ ব'লেছ মিয়া।

সকলে। ঠিক ব'লেছ (হাস্য), ঠিক ব'লেছ লেঙড়্‌ মিয়া।

১ম মো। সমস্ত রসের গাছই, হুজুর, এক ঠেঙে। এই আখই বলুন, আর খেজুরই বলুন, আর তালই বলুন,—পাছে রস পান্‌সে হয়, তাই খোদার তাতে একটি ফেঁকড়ি পর্য্যন্ত গজাবার হুকুম নেই।

খাপ্পা। কিন্তু ভাই সকল যদি আমি লড়াই করি, তাহ'লে তোমরা কি ক'র্‌বে ?

১ম মো। হুজুর ঘুমুতে ঘুমুতে নবাবী পেয়েছেন—আপনাকে কি আর কখন লড়াই ক'র্‌তে হবে ?

খাপ্পা। যদি হয় ?

২য় মো। বিবিজান—বিবিজান—তেষ্টা পাচ্ছে।

সকলে। প্রবল—প্রবল।

খাপ্পা। বল ভাই সব—যদি হয় ?

১ম মো। যদি হয়,—হুজুর, আমি তা হ'লে আপনার ভগ্নদূত হব।

খাপ্পা। কানুমিয়া কি হবে ?

২য়, মো। হুজুর ! আমি হব দূরবীণ। ইঁদুরগর্ত্তের ভেতর যদি শালার দুস্‌মন লুকিয়ে থাকে, আমি এই (এক চক্ষু দেখাইয়া) দূরবীণ ক'সে শালাদের বা'র ক'রে দেব।

১ম মো। থাক্ শালা অযাত্রা—এক চোখ দেখায় না। কেঁচো খুঁড়্তে খুঁড়্তে সাপ বেরিয়ে প'ড়্বে—সত্যি সত্যিই লড়াই বেধে যাবে।

খাপ্পা। তুমি কি ক'র্‌বে তুঁতলু মিয়া।

৩য় মো। আ—আ—আ—

সকলে। থাম্ শালা—থাম্।

৩য় মো। হু—হু—

সকলে। আরে বেঅকুফ থাম !

৩য় মো। দু—দুদু উস্—উস্‌মনের—বা—বা—বাপান্ত ক'র্‌ব—

সকলে। (৩য়কে ধরিয়া) হাঁ—হাঁ—অনর্থ বাধ্‌বে—অনর্থ বাধ্‌বে।

খাপ্পা। তোমরা কি ক'র্‌বে বিবিজানেরা ?—

১ম, মো। আমরা ? আমরা হুজুর ?

নর্ত্তকীগণ।

গীত।

আমরা কি করি লড়াই।
আমরা লড়াই বাধাবার গুরুমশাই ॥
ভায়ে ভায়ে কোলাকুলি নাইক' প্রেমের অন্ত,
আমরা কুটুস্ ক'রে বুকের মাঝে ফুটিয়ে দিই দন্ত,
জ্বালায় শ্রীকান্ত হয়ে প্রাণান্ত,
চোক পালোটে ভাই ভাই হয় গো ঠাঁই ঠাঁই।
আমরা সোণার ঘরে দিন দুপুরে আগুন লাগাই ॥

(রোশেনার প্রবেশ।)

রো। বেতমিজ, বেহায়া, বেইমান নবাব!

খাপ্পা। এই আরম্ভ হ'ল—ভাই সব! প্রস্তুত হও—বাধ্‌লো—লড়াই বাধ্‌লো।

রো। বাধ্‌লো কি! বেধেছে—তোমার বেইমানির শাস্তি না দিয়ে আমি আর জল গ্রহণ ক'র্‌ছি না—বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর!

খাপ্পা। পারিষদবর্গ! জল্‌দি জল্‌দি অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে এস—লড়াই বেধেছে।

রো। খাড়া র' সব উল্লুক—খাড়া র'। তোদের মনিবের সঙ্গে এক দড়িতে বাঁধ্‌ব—বেইমানের সঙ্গী বেইমান, তোদের সকলকেই সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দেব—এক ঘরে কয়েদ ক'রে শাস্তি দেব। আমার বুকে ঢেঁকি প'ড়্‌ছে, আর তোমরা এখানে সরাপ খেয়ে বাইজী নিয়ে ইয়ার্‌কি দিচ্ছ। উল্লুক! গিধ্বোড়—বেলেল্লা!

১ম মো। (করজোড়ে) বেগম সাহেব, গা'ল দিতে গিয়ে একটা ভুল হ'য়ে গেছে। এ গোলাম শুধু উল্লুক নয়, খোঁড়া উল্লুক।

২য় মো। আর, এ গোলাম কাণা গিধ্বোড়।

৩য় মো। আর, এ—এ—বে—বে—এল্লা নয়, তো—তো—তোল্লা।

রো। খাড়া র'—যাচ্ছিস্‌ কোথা?—আগে তোদের মনিবের কি হয় দেখ্‌, তার পর যাবি। যেমন গাড়োল নবাব, তার তেমনি জানোয়ার সঙ্গী!

১ম ন। এ বাঁদীরে কি ক'র্‌বে বেগম সাহেব?

রো। কয়েদ হবি—আর কি ক'র্‌বি? আর কি নবাবের নবাবী থাক্‌বে, যে, পয়সা পাবি? এক ঘরে সব কয়েদ ক'রে রাখ্‌ব।

(নর্ত্তকীগণের ক্রন্দন)

৩য় মো। কাঁ—কাঁ—কাঁ—আঁদিস্ কেন ?

২য় মো। ভালই ত হ'য়েছে—আর তোদের পেটের ভাতের জন্য—কুকুর বাঁদরকে এমনি ক'রে ইসারা ক'র্‌তে হবে না।

১ম মো। এই আমার মতন পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে খাবি।

রো। এই ইধার আও—এই গোলামগুলোকে এক জায়গায় আট্‌কে রাখো ; তার পর এদের সম্বন্ধে যা ক'র্‌বার, আমি হুকুম দেব।

[প্রহরিগণের প্রবেশ এবং মোসাহেবগণ ও বাঁদীগণকে লইয়া প্রস্থান।

খাঞ্জা। এতগুলো মানুষের সাক্ষাতে আমার অপমান কেন ক'র্‌লে রোশেনা ?

রো। ওরা কি মানুষ ?—যেমন তুমি, তেমনি ওরা পশু। মনে ক'রেছিলে কি, আমি তোমার পিয়ারকে খুঁজে বা'র ক'র্‌তে পার্‌ব না ?

খাঞ্জা। সন্ধান পেয়েছ ?

রো। ছি! ছি! ছি! কি ঘেন্না!—বাঁদীর পাতচাটা খোরাসানী আলি মির্জা—তার বেটী—কস্‌বি কি না, কে জানে—তাকে বেছে বেছে—রাণীর যোগ্য আবরোঁয়া সওগাত দেওয়া হ'য়েছে!

খাঞ্জা। কেমন রোশেনা! সে সুন্দরী নয় ?

রো। ছিছি!—ছি! ছি!—এত ছোট নজর!—যে মির্জা আলি পিঁপড়ের পেট টিপে গুড় বা'র ক'রে খায়, তার বেটীকে ঢাকাই আবরোঁয়া।

খাঞ্জা। তুমি তাকে দেখেছ ?

রো। ঘেন্না! আমি সেই ছোটলোকের বাড়ীতে গিয়ে তাকে দেখে আস্‌ব!

খাঞ্জা। বেশ যত্ন ক'রে বাড়ীতে আনিয়ে একবার তাকে দেখ।

রো। এই যে দেখ্‌বার ব্যবস্থা ক'র্‌ছি। তোমাকে এক পিঞ্জরেয় রাখ্‌ব, আর সে বেটীকে এক পিঁজরেয় পূর্‌ব, দু'জনে মুখোমুখী ক'রে পরস্পরের রূপ দেখ্‌বে।

খাঞ্জা। কবে রোসেনা, কবে ?

রো। ওমা! এত! এরই মধ্যে এত! বেইমান! আমাকে বিবাহ ক'র্‌বার সময়ে কি ব'লেছিলে ?

খাঞ্জা। কি ব'লেছিলুম, তুমিই বল।

রো। ব'লেছিলে না, যে, তোমা ছাড়া আর কাউকে আমি স্ত্রী ব'লে গ্রহণ ক'র্‌ব না ? যদি ম'রেও যাই, তবু তুমি আর বিবাহ ক'র্‌বে না ?

খাঞ্জা। ব'লেছিলুমই ত!

রো। তবে বিশ্বাসঘাতক! তুমি এ কি ক'র্‌লে!

খাঞ্জা। কি ক'রেছি ?

রো। কি ক'রেছ! উল্লুক! এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। (মনিয়ার প্রবেশ) বাঁদী!

ম। বাঁদী ব'ল্‌লে উত্তর পাবে না বেগম সাহেব।—আমি তোমার বাঁদী নই। এক মুখে দুই কথা কও, তুমি কি রকম বেগম!

রো। না ভাই, তুই আমার সখী। আমায় মাফ্ কর্—বলত ভাই মনিয়া সে কি ব'লেছে!

ম। হাঁ জনাবালি! আপনি কি যথার্থই মির্জা আলীর কন্যাকে ভালবেসেছেন ?

খাঞ্জা। যদিই ভালবেসে থাকি, তা হ'লে কি অন্যায় ক'রেছি মনিয়া ?

ম। সে ব'লেছে,—রাজা আমাকে প্রাণের তুল্য ভালবেসেছেন। ব'লেছেন, তোমাকে দেখে আমি মুগ্ধ হ'য়েছি। তোমাকে যেরূপ

ভালবেসেছি, এরূপ ভালবাসা আমি জীবনে কখন কাউকে বাসিনি।

রো। বেহায়া, এই কি তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা?

খাঞ্জা। ভালই বেসেছি—বিবাহ ত করিনি?

রো। আমাকে যখন ভাল বেসেছ, তখন অন্যকে ভালবাস্‌তে তোমার অধিকার কি?

খাঞ্জা। সে কথা ব'ল্‌তে পারি না, রোসেনা।

(হানিফ্‌ খাঁর প্রবেশ।)

হা। আলবৎ ব'ল্‌তে হবে! বেইমান! দু'দু'জন শক্তিমান্‌ উত্তরাধিকারীকে তাড়িয়ে আমি তোমাকে নবাবী দিলুম, এই তার তুমি প্রতিফল দিচ্ছ?

খাঞ্জা। তুমি আমাকে নবাবী দিয়েছ, একথা একেবারে ভুলে যাও হানিফ্‌ খাঁ! খোদা আমাকে নবাবী দিয়েছে। তবে তুমি উপলক্ষ্য।

হা। বটেরে বেইমান! তবে খোদা কেমন তোমার নবাবী রাখে, একবার দেখে নিই।

খাঞ্জা। এখনি তোমাকে আমি কোতল ক'র্‌তুম হানিফ্‌ খাঁ! কিন্তু তা ক'র্‌ব না। কেননা, নবাবী দিতে একদিন তুমি উপলক্ষ্য হ'য়েছিলে।

হা। কাপুরুষ! তুমি আমাকে কোতল ক'র্‌বে! কি ব'ল্‌ব, মেয়ে দিয়েছি, নইলে এখনই তোমার বেয়াদবীর কথা শেষ ক'রে দিতুম। এই—ইধার আও। (সশস্ত্র প্রহরিগণের প্রবেশ) বেইমান্‌কো পাকাড়ো।

খাঞ্জা। এই দেখ হানিফ্‌ খাঁ—নসীবে কোতল নেই ব'লে, তুমি আমাকে মা'র্‌তে পা'র্‌লে না। নসীবে বন্ধন ছিল—বন্ধন হ'ল।

রো। বল নবাব, এখনও বল—আমাকেই কেবল তুমি ভালবাস।

খাঞ্জা। না রোসেনা, তোমাকে কেবল বিবাহিতা স্ত্রী ব'লতে পারি—ভালবাসার পাত্রী ব'লতে পারি না। আমার প্রতি আজও পর্য্যন্ত তুমি এমন ব্যবহার করনি, যাতে তোমাকে ভালবাসতে পারি। বিশেষতঃ এখন তুমি আমার ঘৃণার পাত্রী।

হা। বটেরে বেইমান—লে যাও—কয়েদ কর—মনে ক'রলুম দয়া ক'রব। আমার মেয়ে ঘৃণার পাত্রী!—লে যাও—কয়েদ কর। কৎলুখাঁ!

(কৎলুখাঁর প্রবেশ।)

কৎ। হুকুম জনাবালি!

হা। তোমার ওপর এই বেইমানকে আটকে রাখবার ভার দিলুম। দশ হাজার সেপাই দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ঘেরাও ক'রে রাখবে। দেখি, ওর কোন্ নসীব এসে সেই বেড়া ভেঙ্গে ওকে রাজ্য দেয়।

খাঞ্জা। নসীব যদি দেয় মিয়া, তা হ'লে আমার তালপাতার সেপাই তোমার দশ হাজারের বেড়া ভেঙ্গে আমাকে নবাবী ফিরিয়ে দিতে পারে।

হা। লে যাও—লে যাও—ও বাউরাকো বাত্ মৎ শুনো—লে যাও। যাও কৎলু খাঁ, তুমি এই বেইমান জামাইকে নজরবন্দী ক'রে, যত শিগ্গির পার, সেই শালা বেইমান মির্জা আলি ও তার কন্যাকে কয়েদ ক'রে নিয়ে এস।

[কৎলু ও খাঞ্জাখানের প্রস্থান।

আমারই অনুগ্রহে এই কম্বকৃত্ নবাবের মত অতি দীন অবস্থা

থেকে সে শালা সর্দার হ'য়েছে। সর্দার হ'য়েই পাজী আমারই সঙ্গে বেইমানী আরম্ভ ক'রেছে। শালার সর্দার শুধু বেইমান নয়—

ম। না হুজুর, বেইমানের বেইমান। যার জন্য রোশেনা বেগমের চোখে জল পড়ে, পাজী এমন মেয়েও পয়দা করে!

(গফুরের প্রবেশ।)

গ। ঠিক ব'লেছ—মনিয়াবিবি—ঠিক ব'লেছ—শালা! খোঁড়া ভাঙড়ো মেয়ের বাপ হ'লি নি কেন?

ম। আর যদিই বা হ'লি, তা'হলে যখন দেখ্‌লি—সে ভারী সুন্দরী হ'য়েছে, তখন আঁশবটী দিয়ে তার নাকটা কেটে দিলিনি কেন?

রো। (চোখে রুমাল দিয়া) আমারও অদৃষ্টে এত ছিল!

হা। কি হ'য়েছে?—কান্না কেন? অদৃষ্ট কি? চ'লে আয়। বশে আসে নবাবী পাবে—না আসে কোতল হবে—

ম। কান্না কেন বেগম সাহেব? তোমার রূপ বেঁচে থাক্‌লে, ভাগ্যে অমন কত নবাব জুটে যাবে।

হা। আলবৎ—জুট্‌বেই ত—চ'লে আয়। নিকে দিয়ে দোসরা নবাব ক'রে দেব। সমস্ত পল্টনের মালিক আমি, ভয় কি! ইরাণের বাদসা পর্য্যন্ত আমার নামে হাড়ে কাঁপে। চ'লে আয়—চ'লে আয়।

রো। হাজি সদাগর কি কাল ওড়্‌নাই খরিদ ক'রে এনেছিল!

[হানিফ্‌ ও রোসেনার প্রস্থান।

ম। তাইত, কি ক'র্‌লুম গফুর, মির্জা আলিকে জব্দ, ক'র্‌তে গিয়ে সাধু নবাবের অনিষ্ট ক'রে ব'স্‌লুম!

গ। কেন, অনিষ্ট কিসের মনিয়া! তো হ'তে আজ সাধু নবাবের যশ দুনিয়া ব্যাপ্ত হবে।

ম। হবে গফুর ?

গ। আলবৎ হবে। হ'তেই হবে—নইলে শুধু তরোয়াল দিয়েই যদি দুনিয়া বশ হয়, তা হ'লে এ দুনিয়াটার কোন মূল্য নেই।

ম। ঠিক ব'ল্‌ছিস্ ?

গ। তা হ'লে এখন আর ব'ল্‌ব না ; যখন নিজের চক্ষে দেখ্‌বি, তখন আপনিই বল্‌বি মনিয়া !

ম। তা হ'লে নবাবের জন্য কাঁদ্‌ব না ?

গ। যেদিন উল্লাসে চোখের জল পড়্‌বে, সেইদিন কাঁদস্ মনিয়া ! পরিণাম না দেখে, আমি কিছুতেই তোকে কাঁদ্‌তে দেব না। তোকে না বুঝ্‌তে পেরে, রাজার হুকুমে রাজার পয়সায় তোকে বাঁদী মনে ক'রে কিনেছিলুম। কিনে মনে মনে রাজাকে কেবল সেলাম ক'রেছিলুম। মনে ক'রেছিলুম, রাজা তামাসা ক'রে আমাকে বাদসার ভাগ্যদান ক'রেছিল। কিন্তু মনিয়া, কেন্‌বার পরদণ্ডেই তুই মুক্ত হ'য়ে গেলি—আমি উল্‌টে তোর গোলাম হ'য়ে গেলুম। তখন নসীবকে লক্ষ্য ক'রে মনস্তাপে আমি সমস্ত চোখের জল একদিনে ফেলে নিঃশেষ ক'রে দিয়েছি। আমি নিজে যা কখন ক'র্‌ব না, তা আমার মনিবকেও কখন ক'র্‌তে দেব না। মনিয়া ! নিশ্চিন্ত হ'—একবার বাইরে বেরিয়ে দেখ্‌বি আয়, তালপাতার সর্দারের নামে সমস্ত বোখরা সহর ভ'রে গেছে। দু'দিনে দুনিয়া ভ'রে যাবে—হানিফের দর্প চূর্ণ হবে। সে কথায় কথায় গদাতে নবাব বসায়, আর ইচ্ছা ক'র্‌লেই তাকে ফেলে দেয়। এইবারে নিরীহ সাধু নবাবের মুখের কথাতেই তার সমস্ত শক্তির অবসান হবে। দেখ্‌বি আয়, তার দুর্দ্ধর্ষ পল্টন—যার নাম শুনে ইরাণের বাদসা পর্য্যন্ত কম্পমান হয়, সেই পল্টন ভয়ে টলমল ক'র্‌ছে।

ম। তা হ'লে চোখের জল মুছি ?

গ। গোলাম সুমুখে আছে, তাকে হুকুম কর, সে মুছিয়ে দিক্ মনিয়া !

ম। (নতজানু) পয়সায় কিন্‌তে পার নি, এখন নিজের মহত্বে আমাকে কিনে নাও—

গ। তোমায় কিন্‌তে পারে, সে মহত্বই বা গোলামের কোথায় আছে মনিয়া ! তবে তোমার করুণা। তামাসা ক'র্‌তে গিয়ে, ও মুখ দিয়ে একবার সে করুণার কথা বেরিয়েছে। তার সফলতা দেখ্‌বার জন্য আমি সেই শুভ দিনের অপেক্ষায় ব'সে আছি। এখন আয় মনিয়া, দেখ্‌বি আয়—নবাবের গদী ফিরিয়ে দিতে এক তালপাতার সর্‌দার দুর্দ্ধর্ষ হানিফের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে এসেছে—তার কেরামতিটে একবার দেখ্‌বি আয়।

দ্বৈত গীত।

ম—আমি রুমাল খুলে মুছি চোখের জল।
গ—দাও আমায় মুছিয়ে দিতে—
উঠুক ফুটে—শিশির ধোয়া শতদল ;
ম—পরের দুঃখে দুঃখী তুমি
আছে বুক-ভরা হৃদয়,
গ—সাক্ষাৎ করুণারূপে তুমি সেখানে উদয়,
তাই পাথরে পাথার-সৃষ্টি সুধাবৃষ্টি মিষ্টি জলে ঢলঢল।
ম—চাঁদি ঢেলে কিনেছিলে আমায় বাঁদী ব'লে,
গ—শেষে সেধে গোলাম, ক'রে সেলাম, সোণার পদতলে,
ম—ছিঃ ছিঃ তুমি কত জান ভঙ্গী,
গ—আমি কেবল তোমার রঙ্গে রঙ্গী ;
উভয়ে—না—না—আমরা রঙ্গভূমে কর্ম্ম-সঙ্গী, নাই অনঙ্গের হলাহল ,—
ভালবাসি পরের হাসি, শিখি হাসাবারই সুকৌশল।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অন্তঃপুরস্থ দালান।

সেলিমা ও বাঁদী।

সে। কে সে, বাঁদী, খবর নিয়েছিলি ?

বাঁ। এ বাড়ীর পূর্ব্ব-মালিকের ছেলে—ওস্মান সা।

সে। বাপ্ তার অপমান ক'র্‌লে কেন ?

বাঁ। তার বাড়ী নিলেম হ'য়ে গেছে—সে জান্‌তো না। নিজেরই বাড়ী জেনে ঢুক্‌তে গেছে ব'লে, তার এই লাঞ্ছনা হ'য়েছে।

সে। হুঁ! এ ওড়্‌না আমাকে কে দিয়েছে জানিস্ ?

বাঁ। সেদিন যে সেই বৃদ্ধ সওদাগর এসেছিল, সেই ত দিয়েছে।

সে। না বাঁদী, সে নয়। যে যুবক অপমানিত হ'ল, তার বাপ হাজি সওদাগর আমাকে এই শ্রেষ্ঠ উপহার দান ক'রেছে।

বাঁ। কেমন ক'রে জান্‌লে ?

সে। সেই বৃদ্ধ সওদাগরই আমাকে ব'লেছে, আমি তাকে সেলাম ক'র্‌বার সময় সে ব'ল্‌লে, আমাকে সেলাম ক'র না বিবিসাহেব, আমি এর দাতা নই। দাতা মৃত হাজী সওদাগর, তার উদ্দেশে সেলাম কর। বাঁদী, তারই সন্তান আমার বাপের কাছে অপমান পুরস্কার পেয়েছে। আমি এ ওড়্‌না প'র্‌বার যোগ্য নই। একে আমার ঘরে পেঁটরাবন্দী ক'রে রেখে আয়।

বাঁ। সে কি বিবিসাহেব, এমন সামগ্রী প'র্‌বে না?

সে। যদি কখন যোগ্য হই, তবে প'র্‌ব। নইলে প'র্‌ব না। যা, রেখে আয়।

[বাঁদীর প্রস্থান।

সেলিমার গীত।

আছে আঁখি তাই দেখি (সইরে) কি ক'রে করি গো তারে মানা।
শুধু দেখা মনে রাখা হ'ক না সে কেন অচেনা॥
আঁখিতে আঁকিতে টান আমি ত বলিনি তারে,
বলিনি ত তনুখানি আবরিতে রূপভারে।
তবে যে মরমে জাগে তার প্রতি অনুরাগে
কোথা হ'তে অজানা বেদনা।
তাতে কি আমার দোষ মরমেরি ছলনা॥

(মনিয়ার প্রবেশ।)

ম। বা! বা!

সে। কে তুমি বিবিসাহেব?

ম। নবাব, নবাব!—তুমি দ্রষ্টা বটে।

সে। কে তুমি বিবিসাহেব?

ম। আমি তোমার দুস্‌মন—বিবিসাহেব! নবাবকে শুধু রূপ দেখিয়েছ, না গানও শুনিয়েছ?

সে। কে নবাব?—কোথায় নবাব?—তুমি কাকে ব'ল্‌ছ?

ম। আমি তোমাকেই ব'ল্‌ছি। যদি শুধু রূপ দেখিয়ে তাকে মুগ্ধ ক'রে থাক, তা হ'লে তোমার অর্দ্ধেক দেখিয়ে তাকে প্রতারণা ক'রেছ। তোমার অর্দ্ধেক দেখে যদি রাজাকে প্রাণ দিতে হয়, তা হ'লে তাঁর মরণ অসার্থক হ'ল বিবিসাহেব! মরণের অর্দ্ধেক সুখ নষ্ট হ'য়ে গেল।

সে। কি রাজা রাজা ব'ল্‌ছ, আমি বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি না। আমি কোন রাজাকে কখন দেখিনি। দেখ্‌বার মধ্যে আমি পিতাকে দেখেছি, আর—আর—আর—একজনকে দেখেছি।

ম। তবে আর কি—সেই একজনই রাজা।

সে। না।

ম। না?

সে। না।

ম। ও বুঝেছি! তোমার বাপ্‌ সেদিন বিনাপরাধে যার অপমান ক'রেছিল—কেমন?

সে। হাঁ বিবিসাহেব, সেই।

ম। তোমাকে কোন লোক একখানা ওড়্‌না উপহার দেয় নি?

সে। হাঁ বিবিসাহেব, তিনি একজন বৃদ্ধ সওদাগর।

ম। তাই যদি হয়, তা হ'লে তিনি ছদ্মবেশী। সওদাগর নন—রাজা। তিনি তোমাকে সেই ওড়্‌না দিয়ে বিপন্ন।

সে। কেন বিবিসাহেব?

ম। তাঁর স্ত্রী সেই সংবাদ পেয়েছেন। ঈর্ষায়, রাগে আত্মহারা হ'য়ে, তাঁর বাপ্‌কে দিয়ে রাজাকে বন্দী ক'রেছেন।

সে। আমাকে ওড়্‌না দেবার অপরাধে?

ম। হাঁ বিবিসাহেব।

সে। তা হ'লে ত বড়ই দুঃখের কথা! আমি যদি ওড়্না ফি'রিয়ে দিই, তা হ'লে কি রাজার মুক্তি হয় না?

ম। তুমি ওড়্না ফিরিয়ে দিতে পার?

সে। রাজা আমাকে ওড়্না দিয়েছিলেন কেন?

ম। তাঁর মতে—তুমি এ সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপসী। তাই তিনি সে অমূল্য ওড়্না তোমাকে ডালি দিয়েছেন।

সে। তা হ'লে দেব না।

ম। রাজা বিপন্ন, এমন কি, তাঁর জীবন সংশয়।

সে। তা হ'ন, যখন এ কথা ব'লেছ, তখন দেব না। আমি তাঁর দানের অমর্য্যাদা ক'র্‌ব না।

ম। তুমিও বিপন্ন—রাণীর বাপ তোমাকেও গ্রেপ্‌তার ক'র্‌তে হুকুম দিয়েছে!

সে। তা দিক্, তবু সে ওড়্না জীবন থাক্‌তে আমি হাতছাড়া ক'র্‌ব না।

ম। বিবিসাহেব, আমি তোমার দুস্‌মনি ক'রেছি, রাজার এই দানের কথা রাণীকে ব'লে দিয়েছি।

সে। তুমি দুস্‌মনি করনি বিবিসাহেব, আমার সখীর কাজ ক'রেছ—আমার রূপের গর্ব্ব প্রচার ক'রেছ।

ম। আমি অনুতাপে দগ্ধ হ'য়ে, তোমাকে এই কথা ব'ল্‌তে এসেছি।

সে। অনুতাপ আমার; আমি এতক্ষণ তোমাকে ধন্যবাদ দিইনি, তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিনি।

ম। তা হ'লে আমি দায়ে খালাস?

সে। সম্পূর্ণ—পাছে তোমার মর্য্যাদাহানি হয়, এই ভয়ে আমি কোন পুরস্কারের কথা তুল্‌তে পার্‌ছি না?

ম। এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। তা হ'লে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত

হও। আমি তোমাকে সময়ে সাবধান ক'র্‌তে এসেছিলুম। কিন্তু তোমার মধুর সঙ্গীত শুন্‌তে, আর তোমার কথার রস অনুভব ক'র্‌তে আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে অনেক সময় নষ্ট ক'রে ফেলেছি। এতক্ষণে বোধ হয় তোমাদের গৃহ আক্রমণ ক'র্‌তে হানিফ্‌খাঁর অনুচরেরা প্রস্তুত হ'য়েছে। ওই যেন কে তোমার ঘরের দিকে ছুটে আস্‌ছে না?

সে। কই?—উনি আমার পিতা।

ম। তোমার পিতাই বটে—বোধ হ'চ্ছে, মিয়া বিপদের খবর পেয়েছেন। তুমি শোন বিবিসাহেব, শুনে যথাকর্ত্তব্য স্থির কর। আমাকে অনুমতি দাও, আমি আত্মরক্ষা করি।

সে। এখনি—সেলাম বিবিসাহেব!

[মনিয়ার প্রস্থান।

(আস্‌গরের প্রবেশ।)

আস্। মা সেলিমা, শিগ্‌গির পালিয়ে এস। বড় বিপদ্। যিনি তোমাকে ওড়্‌না দিয়েছিলেন, তিনি সওদাগর ন'ন, নবাব। সেই ওড়্‌না দেবার জন্য হানিফ্‌খাঁ নবাবকে কয়েদ ক'রেছে। আমাদেরও কয়েদ ক'র্‌তে লোক আস্‌ছে। পালিয়ে আয় সেলিমা, পালিয়ে আয়—শিগ্‌গির আমার সঙ্গে চ'লে আয়।

সে। কোথায় যাব বাবা! আর গেলেও যে রক্ষা পাব, তারই বা ঠিক কি? বাবা, যদি নিজে বাঁচ্‌তে চান তা হ'লে আমার আশা ত্যাগ করুন। আমি রাণীর বিষ-নয়নে প'ড়েছি। আর রাণীই প্রকৃত-পক্ষে এ রাজ্যের রাজা। তখন কোথায় গেলে তার হাত থেকে রক্ষা পাব?

আস্। তাইত, কি ক'র্লুম সেলিমা! এ কি 'অপয়া' বাড়ী কিন্লুম! বাড়ীতে ঢু'ক্তে না ঢু'ক্তে এ কি বিপদ্!

(মনিয়ার পুনঃপ্রবেশ।)

ম। বাড়ী 'অপয়া' হ'তে যাবে কেন মিয়া সাহেব! এই বাড়ীতে ব'সে এক সাধু লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন ক'রেছেন—অনেক সাধু ফকিরকে অন্ন দিয়েছেন। এ তীর্থভূমি 'অপয়া' হ'তে যাবে কেন, 'অপয়া' তুমি। তুমি বিনা অপরাধে আমার মনিবপুত্রের অপমান ক'রেছ। তোমার উপর সে অপমানের প্রতিশোধ নেব সঙ্কল্প ক'রেছিলুম। কিন্তু দেখ্লুম, তুমি বিপন্ন। আমি এমন মনিবের বাঁদী নই যে, বিপন্নের উপরে প্রতিশোধ নিই। যাও, যদি বাঁচ্তে চাও, তা হ'লে মেয়ের হাত ধ'রে এখন এ বাড়ী পরিত্যাগ কর। দেরী ক'র্লে আর তোমরা পালাতে পা'র্বে না।

আস্। চ'লে আয়, সেলিমা, চ'লে আয়।

সে। তা হ'লে একটু অপেক্ষা করুন, আমি ওড়্না খানা নিয়ে আসি।

আস্। ওড়না থাক্, ওই ওড়্নাই সব বিপদের মূলাধার। ও 'অপয়া' ওড়্না ফেলে চ'লে আয়।

সে। না, ওড়্না ফে'ল্ব না। (নেপথ্যে শব্দ)

ম। ওই এলো।

আস্। ফেলে আয়—ফেলে আয়—ফেলে আয়। (নেপথ্যে শব্দ)

ম। ওই, সদর দরজা ভাঙ্গ্লে।

আস্। আয়—আয়—আয়—ওরে তোর জন্যে বাড়ীর সবাই ম'র্বে—চ'লে আয়—চ'লে আয়।

সে। আপনি সকলকে নিয়ে এগিয়ে যা'ন। আমি ওড়্না না নিয়ে যাব না। [সেলিমার প্রস্থান।

আস্। বিবিসাহেব! যথার্থই আমি বড় অপরাধ ক'রেছি। বুঝ্‌তে পারিনি। এখন যদি তুমি কোনক্রমে আমাকে রক্ষা ক'র্‌তে পার। আমি এদেশে নূতন এসেছি, এ বাড়ীর কোথায় কি আছে, এখনও আমি জানি না। বোধ হয় তুমি জান।

ম। জানি জনাব! এ বাড়ী থেকে পালাবার এক গুপ্ত পথ আছে।

আস্। যদি মেহেরবাণী ক'রে দেখাও—যদি বাঁচাও—তা হ'লে আমার বেইমানীর প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে পারি।

ম। আলবৎ দেখাব! এস জনাব! আমার সঙ্গে এস।

আস্। যদি এতই মেহেরবাণী তোমার, বিবিসাহেব! তা হ'লে ওই দাম্ভিকা কন্যাকে ধ'রে আন। হতভাগিনীকে ফেলে কেমন ক'রে পালাব, বিবিসাহেব?

ম। এস জনাব, তারও যথাসাধ্য ব্যবস্থা করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নেপথ্যে কোলাহল, সরদার ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

সর্। খোঁজ—খোঁজ—তল্লাস কর—তল্লাস কর—কোথায় যাবে?—কোথায় পালাবে? সাড়া পেয়েছি। ঘর আতিপাতি ক'রে খোঁজ—তল্লাস কর।—তল্লাস কর।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সুসজ্জিত কক্ষ।

সেলিমা ও মনিয়া।

ম। কি ক'র্‌লে! দেরী ক'রে সব মাটী ক'র্‌লে! তোমাদের রক্ষার যা উপায় ক'র্‌লুম, তা এক তোমার জন্য পণ্ড হ'ল?

সে। কি করি বিবিসাহেব বাঁদীকে ওড়্‌না রাখ্‌তে ব'লেছিলুম, তা সে ভয়ে ঠিক জায়গায় রাখ্‌তে পারেনি ব'লে খুঁজ্‌তে বিলম্ব হ'য়ে গেল।

ম। চ'লে এস, আর এক লহমাও দেরি ক'র না। আর দাঁড়িয়ো না। তোমার পিতা গুপ্তদ্বারমুখে তোমার অপেক্ষা ক'র্‌ছেন। (নেপথ্যে শব্দ) ওই শেষ দরজা ভেঙ্গে ফেল্‌লে। ছুটে এস, বিবিসাহেব, ছুটে এস।

নেপথ্যে। মিলেছে হুজুর—মিলেছে।

ম। যা! আর হ'ল না! সুরঙ্গ দ্বারে পৌঁছুতে না পৌঁছুতে ধরা প'ড়্‌ব। শেষে একের জন্য বাড়ীর সকলে ধরা প'ড়্‌বে! এখন অদৃষ্টের উপর নির্ভর ক'রে এখানে দাঁড়াও। বিবিসাহেব! এখন দেখ্‌ছি—তোমারই সর্ব্বনাশের জন্য এই ওড়্‌নার সৃষ্টি হ'য়েছিল।

সে। ও কথা মনেও এনো না বিবিসাহেব! রাজার দান—সর্ব্ব মঙ্গলের নিদান—সর্ব্বনাশ হবে কেন?

ম। বেশ, তবে ওড়্‌নাখানি এমনি ক'রে গায়ে দিয়ে, মুখে সাহস মেখে দাঁড়িয়ে থাক।

সে। দাও, ওড়্‌নায় বেশ ক'রে ঢেকে দাও। বিবিসাহেব, এ আমার গৌরব। যদি মরে, সেলিমাই ম'র্‌বে, তার গৌরবহানি হবে না।

ম। আসছে আসছে—মর্যাদার সহিত কথা ক'য়ো। খবরদার, ভয় পেয়ো না, মর্য্যাদার হানি ক'র না।

(সর্দার ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

সর্। যাক্, পরিশ্রম নিষ্ফল হয়নি। আসল সামগ্রীই আমাদের লাভ হ'য়ে গেছে। তোমার ওড়্না দেখে বুঝ্তে পার্ছি, তুমি। তবু একবার জিজ্ঞাসা করি, বিবিসাহেব, তুমিই কি মির্জা আলির কন্যা ?

ম। চুপ ক'রে বোবাটির মতন দাঁড়িয়ে সেলিমাবিবির বন্ধন দেখ্ব ? একবার রক্ষার একটু চেষ্টা ক'র্ব না ?

সর্। জবাব দাও।

ম। আপনি কে জনাব ?

সর্। আমি কে এখনি বুঝ্তে পা'র্বে—এখন আমার কথার উত্তর দাও।

ম। একথা একে যদি জিজ্ঞাসা করেন, এ বল্বে—আমি। আর আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমি ব'ল্ব—আমি।

সর্। কি রকম ?

ম। যেহেতু এ আমাকে রক্ষা ক'র্তে চায়, আমি ওর্ সাহায্যে রক্ষা পেতে চাই না।

সর্। ওড়নার অধিকারী কে ?

সে। আমি খোদাবন্দ।

সর্। (সৈন্যগণের প্রবেশ) এরে—এই বিবিসাহেবকে নজরবন্দী ক'রে নিয়ে আয়। হুঁসিয়ার বিবিসাহেব, বাধা দিয়ো না, এদের সঙ্গে এস। যদি আস্তে অনিচ্ছা প্রকাশ কর, তা হ'লে জবরদস্তিতে নিয়ে যাব।

ম। আমাকে গ্রেপ্তার ক'র্‌বেন না ?

সর্। না—তুমি যথা ইচ্ছা চ'লে যেতে পার।

ম। দেখ্‌বেন, যেন ঠক্‌বেন না!

সর্। (স্বগতঃ) তাইত, এ বলে কি! এদের মধ্যে কে মির্জা আমির কন্যা? দু'জনেই অপূর্ব্ব রূপসী। এদের কে ভাল, কে মন্দ ঠাওর ক'র্‌তে পার্‌ছি না। (প্রকাশ্যে) দেখ, ঠিক্ বল। নইলে মর্য্যাদা থাক্‌বে না।

ম। এইত ব'লল্লুম, একে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে এ ব'লবে—আমি; আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, আমি ব'ল্‌ব—আমি। আর এই ওড়নার অধিকারী এও নয়, আমিও নয়—রূপ। আমার বিশ্বাস, আপনার তরোয়ালে শুধু ধার নেই—আপনার চোখেও কিছু ধার আছে।

সর্। আছে বইকি বিবিসাহেব!

ম। বস্, তা হ'লেই ত বাজী মেরে দিয়েছি মিয়াসাহেব! এই দেখুন দেখি (সেলিমার মুখ ধরিয়া) এই কি রূপের ধারা?—এই মুখের যোগ্য কি এই চোখ? ভুরু দুটো কি অন্যায় রকমে জোড়া! নাকটা কি বেজায় ফাঁপা রকমের বাঁশী! আপনি ত একজন এলেমদার সরদার! আপনি ত কত ঢাউস ঢাউস বাইজী, কত টুনটুনি পরী দেখেছেন,—

সর্। তা দেখেছি বইকি?

ম। তা হ'লে ত আপনি এক ইসারায় বুঝে নিয়েছেন। (নিজের মুখ দেখাইয়া) আর দেখুন দেখি এই মুখখানা! মুখের হাঁ-খানা একবার দেখুন দেখি—দেখুন দেখুন—আমি খেয়ে ফেল্‌ব না। তবে আপনি দেখ্‌ছি যেরূপ রসিক পুরুষ, তাতে আপনাকে খেতে পা'র্‌লে বিশেষ কোনও দোষ হবে না।

সর্। না বিবিসাহেব, তুমি সুন্দরী।

ম। কেমন? এই চোক দুটো দেখুন—চোকের ওপর চোক দুটো দিন্—ভয় কি? ভয় কি?—আমার চোকে দাঁত নেই—কেমন?—কেমন দেখ্ছেন? তবু এখনও চোকে ইসারা দিইনি!

সর্। না, বুঝ্তে পেরেছি, তুমিই মির্জা আলির কন্যা।

ম। এই! একেই ত বলে নজর! দে বাঁদী—আমাকে রক্ষা ক'র্বার সব চেষ্টা তোর বৃথা হ'ল—দে আমার ওড়না ফিরিয়ে দে।

সে। বিবিসাহেব! তোমার আচরণে বুঝ্তে পার্ছি—তুমি আমাকে রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ক'র্ছ। কিন্তু চেষ্টা বৃথা। আমি তোমাকে এক কথাতেই ব'লেছি, আমি জীবন থাক্তে এ ওড়্না পরিত্যাগ ক'র্ব না। তুমি ত নিজেই দেখেছ, আমি ওড়্নারই জন্য ধরা প'ড়েছি।

ম। কি, ত্যাগ ক'র্বে না?

সে। রাজার দানের অমর্য্যাদা ক'র্ব না। যখন এই ওড়্না রাণীর কাঁধে উঠ্বে, তখন জান্বে—বোখারার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী তাঁ নিয়া পরিত্যাগ ক'রেছে।

ম। তা হ'লে সেলাম বিবিসাহেব! তুমি শুধু এ সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী নও, তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রমণী। মিয়াসাহেব! তোমার বেরাল চোখে আমি সুন্দরী দেখাতে পারি, কিন্তু রাজার চক্ষে ইনিই হ'চ্ছেন এ রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী। তা হ'লে বিবিসাহেব, আমাকে বিদায় দাও। যখন ওড়্না পেলুম না, তখন মিছে আর তোমার সঙ্গে বন্ধনে পড়ি কেন?

সে। তুমি আমার সেলাম নাও। যদি বেঁচে থাকি, তোমার এই দয়া আমি কখন ভুল্ব না।

ম। তোমার বেঁচে থাকায় আমার স্বার্থ আছে। নইলে আমারও অদৃষ্টে তোমার মতন বন্ধন আছে। কেননা, তোমার পরেই এই ওড়্‌নায় আমার অধিকার। নাও, সরদার, পথ ছাড়। হাঁ ক'রে আর মুখের পানে দেখ্‌লে কি হবে মিয়া, রাজার যদি তোমার দু'টি বেরাল চোকের মতন চোখ হ'ত, তা হ'লে আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হ'ত। কিংবা তুমি যদি রাজা হ'তে—তা হ'লে—ওঃ! আর না, পথ ছাড়—

সর্। নেহি, তোমারাভি মেরা সাথ যানে হোগা।

ম। নেহি সর্‌দার, ময় কিসিকো সাথ নেহি যায়েঙ্গে।

সর্। আলবৎ বাদা—

ম। নেহি বান্দা।

সর্। কেয়া কমবক্তি!

ম। চোপ্‌রও উল্লুক।

সর্। কেয়া?

(নেপথ্যে কোলাহল। খবরদার ভাগো ভাগো—তালপাতাকো সর্‌দার আতা হ্যায়—ভাগো ভাগো।)

ম। বস্, আর ভয় নেই বিবিসাহেব, আমরা দু'জনেই রক্ষা পেয়েছি। এস হজ্‌রত—শিগ্‌গির এস।

সৈন্য। হুজুর—হুজুর—সেই তালপাতার সর্‌দার!

সর্। তাইত, তালপাতার সর্‌দার কিরে বাবা!

ম। আর আমাদের ধরে কে?—(নেপথ্যে—তামাচা—)

সৈন্য। হুজুর! হুসিয়ার—হুসিয়ার।

সর্। বাজারে যার বুজরুকির গুজব শুনে ছুম—সেই নাকি?

নেপথ্যে। তামাচা, ইজেম চা, খোঁচা।

কোলাহল করিতে করিতে সৈন্যগণের প্রবেশ ও কোলাহল করিতে করিতে "বাপ্! আগুন! বেড়া আগুন!" বলিতে বলিতে পলায়ন।

সর্। তাইত বেড়া আগুন বলে কিরে!

সৈন্য। হুজুর! আপনি পুড়তে হয় পুড়ুন—আমরা তোমাদিগের সেপাই—আমরা লড়াই ক'রে ম'রতে পারব, পুড়ে ম'রতে পারব না।

(সৈন্যগণের পলায়ন)

সর্। এই কমবক্ত এই উল্লুক গুলো [illegible] লাড়্—লাড়্।

(গফুরের প্রবেশ)

গ। (ভূমিতে গড়াগড়ি খাইয়া) বাপ্ জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল—ও সর্দার জ্বলে গেল—

সর্। কি হ'ল মিয়া, কি হ'ল?—

গ। জ্ব'লে গেল সর্দার—জ্ব'লে গেল—যেমন তালপাতা গায়ে ঠেকিয়েছে অমনি যেন হাজার বিচ্ছু হুল ফুটিয়েছে। বাপ্ জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল—

ম। ওরে বাবারে—একবার ক'রে তালপাতার খাঁড়া ঘোরাচ্ছে—আর হাজার বিচ্ছু চারদিকে ছুট্‌কে যাচ্ছে—ও সর্দার—তুমিই আমাদের রক্ষা কর।

(সর্দারের পশ্চাতে গমন।)

গ। বাপ্!—জ্ব'লে গেল।

সর্। বিচ্ছু কিরে বাবা!—ওরে বাবা বিচ্ছু কিরে! (পলায়ন)

(তালপাতার খাঁড়া হস্তে বালকগণ ও ভস্মানের প্রবেশ।)

ওস্। (তামাচা ইত্যাদি) আরে কেও মনিয়া তুই ? আমি তোকে রক্ষা ক'র্‌লুম !

ম। শুধু আমাকে নয় হুজুর, এ রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীকেও আপনি আজ লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা ক'রেছেন। এই ইনি বেইমান মির্জা আলির কন্যা।

ওস্। বা ! বা ! মনিয়া বা ! এ কি দেখালি মনিয়া !

ম। চুপ্ হুজুর চুপ্ ! এখন নয়, চুপ্ ! আগে একে রক্ষা কর।

ওস্। চুপ, ওস্‌মান্ চুপ্ ! এখন রক্ষা ক'র্‌তে হবে। সেলাম বিবি-সাহেব ! আমি তোমার বাপের ওপর প্রতিশোধ নিতে এসেছিলুম, কিন্তু এসে খোদার ইচ্ছায় আর একরকম হ'য়ে গেল। বিবিসাহেব ! আপনাকে রক্ষা ক'রে আমি ধন্য !

সে। আপনি আজ মহত্তের যোগ্যই প্রতিশোধ নিয়েছেন।

ম। আরে ওঠ।— গফুরের উত্থান)।

গ। শালার সর্‌দার ভেগেছে ? বস্—এখন আর অন্য কথা নয়। এই সবে আগুন্ জল্‌লো মনিয়া ! আমাদের সাগরের জল নিয়ে আগুন নেবাবার জন্য প্রস্তুত থাকৃতে হবে।

ওস্। যাও মনিয়া, এঁকে এঁর্ বাপের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা কর।

সে। বাপ্ কোথায় ? তিনি আমাকে ফেলে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছেন। বাপের কাছে যাব না—

ওস্। বাপের কাছে যাব না ! ওকথা মুখেও এনো না বিবিসাহেব ! নসীবের ফেরে বাপ তোমাকে ফেলে গেছেন ব'লে মনে ক'র্ না তিনি সঙ্গে সঙ্গে মমতা গুটিয়ে নিয়ে গেছেন। মনে ক'র না আমি তোমাকে বাঁচিয়েছি। আমি শুন্‌তে পাচ্ছি, তোমার বাপ্ ঈশ্বরের কাছে

তোমার রক্ষার জন্য অবিরাম চীৎকার ক'র্‌ছেন। তোমাকে সেই কাতর আবেদন রক্ষা ক'রেছে। তোমাকে রক্ষা করি, এমন স্থান আমার নেই। আমি ভিখারী, তরুতল আমার বাস। সেখানে তোমার মত ঐশ্বর্য্যময়ীর স্থান নেই; যাও মনিয়া, এঁকে এঁর বাপের কাছে পাঠিয়ে দাও।

ম। এরা কে হুজুরালি?

ওস্। আমার পল্টন। মায়ের ফুঁয়ে এই তালপাতায় অঙ্গবঙ্গের আগুন ঢুকেছে—পথে আস্‌তে আস্‌তে দুনিয়া আমার আপনার হ'য়েছে।

(আস্‌গরের প্রবেশ।)

আস্। সেলিমা! আমি পালাইনি—যারা আমার একান্ত আশ্রিত, তাদের রক্ষার ব্যবস্থা ক'রে, আমি দুস্‌মনদের সঙ্গে লড়াই ক'র্‌তে এসেছি।

সে। আর আপনাকে লড়াই ক'র্‌তে হবে না, দুস্‌মন পালিয়েছে।

আস্। পালিয়েছে! এরা তবে কে?

সে। আমার ইজ্জত ও আপনার ইজ্জতের রক্ষাকর্ত্তা।

ম। আর দাঁড়িয়ো না সরদার, খোদা তোমার মান রক্ষা ক'রেছেন, আর দাঁড়িয়ো না।

আস্। কে রক্ষা ক'র্‌লে?—এ কি তুমি?

ওস্। বাপ্—আমি! আমি কে? রক্ষা করেছে, এই তামাচা—ইজ্জেম চা—

সকলে। খোঁচা—

আস্। যুবক! তুমিই আমার কন্যাকে রক্ষা ক'র্‌লে!

ওস্। আবার আমি!

ম। উনি কে?—উনি কে?

গ। উনি কে?—যাও, চ'লে যাও—আবার বিপদ বাধাবে কেন, মেয়ে নিয়ে চ'লে যাও।

আস্। বেশ্, আয় সেলিমা, সঙ্গে আয়। [আস্গর ও সেলিমার প্রস্থান।

গ। হাঁ হাঁ—চ'লে যাও—চ'লে যাও—

ম। উনি রক্ষা ক'র্‌বার কে? চলে যাও চলে যাও—

ওস্। বল্‌ত মনিয়া, বল্‌ত—আমি কে? রক্ষা ক'রেছে এই—

সকলে। এই—

গীত।

চলিনু সমরে, করবাল করে, জ্বালাব প্রলয়াগুন।
করিব যুদ্ধ, সত্ত্বশুদ্ধ, মাছিটি হবে না খুন॥
তৃণটিও তাতে হবে না ভস্ম, ঝরিবে না অতি ক্ষুদ্র শস্য,
কাটিবে না এতে অতি অবশ্য, পটোল আলু বেগুন॥
তথাপি করিব সমরজয়, কি ভয়, কি ভয়, কি ভয়—
বাধিয়া আনিব, শক বাহ্লিক, পারসী তাতার হূণ॥
যখন যে রাজা করিবে জাঁক এক তামাচায় লাগাব তাক্,
কানে ধ'রে তার এক গালে কালি, আর গালে দিব চূণ॥

তৃতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর-সংলগ্ন উদ্যান।

হানিফ্ ও রোশেনা।

হা। কিছু দুঃখ করিস্‌নি রোসেনা! দু'দিন কারাগারের সুখভোগ ক'র্‌লেই বেইমানের পিরীতের রস শুকিয়ে যাবে। এখন আবার গাড়োলটির মতন তোর পিছন পিছন ঘুরবে। তুই মেয়ে, তোকে আর কি ব'ল্‌ব, আমার অনেক বয়স হ'য়েছে। এ বয়সে আমি অনেক খুব্‌সুরত বিবির সঙ্গে আস্‌নাই ক'রেছি। ওসব আস্‌নাই ধোপে টেঁকে না। দেখ্‌লুম শুনলুম, দিনকতক হা হুতাশ ক'রলুম— আর কাছে পেয়ে সেই দু'দিন আমোদ ক'রলুম [illegible] ব্যস্ এত ঝাঁঝের আস্‌নাই কোথায় উপে গেল। দুঃখ করিস্ না, কাঁদিস্ নে। বিবাহিতা স্ত্রী, ও এক আলাদা বস্তু। ও যোগাযোগ মানুষের নয়। নইলে দুনিয়ায় এত রাজপুত্তুর থাকতে ওই ছোঁড়াটাকে দেখেই বা আমি এত মুগ্ধ হ'লুম কেন? [illegible] পথিককে ধ'রে দিলুম কেন? [illegible] নবাবের ছেলেগুলোকে তাড়িয়ে তাকেই নবাব ক'র্‌লুম কেন? আমি ত নিজেই নবাব হ'তে পার্‌তুম, রোশেনা!

রো। তাই হ'লেই ভাল ছিল। তা হ'লে [illegible] দুর্দ্দশা ক'র্‌তে পার্‌ত না।

হা। ভুল হ'য়ে গেছে রোশেনা, ভুল [illegible] তা হ'ক, তুই দুঃখ করিস্ নি। সব ঠিক হ'য়ে যাবে [illegible] যেমনি গ্রেপ্তার হ'য়ে আস্‌বে, অমনি সব গোলমাল মিটে [illegible] এ লড় বাপ আর বেটাকে এক কেল্লায় কয়েদ ক'রে রাখ্‌ব।

রো। কয়েদ ক'রে রাখ্‌বে! মেরে ফেল্‌বে না?

হা। তাইত—তাইত—মেরে ফেল্‌ব কেমন ক'রে রোশেনা! দুনিয়ার লোক শুন্‌বে, আমি এক পরম সুন্দরী যুবতীকে বিনাদোষে মেরে ফেলেছি।

রো। ও মা! তবে কি হবে! সে ছুঁড়ী বেঁচে থাক্‌তে কি ওড়্‌না হাতছাড়া ক'র্‌বে? আমি স্বামীর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'র্‌লুম! কিসের জন্য ক'র্‌লুম?

হা। তাইত তাইত!

রো। ওড়্‌নাই যদি গেল, তা হ'লে আমার গুমোরের রইল কি?

হা। তা হ'লে কি করা যাবে!

রো। মেরে ফেল্‌বে, আবার কি ক'র্‌বে! যেমন হাতে পাবে—অমনি গুম খুন ক'র্‌বে।

হা। তা, ওড়্‌না না হয় নাই রইল? ওড়্‌নাখানা গেলে ত সব আপদ্ চুকে গেল?

রো। যে ওড়্‌না নিয়ে এত কাণ্ড, সেই ওড়্‌না আমার কাঁধে না উঠে ছিঁড়ে যাবে! তবে আর কি, আমাকেও মেরে ফেল। সে ওড়্‌না না পেলে আমি গলায় ছুরি দেব। এত অপমান তবে আমি কিসের জন্য সইলুম?

হা। তবেই ত মুস্কিল হ'ল! আচ্ছা আচ্ছা—সে ব্যবস্থাও আমি ক'র্‌ছি। যাতে সব দিক্ বজায় থাকে, এমন একটা উপায় ঠিক ক'র্‌ছি।

রো। উপায় এখনই ঠিক কর। ওড়্‌না আমার চাই-ই চাই।

হা। আচ্ছা আচ্ছা—তাই হবে—তাই হবে। আগে বাপ্ আর বেটী গ্রেপ্তার হ'য়ে আসুক। তার পর যা যা ক'র্‌বার করা যাবে। তুমি

ততক্ষণ আমোদ কর, একটুও যেন মনমরা হ'য়ে থেকো না। এই বাদী—

(বাঁদীগণের প্রবেশ।)

বেগমসাহেবকে সবাই মিলে একটু ফূর্ত্তি দে।

(হানিফের প্রস্থান।)

গীত।

সে কেন সে কেন ওগো কি জানি সে কেন।
কি চেয়ে সে কোন দেশে ব'সে আছে যেন॥
কেন রে সে হাঁচে কাশে,
কি কেন সে ভালবাসে,
কেবা সে কোথা সে, কি হেতু সে নিদারুণ হেন॥
এ কেন যদি না পাই,
কেন আর বাঁচি ছাই,
সখি রে বাজারে গিয়ে অহিফেন কিনে আন॥

(মনিয়ার প্রবেশ।)

খবর আচ্ছা, মনিয়া ?

মনিয়ার গীত।

দ্রিম তানা দেরে না—না—না।
ব'ল্‌ব না ব'ল্‌ব না, ব'ল্‌ব না॥
শুন্‌লে হবে মাথা গরম,
বল্‌তে তাই হ'চ্ছে সরম—
আগে না দেখে চরম,
এ মরম খুল্‌ব না, খুল্‌ব না, খুল্‌ব না॥

রো। কি ব'ল্‌ছিস্, আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

ম। কি ব'ল্‌ব বেগম সাহেব! আমি নিজে প্রাণ তুচ্ছ ক'রে পথ আগ্‌লে

ছিলুম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। আমার হাতখানা ম'ট্‌কে দিয়ে চ'লে গেল গো!

রো। চ'লে গেল কি?

ম। একেবারে উধাও হ'য়ে চ'লে গেল!

রো। কে?—গেল কে? খুলে বল্‌—আমাকে আর ধোঁকায় রাখিস্‌নি। (মনিয়া রোসেনার কানে কানে বলিল) য়্যাঁ! নেই! পালিয়েছে! বাবা! বাবা!—আমার সাধের ওড়্‌না পালিয়ে গেল। বাবা!—বাবা!

ম। পালিয়ে গেল ব'লে গেল!—এমনি ক'রে উড়্‌তে উড়্‌তে তামাসা ক'র্‌তে ক'র্‌তে গেল!

রো। বাবা! বাবা! [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দুর্গস্থ গৃহ।

হানিফ্‌ ও কৎলু।

হা। কি হ'ল কৎলু খাঁ! এখনও তাদের আস্‌তে এত বিলম্ব হ'চ্ছে কেন?

ক। আমিও ত তাই ভাব্‌ছি হুজুর, এত বিলম্ব হ'বার কারণ কি?

হা। ধরা প'ড়্‌বে ত?

ক। সে কি ব'ল্‌ছেন! খাস্‌ পল্‌টনের সর্‌দারকে এক হাজার বাছা ফৌজ দিয়ে পাঠিয়েছি। তারা বড় বড় কেল্লা হেসে দখল ক'র্‌তে পারে। ক্ষুদ্র মির্জা আলির বাড়ী দখল!—এ তারা পা'র্‌বে

না! ধরা প'ড়্বে কি ব'ল্ছেন হুজুর, তারা ধরা প'ড়েছে জেনে রাখুন।

হা। তা হ'লেই হ'ল; নইলে জামাইকে বন্দী ক'রে কোনও ফল হ'ল না, জেনে রাখ।

ক। আমিই যেতুম; কিন্তু নবাবকে কায়দা ক'রে রাখ্তে হ'লে, আমি না হ'লে ত চ'ল্বে না, তাই যেতে পার্লুম না।

হা। তুমি কেমন ক'রে যাবে? তুমি গেলে, হয়ত দু'দিক্ই নষ্ট হ'য়ে যেত। তুমি না যাওয়াতে, তোমাকে কোন দোষ দিতে পারি না। তবে তাদের গ্রেপ্তার হ'য়ে আসা চাই-ই চাই।

ক। সেইজন্য একজন বিজ্ঞ সর্দারকে পাঠিয়েছি।

হা। ওড়্নার কথাটা তাকে বেশ ক'রে ব'লে দিয়েছ?

ক। তা ব'লে দেব না, বলেন কি হুজুর? ওড়্না নিয়েই এত গণ্ডগোল, সেই ওড়্নার কথা ব'ল্তে ভুলে যাব!

হা। ওড়্না তুমি ছুঁড়ীর কাছে আদায় ক'র্তে পার্বে?

ক। সন্দেহ ক'র্ছেন কেন?

হা। আমি ত সন্দেহ করি নি, তবে রোশেনা ব'ল্ছে—সে প্রাণ থাক্তে ওড়্না কাউকে দেবে না। আর যদিই সে দেখে, তার প্রাণ থাক্বে না, তা হ'লে সে ওড়্না আস্ত রাখ্বে না—ছিঁড়ে টুক্রো টুক্রো ক'রে দেবে

ক। ও সব কথা শোনেন কেন? ছাড়্বে না! তার ঘাড় যে, সে ছাড়্বে। কখন্ ও... তার হাতছাড়া হবে, তা কি সে বুঝ্তে পা'র্বে?

হা। কি ক'... ক ক'রে কৎলু খাঁ?

ক। বুঝ্তে ... না? বাপ আর বেটীকে নেশার সরবত খাইয়ে অজ্ঞান ক'রে ...

হা। বা! বা! এ ত খাসা মতলব!—এ ত আমার মনেই হয়নি!

ক। (হাস্য) আপনার কন্যা এ সব বুদ্ধি-কৌশল মাথায় আন্‌তে পা'র্‌বেন কেন! তিনি মনে ক'রেছেন—বুঝি ছুঁড়ী ওড়্‌নার এক দিক্ ধ'রে থাক্‌বে, আর আমরা আর একদিক্ ধ'রে টানাটানি ক'র্‌তে থাক্‌ব।

হা। বস্—আমি নিশ্চিন্ত। কৎলু খাঁ, ওড়্‌না না পেলে, রোশেনা কিছুতেই প্রাণ রাখ্‌বে না ব'লেছে।

ক। তাঁকে ব'ল্‌বেন, আজ রাত্রেই তাঁকে ওড়্‌না পাইয়ে দেব।

হা। বেশ, আমি ততক্ষণ বিশ্রাম নিই। এরা এলেই আমাকে খবর দেবে। যতক্ষণ না বাপ আর বেটীকে কয়েদ ক'রে আন্‌তে দেখ্‌ছি, ততক্ষণ আমি চোক বুঁজ্‌তে পা'র্‌ব না।

ক। যা'ন, বিশ্রাম গ্রহণ করুন গে। একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে হৈ চৈ প'ড়ে গেছে। এমন বোকাকে দেখে শুনে আপনি কি ক'রে জামাই ক'র্‌লেন!

হা। ছোঁড়াটাকে দেখে কেমন মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম, মেয়েটাও কেমন মুগ্ধ হ'য়ে গেল! হতভাগাকে মেয়ে না দিয়ে থাক্‌তে পার্‌লুম না! দেখ্‌লে না—তুমিই তার প্রধান সাক্ষী—হতভাগাকে নবাব ক'র্‌তে কত রক্ত-পাত ক'র্‌তে হ'য়েছে!

ক। দু'দুই জন নবাব-পুত্রকে সরিয়ে তাকে গদী দিয়েছেন, তাতে রক্ত-পাত হবে না!—বলেন কি?

হা। এত কাণ্ডকারখানা ক'রে নবাবী দিয়ে দিলুম, আর গাড়োলটা বলে কিনা, আমার নসীবে নবাবী ছিল, তাই পেয়েছি! আমরা কেউ তাকে দিই নি!

ক। সে কথা আর ব'ল্‌ছেন কেন হুজুর ! আমরা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি। কাণা-খোঁড়াগুলো তাঁর কাছে যে খাতির পায়, আমরা তার সিকির সিকিও পাইনি।

হা। অথচ তুমিই হ'চ্ছ ইমারতের প্রধান স্তম্ভ। হতভাগা বলে কিনা, তালপাতার সেপাই এসে তার রাজ্য উদ্ধার ক'রে দেবে !

ক। যা'ন যা'ন—আপনি বিশ্রাম করুন—দু'দিন কয়েদে থাক্‌লেই মাথা ঠিক হ'য়ে আস্‌বে। তখন তালপাতার সেপাই হাওয়ায় উড়ে যাবে। যা'ন—যা'ন—একটু বিশ্রাম নিন্‌। এলেই আমি আপনার কাছে খবর পাঠাব।

[হানিফের প্রস্থান।

তাইত, এ শালার সর্দার করে কি ! এখনও তাদের পাক্‌ড়াও ক'রে আন্‌তে পা'র্‌লে না !

(জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃ। হুজুর—হুজুর—শুনেছেন ?

ক। কি ?

ভৃ। আপনি শোনেন নি ?

কি শুন্‌ব ?

ভৃ। সহরে একেবারে হৈ চৈ প'ড়ে গেছে—আর আপনি শোনেন নি ?

ক। আরে উল্লুক, কি শুন্‌ব বল্‌ না !

ভৃ। বাঘ সব বন ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, ভালুকগুলো গাছের ওপর উঠে ডিগ্‌বাজী খাচ্ছে—হৈ চৈ লেগে গেছে হুজুর !

ক। দেখ্‌, অমন ক'র্‌লে কেটে ফেল্‌ব। কি হ'য়েছে, স্থির হ'য়ে বল্‌।

ভৃ। হুজুর ! বন থেকে এক তালপাতার সেপাই বেরিয়েছে।

ক। তালপাতার সেপাই কি !

ভৃ। ও বাবা! তালপাতার সেপাই, সে কি আবার কি! যে তাকে দেখেছে, সেই ভয়ে একেবারে হি হি করে কাঁপ্‌ছে!

(২য় ভৃত্যের প্রবেশ।)

২য় ভৃ। ও হুজুর—ও হুজুর—বেরিয়েছে—বেরিয়েছে—বেরিয়েছে।

১ম ভৃ। ওরে বাবা! আবার বেরিয়েছে! (কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন।)

ক। আরে ম'ল! তোরা সব আজ এমন ক'র্‌ছিস্ কেন?

(নেপথ্যে কোলাহল)।

২য় ভৃ। ওই হুজুর—বেরিয়েছে—বেরিয়েছে!

(প্রথম রমণীর প্রবেশ ও কৎলুর পশ্চাতে গমন।)

১ম র। ও বড় মন্‌সবদার!—ও বড় মন্‌সবদার!—তুমি আমাদের রক্ষা কর।

ক। কি হ'ল, কি হ'ল?

১ম-র। ওগো! ব'ল্‌তে পা'র্‌চি না গো! তালপাতার খাঁড়া ঘোরাচ্ছে—আর কেবল ব'ল্‌ছে—গরম চা—গরম চা।

২য়-ভৃ। ও বাবা! গরম চা ব'ল্‌ছে—গাছ কাট্‌ছে—ঘর ভাঙ্গ্‌ছে, বাঘ মার্‌ছে—তার ওপরে আবার গরম চা ব'ল্‌ছে! (কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন।)

ক। তাইত, একি ব্যাপার! তালপাতার খাঁড়া ঘোরাচ্ছে কি?

(দ্বিতীয় রমণীর প্রবেশ।)

২য় র। চা—চা! ও হুজুর! চা—চা—ও বাবা! হাতীর ল্যাজ ধ'রে ঘুরুচ্ছে গো! (কম্পন ও কৎলুর পশ্চাতে গমন) ও বড় মন্‌সবদার, বাঁচাও!

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্র। ভুঁড়ি ফাঁসায় দিয়ারে! ভুঁড়ি ফাঁসায় দিয়া।

(সকলের কম্পন)

ক। কাঁহা ভুঁড়ি ফাঁসায় দিয়া?

প্র। দিয়া—দিয়া—আপ্ দেখ্‌তা নেই—দিয়া দিয়া!

সকলে। দিয়া—দিয়া—আপ্ দেখ্‌তা নেই—

(হালিমের প্রবেশ।)

হা। (ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে) হুজুর!—হুজুর! আমার বাড়ীতে—ঢুকে—দোর না ভেঙ্গে—ঘর থেকে টেনে না বা'র ক'রে—গলা না ধ'রে—

ক। যাও যাও—বাউরা আদ্‌মি সব ভাগো। আবি ভাগো—নইলে কেটে ফেল্‌ব।

প্র। ভুঁড়ি ফাসায় দিয়া রে।

ক। চোপ্‌রাও শালা উল্লুক গাধা গিধ্বোড়—কোথায় তোর ভুঁড়ি ফাঁসিয়েছে, ভুঁড়ি যেমন, তেমনিই ত অটুট ইটের মত শক্ত আছে রে শালা!

প্র। আপ্ দেখ্‌তা নেই—ভুঁড়ি গিয়া—

ক। বাহার্ যাও—বাহার্ যাও—সব্ বাহার্ যাও।

১ম, র। আপনি দেখ্‌লেন না হুজুর!—ভুঁড়ি গিয়া!

২য়, র। ভুঁড়ি গিয়া—ভুঁড়ি গিয়া! তুমি দেখ্‌লে না কাঁদেরেল মিয়া—ভুঁড়ি গিয়া!

সকলে। গিয়া গিয়া—মর্ গিয়া।

হা। হুজুর! আমার বাড়ীতে—

ক। বেরো শালা, 'আমার বাড়ীতে'।

হা। দোর্ না ভেঙ্গে—

ক। এখনি কোতল্ ক’র্ব—বেরোও—যা কিছু ব’ল্বার, কা’ল ফজেরে এসে ব’ল।

হা। বার না ক’রে, গলা না ধ’রে—

(প্রস্থান।)

ক। তাইত! এ কি কাণ্ড! সত্যসত্যই বেটার ভুঁড়ি ফেঁসে গেছে নাকি! ভাল ক’রেত দেখা হ’ল না। এ কি তালপাতার সেপাই ফাঁসিয়ে দিলে! তালপাতার সেপাইয়ের নাম ত ছেলেবেলা থেকে শুনে আস্‌ছি—কখন ত দেখিনি—সত্যি সত্যি আছে নাকি রে বাবা!

(রোশেনার প্রবেশ।)

রো। বাবা!—বাবা!

ক। কি হ’য়েছে বেগমসাহেব?

রো। শিগ্‌গির আমার বাবাকে ডেকে দাও! বাবা! বাবা!

(হানিফের প্রবেশ।)

হা। কি মা রোশেনা!—কি—কি?

রো। বাবা! স—র্ব্ব—না—

(পশ্চাৎ হইতে মনিয়া প্রবেশ করিয়া, রোশেনার মুখ হস্ত দ্বারা আবদ্ধ করিল) (রোশেনার আবদ্ধ মুখের উচ্চারণ।)

ম। আমি ব’ল্‌ছি বেগমসাহেব, আপনি গুছিয়ে ব’ল্‌তে পা’র্‌বেন না। আমি ব’ল্‌ছি।—হুজুর! কি ব’ল্‌ব—ব—ড়—বি—

(গফুরের প্রবেশ। মনিয়ার মুখ বন্ধ করিল)

গ। তোমরা কেউ ব’ল্‌তে পা’র্‌বে না—আমি ব’ল্‌ছি—

হা। এ সব কি ব্যাপার!

গা। (মনিয়ার কানে কানে বলিল)

ম। য়্যাঁ! বল কি! (মনিয়া রোশেনার কানে কানে বলিল)

রো। য়্যাঁ! বল কি!

হা। আরে গেল, ব্যাপার কি? (রোসেনা হানিফের কানে কানে বলিল) য়্যাঁ! সত্যি?

ক। হুজুর! আমি কি কিছু জান্‌তে পা'র্‌ব না?

হা। তোমাকেই ত জান্‌তে হবে ক'ৎলু খাঁ! (ক'ৎলুর কানে কানে বলিল)।

ক। য়্যাঁ!—পালিয়েছে!

হা। চুপ্‌, চুপ্‌—গোলমাল ক'র না—আস্তে আস্তে—কেউ না জান্‌তে পারে?

ক। (আবদ্ধ কণ্ঠে) পালিয়েছে?

হা। (আবদ্ধ কণ্ঠে) সব সব—আস্‌গর্‌—তার মেয়ে পরিবার—সব। কাউকেও ধ'র্‌তে পারেনি।

ক। সর্‌দার?

হা। ভেগেছে।

ক। পল্‌টন?

হা। ছোড়ভঙ্গ হ'য়ে পালিয়েছে!—কেউ যেন না জানতে পারে। এখনি—এই রাত্রেই বিশ হাজার ফৌজকে তৈরি হ'তে হুকুম দাও।

ক। এখনি হুকুম দিচ্ছি হুজুর!

হা। ভয় কি রোশেনা—ভয় কি?—এখনি সব পাকড়াও ক'রে আন্‌ছি। কোথায় পালাবে? সবাইকে ব'লে দাও—যে ধ'রে দিতে পার্‌বে, সে লাখ টাকা বক্‌সিস্‌ পাবে।

রো। ধরা প'ড়্‌বে?

হা। আলবৎ প'ড়্‌বে। কৎলু, তুমি নিজে যাও।

ক। বেশ, হুজুর, আমিই যাব।

হা। বস্‌—কৎলু নিজে যাচ্ছে, তখন আর ভয় কি রোশেনা! চ'লে এস!

[হানিফ ও রোশেনার প্রস্থান।

ক। তালপাতার সেপাই ব্যাপারটা কি গফুর?

গ। দেখ্‌তে চান, না শুন্‌তে চান?

ক। দেখ্‌বার কিছু আছে নাকি?

গ। বহুৎ—গাছ কাটা আছে, বাঘের দাঁত মজুত আছে, ভালুকের চাম্‌ড়া দেদার রাস্তায় বিক্রী হ'চ্ছে।

ক। এ কি সব সেই তালপাতার সেপাই মেরেছে?

গ। সেপাই আলাদা আছে হুজুর, সে সর্‌দার।

ক। সর্‌দার আছে, আবার সেপাই আছে?

গ। সর্‌দার ত অগম জলে সেপাইয়ের ঠ্যালাই সাম্‌লায় কে? এই গরীব গোলামের কি ক'রেছে, একবার দেখ্‌বেন হুজুর?

ক। তোমাকেও তরোয়ালের চোট মেরেছে?

গ। চোট মেরেছে—ও বাবা! চোট মা'র্‌লে, আমি, আমার বাপ্‌, আমার ঠাকুরদা, আমার চোদ্দপুরুষ—টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে যেত। একবার শুধু ওই,—

ক। (সচকিতে) য়্যাঁ—ওই কি?

গ। (স্বগত) তবে আর কি! মিয়া তোমায় এলেম্‌ বুঝে নিয়েছি!—তোমাকে হাতে পেয়েছি।

ক। ওই কি গফুর?

গ। আজ্ঞে হুজুর, আপনি যেন এইখানে—আর সেপাই মিয়া—ওই—

ঠিক যেন ওইখানে। ওইখান থেকে একবার খাঁড়াটি ঘুরিয়েছে—

ক। তাইতেই তোমাকে আঘাত লাগ্‌ল ?

গ। আঘাত কি হুজুর! একি ইস্পাতের তরোয়াল যে, আঘাত লাগ্‌বে ? আর আঘাতকে কি গফুরমিয়া ভয় করে ? !

ক। বিচ্ছু!

গ। বিচ্ছু—বিচ্ছু—আঘাত কি ? একবার যেমন ঘোরালে, আর ঝকঝক ক'রে চারিদিকে বিচ্ছু ছুট্‌তে লাগ্‌ল। একটার হুল এই ঈষৎ—এই (বুক দেখাইয়া) খানে লেগেছিল। বাপ্!—দেখ্‌বেন হুজুর! একবার দেখ্‌বেন ?

ক। সে কি রে বাবা! বিচ্ছু কি ? বিচ্ছু ত লাফ মেরে কামড়ায় ?

গ। এ উড়ে—উড়ে—উড়ে কামড়ায় হুজুর!

ক। তেমন তেমন একটা কামড়ালে—তখনই ত জ্বালার চোটে মানুষ ম'রে যায়।

গ। একটা কি হুজুর!—সেই রকম দু'শো পাঁচশো—আবার সন্ধ্যের বেলায় শুনেছি—লাখো লাখো বিচ্ছু ঝর্‌তে থাকে। একবার 'ক কাণ্ড কারখানা দেখ্‌বেন হুজুর—হুলের বহরটা একবার দেখ্‌বেন ?

(মনিয়ার প্রবেশ।)

ম। হাঁ হাঁ!—দেখিয়ো না—দেখিয়ো না। অতি কষ্টে বাঁচিয়েছি—হাওয়া লাগ্‌লে, এখনি আবার ফুলে' উঠ্‌বে। আর ফুললে বাঁচাতে পা'র্‌ব না। হুজুর! ওর কথা আপনি শোনেন কেন ? ওর ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়! ও আর আপনি কি সমান ? আপনি হচ্ছেন জাঁদরেল্ আর ও হ'চ্ছে একটা ফিবক্ল গোলাম। একটা বিচ্ছু কোথায় কেমন ক'রেছিল, হুল্ ছুঁইয়েছে কি না ছুঁইয়েছে, অমনি একেবারে হাত পা এলিয়ে চিৎপাত হ'য়ে প'ড়েছে। গা'ন,

যা'ন—আপনি জাঁদ্রেল্—আপনার কাছে আবার তালপাতার সেপাই !

গ। দেখ্ছেন হুজুর !—আমাকে হেনস্তা ক'র্ছে।—কি বিপদ্ গেছে, আপনি একবার দেখুন। (নেপথ্যে কৎলু) দেখুন হুজুর !—দোহাই হুজুর।

ম। চোপ—গাড়োল চোপ্। (নেপথ্যে—কৎলু !)

গ। না হয় ম'র্ব—তাতে আর কি ? জন্মালে একদিন ত ম'র্তে হবেই। হুজুর—ও হুজুর ! (নেপথ্যে—কৎলু !)

ক। (মাথা চুল কাইতে চুল্কাইতে) বিচ্ছু কি রে বাবা ! বিচ্ছুর সঙ্গে কে লড়াই কর্বে রে বাবা !

[কৎলুর প্রস্থান

দ্বৈত গীত।

গ। এখন, হাসিটি হাসিতে হবে।
ম। টিপিয়া ধরিব গালটি তোমার কম-করপল্লবে ॥
গ। পালানো কাজটা বড় প্রশস্ত,
ম। যদি অবশ্য থাকে হে কস্ত,
নহিলে ব্যস্ত, হ'লে সমস্ত চোস্ত করিয়া দিবে ॥
গ। তা হ'লে আমি করিব কি ?
ম। এখনি তোমাকে দেখিয়ে দি—(কান ধরিয়া)
উল্লাসে তুমি কর ক্রন্দন হাম্বা হাম্বা রবে।
গ। ঠিক ব'লেছ করব তাই, বাজাই শানাই, বাজাই শানাই।
ম। আমি পোঁ ধ'রে ধ'রে সঙ্গে যাই।
উ। হয় পলায়ন, না হয় রোদন, গতি নাই আর ভবে ॥

পঞ্চম দৃশ্য।

নদীতীর। তীরে উচ্চ হইতে উচ্চতর শৈলারণ্য।

নদীতীরস্থ গভীর অরণ্য।

উপলখণ্ডে উপবিষ্টা সেলিমা।

গীত।

আবার দেখালি কেন তারে।
আমি ত মরম নিয়ে লুকায়ে ছিলাম গো,
সঙ্গোপনে আপনার ঘরে॥
লুকাইয়ে ছবি তার, করেছি কণ্ঠের হার,
ভিজায়েছি আঁখি নীর-ধারে।
ঘুমন্ত মনের কথা, জাগায়ে, জাগালি ব্যথা,
এ দুখ বলিব আমি কারে?
যদি দেখালি, কেন কাঁদালি—
বিধাতা রে! বিধাতা রে!

(আস্‌গরের প্রবেশ।)

আস্‌। সেলিমা!

সে। পারের উপায় হ'য়েছে?

আস্‌। হ'য়েছে বই কি মা!—না হ'লে যে ঈশ্বরের দয়াকে সন্দেহ ক'র্‌তে হবে!

সে। তা হ'লে উঠি?

আস্‌। এখনি—আর দেরী ক'র না। গভীর অরণ্যে বাঘ ভালুককে শ্রোতা ক'রে তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আকুলকণ্ঠে গান গাইছ, তারা নিজেদের হিংস্র স্বভাব ভুলে, নিজ নিজ আবাসে ব'সে, নিথর হ'য়ে তোমার মধুর সঙ্গীত শুন্‌ছে, কিন্তু তাতে মানুষে স্বভাব পরিত্যাগ

করে নি। তারা তোমার গান শুনে ভোলে নি। তোমাকে ধ'র্‌তে পা'র্‌লে লাখ্‌ টাকা পুরস্কার, তাই তারা তোমাকে ধ'র্‌তে আস্‌ছে।

সে। তা হ'লে আর দেরী ক'র্‌ছেন কেন?—নৌকা আনুন।

আস্‌। ভয় নেই, এমন স্থানে তোমাকে রেখে গেছি যে, বনে প্রবেশ-মাত্রই তারা তোমার সন্ধান পাবে না। অন্ততঃ তোমাকে দু'টো উপদেশ দেবার সময় অবশিষ্ট আছে।

সে। এখন ত উপদেশের সময় নয় পিতা, এখন আত্মরক্ষার সময়। যদিই উপদেশ দেবার আপনার অভিলাষ থাকে, তা হ'লে নৌকায় চেপেই দিবেন।

আস্‌। নৌকা—(হাস্য) নৌকা—তুমি আর আমি।

সে। নৌকা পা'ন্‌নি?

আস্‌। সেলিমা! যখন আমার নিষেধ-সত্ত্বেও তুমি ওড়্‌না পরিত্যাগ কর নি, তখন, আমার বিশ্বাস, এ ওড়্‌না কাঁধে রাখ্‌তে তুমি সকল বিপদের জন্যই প্রস্তুত আছ।

সে। আছি বই কি পিতা! নইলে বিপদজালের মত এ সূক্ষ্ম সূত্রের জালে আমি স্বেচ্ছায় নিজেকে আবৃত ক'র্‌ব কেন?

আস্‌। বেশ, শুনে সন্তুষ্ট হ'লুম। পবিত্র সাহ-বংশে যে জন্মগ্রহণ ক'রেছে, তার মুখ থেকে বিপদের সময় এই রকম কথা বা'র হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমি বংশের মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারিনি, তুমি পেরেছ। আমি ভীরুতা দেখিয়েছি, তুমি নির্ভীকের মতন আচরণ ক'রেছ। আমি বিনা কারণে একজন নিরাহ যুবকের অপমান ক'রেছি, তুমি তার প্রতি করুণা দেখিয়েছো।

সে। এ সব কথা এখানে তুল্‌ছেন কেন? পারের কি উপায় ক'রেছেন, শিগ্‌গির বলুন। বোধ হ'চ্ছে, কারা যেন এইদিকে আস্‌ছে।

আস্। বোধ কেন—ঠিক আস্‌ছে। আমাদের ধ'র্‌তে হানিফ খাঁ লাখ্ টাকা পুরস্কার ঘোষণা ক'রেছে। আমাদের ধ'র্‌তে তারা ঠিক আস্‌ছে।

সে। তা হ'লে নৌকো ?

আস্। নৌকো—(দেহ দেখাইয়া) এই। সেলিমা, এরই সাহায্যে আমি পার হব।

সে। আমি যে সাঁতার জানি না!

আস্। আমাদের গ্রেপ্‌তার ক'র্‌তে হানিফ খাঁ বিশ হাজার পল্টন নিযুক্ত ক'রেছে। আমি ত তোমাকে রক্ষা ক'র্‌তে পা'র্‌ব না। সমস্ত পথ-ঘাট অবরুদ্ধ—আমি নিজের চক্ষে দেখে এলুম। ওই —ওই আস্‌ছে—তাদের বল্লমের ফলক অন্ধকারে নদীর তরঙ্গের সঙ্গে ইসারায় কথা ক'চ্ছে—সেলিমা! জন্মের সঙ্গে ঈশ্বর যে তরণীতে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, নিয়তির প্রচণ্ড তুফানে চুরমার হ'য়েও আজও পর্য্যন্ত যে আমাকে ধ'রে আছে, নদী পার হ'তে এই আমি তার আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌লুম।

সে। আপনার কথা যে বুঝতে পার্‌ছি না পিতা।

আস্। প্রয়োজন নেই। তোমার যা কর্ত্তব্য, তুমি কর। আমি আর চোরের মত হানিফের হুকুমে ম'র্‌তে পা'র্‌ব না। এত কাল নসীবের সঙ্গে লড়াই ক'রে কেবল হেরেছি। এক সাধু নবাবের নসীবে বিশ্বাস দেখে, একটা পাগলের তালপাতার পরাক্রম দেখে, আমার চোখ ফুটেছে। সেলিমা! সমরখন্দ সুলতানের শেষ আশ্রয় এই জল তলে আত্ম-সমর্পণ ক'র্‌লুন।

(জলে পতন।)

(ওস্মানের প্রবেশ।)

ওস্। বেশ ক'রেছ—আত্ম-সমর্পণ!—বেশ ক'রেছ—যে আত্ম-সমর্পণ ক'রেছে, খোদা তার আত্মার ভার নিয়েছেন। হে আত্ম-সমর্পণকারী, তুমি ধন্য। কই? কে কথা কইলে?

সে। তাইত! বাবা যে ডুবে গেল! কে আছ—বাবাকে রক্ষা কর।

ওস্। এই যে—এই যে—তুমি! কাকে মা'রতে হবে, জল্‌দি বল—

সে। মা'র্‌তে হবে না—বাবা জলে প'ড়ে ডুবে গেলেন। তাঁকে বাঁচাও সর্‌দার্— বাঁচাও।

নেপথ্যে। ওই ওই— ধর—ধর—

ওস্। ওরা ধরে যে—জল্‌দি বল—তোমাকে বাঁচাব, না, তোমার বাপকে বাঁচাব?

সে। আমার অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে। তুমি আমার বাবাকে বাঁচাও—বাঁচাও সর্‌দার—বাঁচাও।

ওস্। তালিম তরোয়ার্!—মায়ের ফুৎকার—দুনিয়া তোমার—দরিয়া তোমার—(তরোয়ার্ ঘুরাইল) জলের ভেতর গুতো মেরে, মিয়া সাহেবকে ধ'রে, সাতটা পাক মেরে, একেবারে যেখানে তোমার খুসী সেখানে তুলে ফেল। বন্ বন্ বোঁ—উড়ে যাও চোঁ। (ঘুরাইয়া নিক্ষেপ করিল) দেখ দেখ তরোয়ার্ ফাৎনা হ'য়ে ভেসেছে—তোমার বাপকে গেঁথেছে।—বস্—এইবারে দরিয়া, তুমি আর আমি।

(জলে পতন।)

সে। তাইত! বাবা স্বেচ্ছায় ডুব্‌তে গেল; আর আমি এই সাধুকে জোর ক'রে ডুবিয়ে দিলুম! তবে আর এ অভাগিনীর জীবনের মূল্য?

(ঝম্পপ্রদানোদ্যোগ ও মনিয়ার প্রবেশ ও ধারণ।)

ম। কর কি বিবিসাহেব!—কর কি?—সাঁতার জানো?

সে। না।

ম। তবে আত্মহত্যা ক'র্‌ছ কেন?

সে। ওরা ডুব্‌লো যে!

ম। ওরা সাঁতার জানে, ডোবে ওদের অদৃষ্ট। তুমি সাঁতার জান না—নিশ্চয় ডুব্‌বে—মহাপাপ হবে। এস—চ'লে এস—

(গফুরের প্রবেশ।)

গ। এখনও কি বিড়্‌বিড়্‌ ক'র্‌ছিস্?—পালা—পালা।

ম। ওদের কি হবে?

গ। দেখা যাক্ না কি হয়—(জলে পতন) আমি পানকৌড় ডুব দেব আর উড়্‌বো—ওরা এলো—পালা—মনিয়া, পালা।

ম। চ'লে এস—চ'লে এস।

সে। এ বনের পথ চিনি না—কোথায় যাব?

ম। তুমিও জান না, আমিও জানি না। এই চরণ জানে, আর খোদা জানে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কহলু ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

ক। কই—কোথায়—কোথায় গেল? দেখ্, দেখ্—কোথায় পালালো—দেখ্—

গ। হুজুর! জলের মাছ জলে পালিয়েছে।

ক। কে তুই উল্লুক?

গ। আজ্ঞে উল্লুক গফুর। হুজুর!—শিগ্‌গির এস, বাপ্-বেটীকে ধ'রেছি—আমি একা সাম্‌লাতে পা'র্‌ছি নি।

ক। যা যা—সাহায্য কর্—সাহায্য কর্।

গ। গেলো—গেলো—সাম্‌লাতে পার্‌ছি না। বাপ্ শালা কাত্‌লা হ'য়ে গুঁতো মার্‌ছে, আর মেয়েটা পুঁটী হ'য়ে ফর্ ফর্ ক'র্‌ছে—জল্‌দি হুজুর!—জল্‌দি—গেলো—গেলো—

ক। যা—যা—যা—যা।

(সৈন্যগণের জলে পতনাভিনয়।)

গ। ও—ও—এই ফ'স্‌কে গেল! হুজুর! পার ত তুমি নেমে এস—এই দরিয়া—ঝাঁপ দাও—এই দরিয়ায় সাঁতার দাও—সুন্দরীর রূপের তরঙ্গ চ'ল্‌কে উঠ্‌ছে—সাঁতার দাও।

ক। তাইত! তাইত! ওরে ঝাঁপ দে—ওরে উল্লুক! ঝাঁপ্ দে—সাঁতার দে।

সকলে। ঝাঁপ দে—হুজুরের হুকুম—ঝাঁপ দে—সাঁতার দে।

গ। ছিঃ জাঁদ্‌রেল্ রূপসী ধ'র্‌তে এসেছ সাঁতার জান না! তবে চ'ল্‌লুম—সেলাম—যদি ফের্‌বার মতন ফির্‌তে পারি, আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে। নইলে সেলাম—সেলাম—সেলাম।

তৃতীয় অঙ্ক।

—✻—

প্রথম দৃশ্য।

নদীতীরস্থ অরণ্য।

গফুর ও ওস্‌মান।

ওস্‌। (মূর্চ্ছিত গফুরের অঙ্গে তালপাতা বুলাইতে বুলাইতে) যা—যা—পেটের জল বেরিয়ে যা। যা মূর্চ্ছা চ'লে যা—কার আজ্ঞা—ওস্‌মান সার মায়ের আজ্ঞা।—নে তরোয়ার, তোতে মায়ের আশীর্ব্বাদের ফুঁ প'ড়েছে—তোতে অষ্ট বজ্রের বল এসেছে—নে গফুরের সকল আপদ তুলে নে—দে খোদা গফুরের প্রাণ ফিরিয়ে দে। (গফুর উঠিয়া বসিল ও চারিদিক চাহিতে লাগিল।)

গ। এ আমি কোথায় এসেছি ?

ওস্‌। এ দেশের নাম ত জানি না ভাই।

গ। কে তুমি ?—হুজুর !

ওস্‌। গফুর প্রাণ ফিরে পেয়েছ, খোদাকে ধন্যবাদ দাও।

গ। আমি ত আপনাকে রক্ষা ক'রতে জলে প'ড়েছিলুম, কিন্তু আপনিই উলটে আমাকে রক্ষা ক'রলেন !

ওস্‌। আমি ! উল্লুক ! এখনও বুঝতে পার্‌লিনি। তুই সাঁতার জানিস্‌, তুই দরিয়ায় ডুবে গেলি। আমি সাঁতার জানি না, আমি ভাস্‌লুম। শুধু ভাস্‌লুম নয় তোদের রক্ষা ক'র্‌লুম।

গ। মির্জ্জা আলিকেও আপনি বাঁচিয়েছেন ?

ওস্‌। দরিয়া থেকে তুলেছি, কিন্তু এখনও সে তোর মত অজ্ঞান হ'য়ে আছে। ওইখানে সে দরিয়ার কিনারায় প'ড়ে রয়েছে।

গ। (নতজানু হইয়া) তাই ত হজরত্‌। আপনি যে আবার আমার মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। আপনি সাঁতার না জেনে দু দু'টো সাঁতার জানা লোককে দরিয়া থেকে উদ্ধার ক'রলেন !

ওস্‌। আরে গাড়োল—এখনও বল্‌ছিস্‌ আমি ! আমার কথা বুঝ্‌তে পা'র্‌লিনি ! আমি নই, এই তরোয়ার—এই দেখ্‌—এই জ্ঞান-অসি। মায়ের ফুৎকারে এতে প্রাণ এসেছে। এই দিয়ে আমি সমস্ত সংশয় কেটে ফেলেছি। তোর বিশ্বাস না হয়, তুই পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌। যা, এই অস্ত্র নিয়ে, তুইই মিয়া সাহেবের প্রাণ ফিরিয়ে আন্‌। যা গফুর, যা—মিয়া সাহেবকে বাঁচা। কি জানি, তোর ওপর কেমন একটা মমতা হ'ল, তাই মিয়াসাহেবকে ফেলে, আগে তোর শুশ্রূষা ক'রেছি। যা ভাই যা—আগে মিয়া সাহেবকে রক্ষা কর।

[গফুরের প্রস্থান।

ওস্। তারপর ওসমান্! এখন তুমি কি ক'র্বে? মায়ের যা হুকুম, তা তোমার পালন করা হয়ে গেছে। মা-বাপের যে অপমান, যথেষ্ট তার শোধ নেওয়া হয়েছে। ধার্ম্মিক হাজী সওদাগর—তার অপমান—তার ছেলে ব'লে যদি এতটুকুও অভিমান ক'রবার তোমার অধিকার থাকে তা হ'লে এ ধরণের শোধ নেওয়া ছাড়া অন্য কোনও রকমে শোধ নেওয়া তোমার চলে না। শোধটা পূর্ণমাত্রায় হ'ত, যদি তার মেয়েকে এই সঙ্গে উদ্ধার ক'রে তার বাপের হাতে দিতে পা'র্তে। কিন্তু আর ত তুমি তাকে উদ্ধার ক'র্তে পা'র্বে না!

(গফুরের প্রবেশ)

একি গফুর! বড়ই উল্লাস যে! মিয়া সাহেবের রক্ষা হয়েছে?

গ। (নতজানু হইয়া) হজরত্! মুখে মনিব ব'লেছি, কিন্তু আপনাকে পাগল ভেবেছি, বুদ্ধিহীন মনে ক'রেছি।

ওস্। এখন আমাকে কি ঠাওর ক'র্লে?

গ। হজরত! আপনার মহিমা বুঝ্‌তে পারিনি, তাই মনে মনে অপরাধ ক'রেছি। পাগল মনে ক'রে রক্ষা ক'র্তে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছি।

ওস্। এখন আমাকে কি ঠাওরালে?

গ। আগে বল গোলামকে মাফ ক'র্লে!

ওস্। যদি সত্য সত্যই আমাকে বুদ্ধিহীন ভেবে মনে মনে তুচ্ছজ্ঞান করে থাক, ত' হ'লে বাস্তবিকই গফুর তুমি অন্যায় ক'রেছ।

গ। তাই ক'রেছি। পাগলকে লোকের চক্ষে বিরাট শক্তি সম্পন্ন ক'র্ব স্থির ক'রে, আমি নানা কৌশল খাটিয়েছি। যখন তোমার তরোয়ার ঘোরানো দেখে, হানিফ খাঁর দুর্দ্ধর্ষ সর্দ্দার তার সৈন্য নিয়ে পালিয়েছে, তখন আমি মনে মনে গর্ব্ব ক'রেছি যে, আমি নানা কৌশলে লোকের মনে এই তালপাতার তরোয়ারের ভয় ঢুকিয়ে

দিয়েছি ব'লেই, সর্দার তরোয়ারের শক্তি পরীক্ষা ক'র্‌তে সাহস করেনি। দূর থেকেই পালিয়েছে। যদি একবার সে পরীক্ষা ক'রবার জন্য অস্ত্র হাতে দাঁড়াতো, তা হ'লে হুজুরের বিদ্যে জাহির হ'য়ে প'ড়্‌ত। মনে মনে ব'লেছি, এ বুজরুকি তরোয়ারের নয়, তোমার নয়—আমার।

ওস্‌। এখন কি বুঝ্‌লে?

গ। আগে বল মাফ ক'র্‌লুম।

ওস্‌। মাফ্‌ ক'র্‌লুম।

গ। এ বুজরুকি আমারও নয়, এ তরোয়ারেরও নয়—তোমার—কেবল তোমার। লোকটাকে উদ্ধার ক'র্‌তে গিয়ে দেখি লোকটা চোক বুঁজে প'ড়ে আছে। তাকে নেড়ে চেড়ে দেখ্‌লুম। দেখে বুঝ্‌লুম, তার দেহে আর প্রাণ নেই। তবু একবার বাঁচাবার চেষ্টা ক'র্‌লুম। চেষ্টা বৃথা হ'ল, মিয়ার জ্ঞান ফি'র্‌ল না। তখন তোমার তরোয়ার তার চোখে মুখে বুকে—সর্ব্বাঙ্গে ঠেকিয়ে দিলুম—ফল হ'ল না। তখন লোকটা আর বাঁচবে না মনে ক'রে তোমার তরোয়ার আবার তোমাকে ফিরিয়ে দিতে আস্‌ছিলুম। আ'স্‌তে আ'স্‌তে মনে একটা ভাব উদয় হ'ল, মনে ক'র্‌লুম, তোমার নাম ক'রে মিয়া সাহেবের গায়ে তরোয়ার খানা ঠেকিয়ে দেখি। এই না মনে ক'রে আবার আমি সেই মড়াটার কাছে ফিরে গেলুম। গিয়ে—এই হজরত ওস্‌মান সার নাম ক'রে যেমন এই তরোয়ার তার গায়ে ঠেকিয়েছি, অমনি মিয়া যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠে ব'স্‌ল।

ওস্‌। তারপর?

গ। আমি তাই না দেখে একেবারে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম। লোকটা কি করে দেখ্‌বার জন্য একটু আড়ালে গিয়ে, দাঁড়ালুম। দেখি,

মিয়া উঠে দাঁড়াল—তারপর নিজের সর্ব্বাঙ্গ দেখ্‌লে—সর্ব্বাঙ্গে কাদা-মাখা—মিয়া তখন আস্তে আস্তে আবার দরিয়ার দিকে চ'ল্‌লো। দরিয়ায় নেমে সে হাত পা মুখ ধুচ্ছে দেখে আমি হুজুরের কাছে চ'লে এসেছি। এই নাও হুজুর, তোমার তরোয়ার নাও। (অস্ত্র ওসমানের পদতলে রক্ষা করিল।)

ওস্। না গফুর, ও তরোয়ার আর আমি নেব না।

গ। সেকি হুজুর?

ওস্। আর আমা হ'তে ও তরোয়ারে কোনও কাজ হবে না।

গ। এঁকি কথা?

ওস্। গফুর! এ দুনিয়ায় এক মাকে ভিন্ন আর কাউকেও জান্‌তুম না। সেই মা এই অস্ত্রে আশীর্ব্বাদের ফুঁ দিয়ে আমাকে দান ক'রেছিল। প্রথমে একে আমি তালপাতাই ভেবেছিলুম। যেমনি এতে মায়ের নিশ্বাস প'ড়লো, অমনি দেখি অষ্টবজ্র এর ভেতরে প্রবেশ ক'রে চক্‌মক্‌ ক'রে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে। যখনই এই অস্ত্র ঘুরিয়েছি, তখনই আগে আমি একবার মায়ের দিব্যমূর্ত্তি স্মরণ ক'রেচি। ঘন বনের ধারে একটা ভাঙ্গা পর্ণকুটীরের দোরে যে মূর্ত্তি ধ'রে মা দাঁড়িয়েছিল—সেই মূর্ত্তি। গফুর! মায়ের সে মূর্ত্তি আমি আর কখন দেখিনি। কিন্তু গফুর, আর আমি মায়ের সে মূর্ত্তি স্মরণে আন্‌তে পার্‌ছি না। স্মরণ ক'র্‌তে গেলেই আর একটা মূর্ত্তি এসে মায়ের মূর্ত্তিকে আড়াল ক'রে দাঁড়াচ্ছে।

গ। বুঝেছি হুজুর সে কে। সে ওই মির্জ্জা আলির কন্যা সেলিমা।

ওস্। তাকে মন থেকে সরাবার এত চেষ্টা ক'র্‌ছি, কিন্তু কিছুতেই সরাতে পার্‌ছি না। এখন দেখ্‌ছি, সে মায়ের মূর্ত্তিটে ক্রমে ক্রমে একেবারেই ঢেকে ফেল্‌বার জোগাড় ক'রেছে। সে মূর্ত্তি চোখের

ওপর রেখে এ তরোয়ার ধ'র্‌তে আমার হাত কাঁপছে। গফুর! এখন থেকে এ অস্ত্র তুই নে। এ দিয়ে আমার কাজ শেষ হ'য়ে গেছে।

গ। বেশ হুজুর, অস্ত্র তুমি আমাকে হাতে তুলে দিয়ে দাও। আমি একবার এটাকে দিন কতক নাড়াচাড়া ক'রে দেখি।

ওস্‌। এই নে। (অস্ত্র গ্রহণ, ফুৎকার দান ও গফুরের হস্তে প্রদান) গফুর! আমি আজ অতি কষ্টে তোকে বাঁচিয়েছি। মির্জ্জা আলিকে বাঁচাতে সাহস করিনি। তুই তাকে আমার নাম নিয়ে বাঁচিয়েছিস্‌। মায়ের আশীর্ব্বাদ আমার নামে প্রবেশ ক'রেছে। এই নামকে গুরু কর্‌।

গ। (নতজানু হইয়া অভিবাদন করিল ও অস্ত্র তাহার পদস্পর্শ করাইল) বস্‌—তামাচা ইজেমচা খোঁচা। হজরত ওসমান সার দোহাই—কুচ কড়াক্‌ শির অন্তর। হুজুর অস্ত্রের ভেতর বিচ্ছু চিড়িক্‌ মা'র্‌ছে।

ওস্‌। তার পর শোন্‌। আমাকে যদি পাগল মনে ক'রে থাকিস্‌, তা'হলে আর কখন বুদ্ধিমান্‌ মনে করিস্‌নি। আর যদি বুদ্ধিমান্‌ই মনে ক'রে থাকিস্‌, তাহ'লে কখন পাগল মনে করিস্‌নি।

গ। তোমাকে পাগলই মনে ক'রেছিলুম হুজুর!

ওস্‌। বস্‌, তবে তাই মনে ক'র্‌বি। তাহ'লে গফুর, পাগলের উক্তি শোন্‌। থাক্‌বার মধ্যে আছে এক ডিম। তা সেটাকে ঘোড়ার ডিমও ব'ল্‌তে পারিস্‌, কি হুমো পাখীর ডিমও ব'ল্‌তে পারিস্‌। সেই ডিমের ভেতর দুনিয়া। কাজেই দুনিয়াটা একেবারেই ফাঁকি। ও কেবল হাঁকাহাঁকি আর ডাকাডাকি। ফাঁকির মা'রে ফাঁকি তাড়াবি। আমার কথা বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি?

গ। বড় শক্ত। তবে তোমার নামের জোরে যেমন ক'রে হ'ক কার্য্যক্ষেত্রে বুঝে নেব।

ওস্। হাঁ - নামকে সার ক'র্‌বি, তা হ'লেই বুঝ্‌তে পার্‌বি। জন্মকে মনে ক'র্‌বি—(শ্বাস লইয়া) একটা শোঁ, আর মৃত্যুকে মনে ক'র্‌বি একটা ফোঁস্। গুরুকে মনে ক'র্‌বি শোঁ আর ফোঁসের মাঝখানে একটা আপ্। কিন্তু আবার মজার কথা শোন গফুর, এই আপ্—আগেও আছে—পরেও আছে।—আর একটা কথা বড় গুহ্য কথা গফুর, বড় গুহ্য কথা – শোন্—এই প্রকাণ্ড দুনিয়া চ'ল্‌ছে—অবিরাম চ'ল্‌ছে—জন্ম থেকে লোকে এই কথা শুনে আস্‌ছে কিন্তু একে চ'ল্‌তে আজও পর্য্যন্ত কেউ দেখ্‌লে না! তাই শোন্ বড় মজার গুহ্য কথা—দুনিয়ার লোক কানে দেখে, চোখে দেখে না। যা এই মনে ক'রে তরোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে চলে যা – তোর ভাল হয়ে যাবে। আমি আর দাঁড়াব না, চ'ল্‌লুম। ওই মজা আলি তার রক্ষাকর্ত্তাকে চারিদিকে খুঁজ্‌ছে—এইদিকে আ'স্‌ছে। আমি আর দাঁড়াব না—চ'ল্‌লুম।

[ওস্‌মানের প্রস্থান।

গ। ওরে শালা দুনিয়া, তুমি কেবল একটা ডিম! আচ্ছা র'স্ শালা, তোমাকে একদিন ভেঙ্গে না খেয়ে ছাড়্‌ছি না। এই তামাচা, ইজেমচা—খোঁচা—হুঁসিয়ার দুনিয়া! এক খোঁচায় তোমাকে একদিন আমি ফাঁসিয়ে দেব—হুঁসিয়ার।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অরণ্য।

বন্য রমণীগণের গীত।

তুই হামাগোর রাজারে তুই হামাগোর রাজা।
ঘরকে ফিরে আয় মেহেরবান্ দিস্‌নাকো আর সাজা॥
চাস্‌নিকো আর পথের পানে
লুকিয়ে রাখ্‌ব ঘরের কোণে
পেতে দেব উটের খোল, (আর) তুষোর লাজ ভাজা॥
ভালুক দেব পাশের বালিস
মাথার বালিস হাতী
সিংহাসনে বসিয়ে মাথায় ধ'রবো ব্যাঙের ছাতি
একটি দমে খাইয়ে দেব একশো ছিলুম গাঁজা
টানের চোটে সাতপুরুষ তোর হয়ে যাবে তাজা॥

বন্য সরদার, গফুর ও অনুচরগণ।

সর। হুজুর, তুই হামাদের রাজা রে, তুই হামাদের রাজা।

গ। ঠিক ব'ল্‌ছিস্?

সর। হামরা মিথ্যে কই নারে—হামরা মিথ্যে কই না। এ খাঁড়ার হামরা গোলাম রে!

১ম র। হামাদের সর্‌দারনীর মাথায় আজ বারো বছর দানা চাপিয়েছিল। বড় বড় ওস্তাদ সব হা'র মানিয়ে পালিয়েছে—কেউ ছাড়াতে লেরেছে। তুই যেমন খাঁড়া ঠেকালিরে, অমনি শালা আউ মাউ করিয়ে সর্‌দারণীর ঘাড় ছাড়িয়ে পালিয়েছে।

সর। হামার সরদারণীকে বাঁচিয়েছিস; তুই হামাদের কিনিয়ে ফেলিয়েছিস্।

গ। ঠিক তোরা এই খাঁড়ার গোলাম ?

সর। এ খাঁড়ার গোলাম—এ খাঁড়া যার, হামরা তার গোলাম

গ। তা হ'লে শোন্—এ খাঁড়া আমার নয়—এ খাঁড়া যার আমিও তার গোলাম।

সর। বলিস্ কিরে !

গ। ঠিক ব'লছি সরদার—আমরা সকলে তার গোলাম।

সর। হামাদের রাজা তবে কোথাকে আছে রে ?

গ। আমি তাকে খুঁজতে চ'লেছি। তোরা তাকে খুঁজতে পারবি ?

সর। আলবৎ পারব।

গ। তবে আয়। কিন্তু খুঁজতে বিপদ আছে সরদার।

সর। (হাস্য) বিপদ কিরে ?

অ। বিপদ কিরে। বিপদ কাকে বলে রে ?

গ। খুঁজতে গেলে জান যেতে পারে।

অ। তা যায় যাবে রে।

১ম র। লিবি—জান লিবি ? কটা জান লিবিরে ?

১ম অ। এখনি দেব, কটা জান লিবিরে !

গ। বস্—তাহ'লে হজরত তোমাকে ধ'রতে চ'ললুম। এই নে সরদার্ খাঁড়া নে। তোদের কাছে, হজরতের খাঁড়া গচ্ছিত রাখলুম—তোদের ভেতরে যে যে লড়ায়ে আছে—সবাইকে সঙ্গে নে—নিয়ে এই খাঁড়া মাথায় ক'রে নিয়ে চল্

সর্। তা হ'লে দাঁড়া—হামরা সব লোয়ে লিয়ে শুদ্ধ হয়ে আসি

গ। যা ভাই—জল্দি জল্দি শুদ্ধ হয়ে আয়।

সর্। চল্—চল্—

সকলে। হামাদের রাজা ধর্বি চল্।

গ। বল্—গুরু ওসমান সাজীকি ফতে।

সকলে। গুরু ওস্মান সাজীকি ফতে!

[গফুর ব্যতীত সকলের প্রস্থান

(আস্গর আলির প্রবেশ।)

গ। যা—জলদি যা—তইরি হয়ে আয়।

আস্। কে আমাকে বাঁচালে?

গ। ওরে শালা হানিফ খাঁ তোমার পল্টন ফল্টন—তোমার ও দুড়ুম্ দাড়ুম্ ও সমস্ত ফাঁকি—কেবল হাঁকাহাঁকি আর ডাকাডাকি। তামাচা—ইভেম চা—খোঁচা। এবারে ফাঁকির মা'রে তোমার ফাঁকি তাড়াব।

আস্। আমাকে কে বাঁচালে? এ কি তুম?

গ। কুচ কড়াক শির অন্তর। কি ব'ল্ছ?

আস্। আমাকে তুমি রক্ষা ক'র্লে!

গ। আমি—বাপ, আমি নিজের প্রাণই বাঁচাতে পারি না, আমি আবার তোমাকে বাঁচাব?

আস্। তবে কে বাঁচালে ভাই! তোমার কথার ভাবে বোধ হ'চ্ছে, তুমি তাকে জান।

গ। বিপৎকালে যে চিরকাল মানুষকে রক্ষা করে, সেই—বুঝেছ?

আস্। তিনি ঈশ্বর—তবে এক একজন মানুষ উপলক্ষ্য। সে মানুষ কি তুমি?

গ। বাপ্—আমি! সে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিনিধি—গুরু। বুঝেছ?

আস্। বেশ ভাই, দয়া ক'রে সে মহাপুরুষের নাম আমাকে শোনাও।

শুনে কি ক'র্বে?

আস্। যদি ভাগ্যে হয়, তাঁর কাছে আমি অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

গ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে লাভ?

আস্। তাঁর না হ'তে পারে, কিন্তু আমার হৃদয়ের ভার লাঘব হয়—একি! তুমি! গফুর! তুমি এত দূরে এসে এ হতভাগ্যের জীবন রক্ষা ক'র্‌লে!

গ। আমি! আমি নই মির্জ্জা আলি। আমি তোমাকে রক্ষা ক'র্‌তে পারি, আমার কি ক্ষমতা! আমিও তোমার মত ডুবে মর মর হ'য়েছিলুম। আমাকেও যে রক্ষা ক'রেছে, তোমাকেও সে রক্ষা ক'রেছে।

আস্। কে তিনি গফুর?

গ। কে তিনি, শুন্‌বে আস্‌গর আলি? (তরোয়াল ঘুরাইতে ঘুরাইতে) তিনি এই তামাচা, ইজেমচা, খোঁচা। (প্রস্থানোদ্যোগ)

আস্। বুঝেছি, আমি বিনাপরাধে যার অপমান ক'রেছি, তার প্রতিফল স্বরূপ, পাষণ্ডদের অত্যাচার থেকে যে আমার ও আমার কন্যার ইজ্জত রক্ষা ক'রেছে। কোথায় তিনি ব'লে যাও—দোহাই গফুর, ব'লে যাও।

গ। তিনি এই কুচ কড়াক্ শির অন্তর।

আস্। ব'ল্‌লে না! এ নরাধমকে এতই যখন অনুগ্রহ ক'র্‌লে, তখন সে অনুগ্রহ অসম্পূর্ণ রাখ্‌লে—ব'ল্‌লে না?

গ। বটে—বটে—তুমিত ভারী চালাক, তুমি ফাঁকি দিয়ে গুরুকে জেনে নিতে চাও! এই জন্ম একটা শোঁ—একটি নিশ্বেস টানা, আর মরণ একটা ফোঁস—একটু লম্বা রকমের নিশ্বেস ফেলা—বস্, সকল জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে গেল। গুরু হচ্ছে সেই শোঁ আর ফোঁসের ভিতরে একটা আপ্। কথা নেই, শব্দ নেই, ফোঁস নেই, ফাঁস নেই—

একেবারে নিরেট চুপ।—(তরোয়ার ঘুরাইয়া) এই তামাচা ইজেম চা খোঁচা—এই দিয়ে বুঝেছ—এ'দিয়ে ক'ল্জেয় কবাটে ঘা মা'র্তে হবে, তবেই গুরুকে ধ'র্তে পা'র্বে। বস—সেলাম মির্জ্জা আলি সেলাম—শির কুচ, কড়াক, অন্তর—বুঝেছ মির্জ্জা আলি বুঝেছ—এর নাম জ্ঞান-অসি। এ যত ঘোরাচ্চি, ততই আমার মনের সংশয় কুচ্ কুচ্ ক'রে কেটে যাচ্ছে।—এইবারে বড় বেশী রকমের কা'ট্ছে, কাজেই আর আমি দাঁড়াতে পা'র্লুম না মিয়া!—চ'ল্লুম।

(গফুর প্রস্থানোদ্যত—আস্গর তাহাকে ধরিল।)

আস্। ব'লে যাও গফুর, কোথায় তোমার গুরু?

গ। হুঁসিয়ার মির্জ্জা আলি! আমার হাত ধ'রনা।

আস্। আগে বল, কোথায় তোমার গুরু।

গ। বুঝ্তে পা'র্ছ না মির্জ্জা আলি—আমার হাতে শুধু তামাচা আস্ছে না, ইজেমচা এলো এলো হ'য়েছে, খোঁচা এলে আর রক্ষে পাবে না।

আস্। জল্দি বল্ উল্লুক, তোর মনিব কোথা?

গ। আমি উল্লুক, তবে রে!—(আস্গর আলি দুই হস্ত ধরিল) বেঁচে গেলে আস্গর আলি, তরোয়ার ঘুরাতে পা'র্লুম না—নইলে কি কাণ্ডখানা হ'ত, বুঝেছ? একেবারে—

আস্। চোপ্—জল্দি বল্ তোর মনিব কোথা?

(বেইরাম খাঁর প্রবেশ।)

বেই। এই, কে তোরা? কে তুমি—কে আপনি?—একি, একি! জাঁহাপনা!

গ। ওরে বাবা, জাঁহাপনা কিরে! এই মাটী ক'রেছে—এইবারে খাঁড়ার খোঁচা নিজেরই পেটে ঢুক্বে নাকিরে বাবা!

আস্‌। তুমি কে—বেইরাম খাঁ ?

বেই। গোলাম বেইরাম খাঁ। তাইত আপনাকে এত শীঘ্র খুঁজে পেলুম! আসুন জাঁহাপনা, আপনার হারাণো রাজ্য আবার ফিরে পেয়েছেন।

আস্‌। সত্যি ?

বেই। আপনার রাজ্যাপহারী দুস্‌মন মরেছে। তার অত্যাচারে জর্জ্জরিত হ'য়ে প্রজারা বিদ্রোহী হ'য়ে তাকে মেরে ফেলেছে। উজীর আপনার নামে রাজ্যভার গ্রহণ ক'রে আপনার অন্বেষণে চারিদিকে লোক পাঠিয়েছেন। আমি নিজে আপনাকে খুঁজতে বোখারা চ'লেছিলুম। আসুন সুলতান, আপনার পিতৃরাজ্য গ্রহণ ক'রে মর্ম্মাহত প্রজাকে সুখী ক'রবেন আসুন।

আস্‌। এখন ত আমি যেতে পা'রব না সেনাপতি!

বেই। সে কি জাঁহাপনা, যেতে পা'রবেন না কি! প্রজারা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আপনার আগমন-পথের দিকে চেয়ে আছে।

আস্‌। তাহ'ক এখন আমি যেতে পা'রব না।

বেই। একথা ব'ল্‌বেন না জাঁহাপনা! সমরখন্দে আপনার সিংহাসন প্রার্থীর অভাব নেই। দু'দিন আপনার যেতে দেরি হ'লে, তারা রাজ্য পাবার জন্য ষড়যন্ত্র ক'র্‌তে কি ছাড়্‌বে! উজীর সাহেব, ক'দিন আপনার নাম নিয়ে সিংহাসন রক্ষা ক'রবেন? দু'দিন যেতে বিলম্ব হ'লে, প্রজারা আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ ক'রবে। মনে ক'রবে আপনি বেঁচে নেই। অবস্থা তাহ'লে কি কঠিন হবে, আপনি নিজেই অনুমান করুন, জাঁহাপনা।

আস্‌। তা ক'রেছি, তবু আমি যাব না সেনাপতি।

বেই। যেতে বাধা কি, গোলামের জান্‌তে কি দোষ আছে?

আস্‌। প্রথম বাধা এই—এই উল্লুক।

বেই। উল্লুক কি আপনার অপমান ক'রেছে ?

আস্। অপমান! বেইরাম খাঁ! আমার রাজ্যাপহারীও আমার এমন অপমান করেনি।

গ। গেল—গেল! শালার জাঁদরেল আমার পানে কট্‌মট ক'রে চাইছে। দিলে বুঝি তামাচা ক'রে।

বেই। হুকুম করুন, কম্‌বক্‌তকে এখনি কোতল ক'রে দিই।

গ। আগে ছিলে মিয়া—এখন হ'লে জাঁহাপনা। দুঃখী মনে ক'রে দয়া ক'রেছিলুম, আর পা'র্‌লুম না। আর আমার ধৈর্য্য রইল না—হুঁসিয়ার জাঁদরেল হুঁসিয়ার। তরোয়ারে হাতটি দিয়েছ কি, অমনি একেবারে একটি কড়াক্—(তলোয়ার ঘুরাইল।)

আস্। হাঁ হাঁ—কেটোনা—কেটোনা—গরীব বেচারি ম'রে যাবে—ম'রে যাবে।

গ। যাক্, রাগটা গজাতে না গজাতে গেঁজে গেল।

বেই। একি! পাগল নাকি!

আস্। বুঝ্‌তে পারান বেইরাম খা—এরা কি! আমি এর মনিবের অপমান ক'রেছিলুম, তার প্রতিশোধ নিতে এরা প্রভু-ভৃত্যে আমার ও আমার কন্যার ইজ্জত রক্ষা ক'রেছে। আমি নদীতে মগ্ন হ'য়েছিলুম, এরা উদ্ধার ক'রেছে।

বেই। বুঝ্‌তে পেরেছি জাঁহাপনা, আপনি বিষম ঋণ-জালে আবদ্ধ হ'য়েছেন।

আস্। মুক্ত না হ'লে, কি ক'রে সমরখন্দে ফিরে যাব সেনাপতি ?

বেই। আপনাকে এ মুক্তি দিচ্ছেনা—কেমন না জাঁহাপনা ?

আস্। এই ত—সম্মুখেই আসামী—তুমি নিজে জেরা কর।

বেই। কি ভাই, জাঁহাপনাকে মুক্তি দাও।

গ। উ—হুঁ!

বেই। মুক্তি দেবে না?

গ। উহুঁ।

বেই। কোই হ্যায়?

(সৈন্যগণের প্রবেশ)

একে বাঁধো।

গ। বাঁধো! আমাকে বাঁধো!—জাঁহাপনা! সমরখন্দ পেলেন, কিন্তু জাঁদ্রেলটিকে হারালেন!

বেই। দেরী ক'রনা ধ'রে পিছমোড়া ক'রে বাঁধো।

গ। (তরোয়ার তুলিয়া) কারও কথা শুনোনা—কাছে এসো না। প্রাণ গেলেত ছুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক গেল। তোমরা দেখতে পাচ্ছ—ব্যাপারখানা কি বুঝ্‌তে পারছ! তোমাদের গায়ে এই জিনিস ঠেকালেই তোমাদের যে কি ছুর্দ্দশা হবে, তাই ভেবে আমার প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ছে। তোমাদের মা পুত্রশোকে অধীর হ'য়ে প'ড়্‌বে,—স্ত্রী বিধবা হবে—ছেলেগুলো বাবা বাবা ব'লে রোদন ক'র্‌বে; জাঁহাপনা! বুঝ্‌তে পারছেন না, তাদের সমস্ত খোরাকের ভার আপনার ঘাড়ে প'ড়্‌বে।

আস্। তা, তুমিই ত ঘাড়ে ফেল্‌বার জোগাড় ক'রচ।

গ। তবে থাক্, গরীবদের আর মেরে ফেল্‌ব না।

বেই। এই ত বুদ্ধিমানের কথা। নাও, একবারে মেহেরবাণী ক'রে জাঁহাপনাকে মুক্তি দাও।

গ। জাঁহাপনা! আপনাকে যে আর মুক্তি দিতে ইচ্ছে হ'চ্ছে না। মনে হ'চ্ছে আপনাকে চিরদিন আমাদের প্রাণের সঙ্গে বেঁধে রাখি।

আস্। তাই বল, আশ্বাস দাও। নবাবের বন্ধনের কারণ হ'য়েছি, পাপিষ্ঠ

হানিফ খাঁ কর্ত্তৃক অপমানিত হ'য়েছি, কন্যাকে বনে বাঘ-ভালুকের মুখে নিক্ষেপ ক'রেছি—জীবনে মমতা ক'র্‌বার শুদ্ধমাত্র একটি জিনিষ অবশিষ্ট আছে—সেটি তোমাদের নিঃস্বার্থ ভালবাসা। তা থেকেও যদি তোমরা আমাকে বঞ্চিত কর, তা হ'লে সমরখন্দের সিংহাসন পেয়েই বা আমার লাভ কি!

গ। জাঁহাপনা! আমার মনিব যে এখানে নেই, আমি কেমন ক'রে এ কথার উত্তর দেবো।

আস্। বেশ মনিবকে তোমার ধ'রে আন।

গ। তাকে ধ'রে আন্‌তে গেলে যে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। মনিব আমার যেমন বসোরায় যাবে, অমনি হানিফ খাঁ তাকে গ্রেপ্তার ক'র্‌বে।

আস্। বসোরায় যাবে ঠিক বুঝেছ?

গ। যাবে কি, যাচ্ছে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি। মনিব আমার দুনিয়ায় মাকে ভিন্ন কাউকে জান্‌তো না, সেই মাকে জীবনে প্রথম ভুলেছে। তাই অনুতাপে মাকে দেখ্‌তে চলেছে।

আস্। কেন ভুল্‌লো গফুর?

গ। কেন, ব'ল্‌ব জাঁহাপনা?

আস্। নির্ভয়ে বল।

গ। আপনার কন্যা।

আস্। আমার কন্যা তা হ'লে রক্ষা পেয়েছে?

গ। তা জানিনা। কিন্তু এটা জানি, মনিবের ভালবাসা যখন তার উপর প'ড়েছে, তখন কেউ তাকে মা'র্‌তে পা'র্‌বে না। কিন্তু জাঁহাপনা! মনিবের কেরামতি বসোরার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জান্‌তে পেরেছে। হানিফ খাঁরও কি জান্‌তে বাকী আছে!

আস্। বেইরাম খাঁ।

বেই। বুঝেছি হুজুরালি! গফুর! অনেক কাঠ-খড় পুড়বে—আমি তার আগুনের ব্যবস্থা করি।

আস্। গফুর! পল্টন দিই সঙ্গে নাও।

গ। ওইটি মাফ্ ক'র্বেন জাঁহাপনা! শুধু হাতে জলে ঝাঁপ দিয়েছিলুম, বসোরায় ফির্তে এই গুরুদত্ত ধন সঙ্গে নিয়ে চ'লেছি এক জ্ঞান-অসি, এতে সমস্ত সংশয় কেটে ফেলেছি। দুনিয়াটা শাঁক—হাঁকা হাঁকি আর ডাকাডাকি। ফাঁকির মাঝে ফাঁক তাঁবে—এর পর যে আমার মন ব'ল্বে, গফুর! এ আসর বল দিচ্ছে—ভাগ্যে তুমি জাঁহাপনার সাহায্য পেয়েছিলে, তাই হানিফ খাঁর দর্প চূর্ণ হ'ল। তা হবে না—এই—এই—

বেই। এই—তামাচা—ইজেম চা—খোঁচা।

গ। বস্ আর আমাকে ব'লতে হ'ল না। জয় ওস্তাদ মাজ্জাক জয়। জাঁদ্রেলের মুখে তোমার বুজ্রুকি জাহির হ'ল—গুরুজী কি ফতে।

[প্রস্থান।

বেই। জাঁহাপনা! একবার মাত্র সমরখন্দে গিয়ে প্রজাকে নিশ্চিন্ত ক'রে চ'লে আসুন। আমি এইখান থেকেই ওই যুবকের অনুসরণ ক'র্লুম।

আস্। যাও সেনাপতি—সুলতানের রাজ্য একদিকে—আর তার ইজ্জত একদিকে। সমরখন্দ ফিরিয়ে দিয়েছ—তার ইজ্জত ফিরিয়ে দাও।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গফুর, সরদার, বন্যপুরুষ ও স্ত্রীগণের প্রবেশ।)

গ। ওই যাচ্ছে—ওরাও আমাদের রাজাকে খুঁজতে যাচ্ছে। চাঁদমার জমকা খেল—চুপি চুপি—আস্তে আস্তে এগিয়ে যাও।

সব। খেলোয়াড়্ খেলোয়াড়না হুঁসিয়ার—চুপি চুপি যাবি—দুনিয়াদারী পাবি—পাকা পান খাবি—ডুগ্‌ডুগি বাজাবি।

পুষ্পাদি-সজ্জিত খাঁড়া স্কন্ধে গীত।

মিয়ারে সেলাম ক'রে কুল মুলুকে যাব।
পায়ের ওপর চাপিয়ে পা পাকা পান খাব॥

(ডুগডুগি বাদন)

রামধনুকে মার্‌ব টান,
ফুটিয়ে দেব জয়ান বাণ
হাত বাড়িয়ে ধ'র্‌ব কাণ
দুস্‌মন যেথা পাব।
লড়াই ফতে ক'রে মোরা ডুগ্‌ডুগি বাজাব॥

(ডুগডুগি বাদন)

তৃতীয় দৃশ্য।

বনগ্রাম প্রান্ত—তরুতল।

ম'নয়া ও সেলিমা।

ম। কি বিবিসাহেব! অদৃষ্টের উপর খুব নির্ভর ক'রেছ?

সে। খুব নির্ভর ক'রেছি।

ম। তাহ'লে আর এখানে সেখানে ছুটো ছুটির দরকার নেই?

সে। আর ত দরকার কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

ম। ম'র্‌বার জন্যত প্রস্তুতই হ'য়েছিলে।

সে। প্রস্তুত কেন—এতক্ষণ আমার সব শেষ হ'য়ে যেত।

ম। কিন্তু অদৃষ্ট তোমার শেষ হ'তে দিলে না।

সে। মাঝখান থেকে তুমি এসে মৃত্যুর পথে বাধা দিলে।

ম। কেন, তাতে কি তোমার আমার উপর রাগ হ'চ্ছে ?

সে। তুমি আমার পরম হিতৈষিণী। আমাকে আত্মহত্যা থেকে রক্ষা ক'রেছ। কিন্তু বিবিসাহেব, বেঁচে আমার সুখ কি ?

ম। দেখ, এখনও বোঝ। দরিয়া এখনও কাছে আছে তুমি যে এর পরে ব'ল্‌বে, আমি তোমার শত্রুতা ক'রেছি, সেটি হবে না—

সে। না বিবিসাহেব, আর আত্মহত্যা ক'র্‌ব না।

ম। যদি কৎলু খাঁ ধ'রে নিয়ে যায়। কেননা আমাদের বিপদ যা, তা সবই বর্ত্তমান।

সে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মরক্ষা সম্ভব, ততক্ষণ ক'রব না।

ম। ঠিক ?

সে। ঠিক।

ম। দেখ, এখনও বুঝে দেখ। প্রতিজ্ঞার আগে একবার ভেবে দেখ।

সে। ভেবেই প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লুম বিবিসাহেব।

ম। বস্‌—তাহ'লে এই সোজা পথ—এই পথ ধ'রে যেখানে খুসী চ'লে যাও।

সে। আর তুমি ?

ম। আমারও এই সোজা পথ—আমিও এই পথে যেখানে খুসী চ'লে যাই।

সে। তোমার সঙ্গ ছাড়্‌তে আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে না।

ম। তোমায় সঙ্গে রা'খ্‌তে আর আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে না।

সে। তাহ'লে আর আমি থাক্‌ব না।

ম। থাক্‌ব না ব'ল্‌ছ—তবে রয়েছ কেন ?

সে। তাহ'লে সেলাম বিবিসাহেব। আর দেখা হবে কিনা ব'ল্‌তে পারি না।

ম। এ! তাহ'লে তুমি এখনও অদৃষ্টে নির্ভর ক'র্‌তে পারনি!

সে। না, নির্ভর ক'রেছি—নির্ভর ক'রেছি। আমি চ'ল্‌লুম বিবিসাহেব, চ'ল্‌লুম।

ম। দেখ, একান্তই যদি মর, তাহ'লে ওড়্‌নাখানি আগে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'র, তারপর ম'র।

সে। তোমার আদেশ শিরোধার্য্য—

[সেলিমার প্রস্থান।

ম। যাক্ বাবা! সব গোল মিটে গেল, এইবারে একটু বসি। আর আমার পা চলে না। সহর এখন অনেক দূরে। এখনও জঙ্গলের অন্ধকার চোখে জড়িয়ে আছে। এদিকে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়েছি। আর সেলিমা বিবি আত্মহত্যা ক'র্‌বে না। আর যে আত্মমর্য্যাদা একবার বুঝ্‌তে পেরেছে, তাকে ধরে কে? যাও—সেলিমা বিবি—যাও—ঈশ্বরের করুণা তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাক্। যদি তোমাকে রক্ষাই তাঁর ইচ্ছা হয়, সেই করুণাই তোমাকে রক্ষা করুক। তোমার চিন্তাকে এইখানে এই গাছের তলাতেই গোর দিলুম। আর কেন? যতটা খেলা ঈশ্বর আমাকে দিয়ে খেলালে, ততটা খেলা খেলা গেল। আর কেন? ছিলুম বাঁদী হয়েও রাণী—আবার যে বাঁদী সেই বাঁদী হলুম—ফাঁকতালে আবার ফুরসুৎ পেলুম—খানিকটে হাত পা ছুঁড়্‌লুম—ক'ল্‌জেতেও বেকায়দায় প'ড়ে একটু আগুন ধরিয়েদিলুম। এখন ক'ল্‌জে বরফ্। ক'ল্‌জের আগুন এবারে পেটে ঝরে প'ড়েছে। আর কেন? বা! বা! এইযে সেই গাছতলা গো! যে গাছতলায় ব'সে আমার মনিবের মনে প্রথম প্রবোধ জেগেছিল। তাহ'লেত এর কাছেই কোন স্থানে মায়ের কুঁড়ে আছে! তাইত! অদৃষ্টে আজ মায়ের দেওয়া খোরাক যুটে

গেল নাকি! যাক্—নসীব আর আমাকে হতাশ হ'তে দিলে না। মনে ক'রেছিলুম—একটু একলা বসে কাঁদব, তা আর ক'রতে দিলে না!

(গীত।)

কেন সে পড়েরে মনে—এ বনে।
সে যে অতি বোকা, কচি খোকা,
সদা আছে ভোজনের ধ্যানে।
এদিকে বাঘের তাড়া, ওদিকে সে,
মাঝখানে অভাগিনী রয়েছে বসে।
বাঘে খায় কি প্রেমদায়—
কিংবা প্রাণ জ্বলে যায় জঠর আগুনে।
কালিয়া কি বধুয়া কে জিনে রণে।

সি। ইয়া আল্লা! আমিই প্রথম দেখতে পেয়েছি—লাখ টাকা, লাখ টাকা—ইঃ—পেয়ে গেছি, লাখ টাকা পেয়ে গেছি!

ম। তাইত! গানের চোটে বনের ভেতর শ্রোতা গজিয়ে উঠল নাকি!

সি। বাঃ! বাঃ!—বিবি, বা! একি থেমে গেলে কেন?

ম। তাইত! এযে হাতিয়ার ধরা সেপাই! খোদা! বাঁদীকে পরীক্ষায় ফেল না। যত বলি, যতই করি—তবু আমি অবলা, আর অবলার একমাত্র বল তুমি!

সি। কি বিবি! বল—একটা কথা বল। তোমার কি পায়েস খেতে নেই?

ম। পায়েস খাবে! পয়জারে দাঁতের পাটী উড়িয়ে দেব। উল্লুক! আমি এই বনের ভেতর গাছের তলায়—বাঘেই খাক্, কি ভালুকেই খাক্—তুমি আমায় একলাটি বসিয়ে রেখে, ইয়ারকি মা'রতে গেছ,

লাখ্ টাকা রোজগার ক'র্‌তে গেছ! মনে ক'রেছ,তুমি সেই বিবিকে ধ'র্‌বে—ধ'রে লাখ্ টাকা বক্‌সিস মা'র্‌বে!

সি। ও বাবা! এ কে রে বাবা! এ বলে কি!

ম। উল্লুক! আসুক তোর মনিব, আমি ত এখান থেকে ন'ড়্‌ব না। তুমি ভারি পালোয়ান হ'য়েছ! মনে ক'রেছ, তোমাকে কেউ জব্দ ক'র্‌তে পার্‌বে না? এই জব্দ আমি ক'র্‌ব। এই এম্‌নি ক'রে কান পাক্‌ড়ে, এই তোমার মনিবের সুমুখে কাত ক'রে না ফেলে—(সিপাহীর শয়ন) কি পালোয়ান! এক কান মোচড়েই শুচ্ছ কে! হতভাগা! এখানে চা'র্‌দিকে কেবল তালপাতা খড়্‌খড়্ ক'র্‌ছে। তোমরা সব তালপাতার সেপাইয়ের নাম শুনে ল্যাজ গুটিয়ে ঘরে ঢুকেছ, আর আমি মেয়েমানুষ—আমার ভয় ক'র্‌বে না? আমি একেলা—ভয়বিহ্বলা—অবলা। পাজী! আর এমন কাজ ক'র্‌বি—বল্? চুপ ক'রে রইলি কেন?

সি। বল্‌ছি বিবি, কানটা ছাড়ো।

ম। আরে ম'ল—কে তুই? পাজী! তুই আমাকে ছুঁলি! চেনা নেই, শোনা নেই—তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা, তুই আমার এই গা'লগুলো নিঃসাড়ে হজম ক'র্‌লি! কে তুই?

সি। আর সে কথার দরকার কি বিবি! যে শালার আহাম্মুকিতে এখানে এসেছি, সে শালা খুব জব্দ হ'য়েছে।

ম। কে সে শালা?

সি। আজ্ঞে বিবিসাহেব! এই শালার কান। শালা তোমার মিষ্টি গান শুনে যেমন আমাকে টেনে এখানে হাজির ক'রেছে, তেমনি শালা মজাটা টের পেয়েছে। থাক্ শালা, মাসথানেকের মতন ফুলে', কট্‌কট্ কর্। আর গান শোনাতে আমাকে টেনে আন্‌বি?

ম। দেখো মিয়া! এ লজ্জার কথা কাউকে ব'ল না! এতে তোমারও লজ্জা, আমারও লজ্জা!

সি। এ কি আর ব'ল্‌তে হয় বিবিসাহেব! তা তোমার মনিবটি কে, ব'ল্‌বে কি?

ম। আর লজ্জা দিয়ো না মিয়া—লজ্জা দিয়ো না—সে যা ক'রে ফেলেছি, তার আর কি ব'ল্‌ব!

সি। তবে থাক্—তবে থাক্—

ম। কানটায় কি একবার হাত বুলিয়ে দেব মিয়া?

সি। থাক্, ও আমিই বুলিয়ে নেব বিবিসাহেব—সেলাম!

ম। সেলাম। তা হ'লে আমার প্রভুর সঙ্গে দেখা হ'ল না, [illegible] জ্বালা এখন পেটের জ্বালায় পরিণত হয়েছে। সুতরাং [illegible] কিয়ৎক্ষণের জন্য পোলাও কালিয়ার আশ্রয় নিতে চ'ল্‌লুম।

সি। তোমার মনিব কে, না জান্‌লে, কেমন ক'রে ব'ল্‌ব?

ম। এই ত মিয়া—এই ত মিয়া—তা হ'লে তোমার আর [illegible] নাম ব'ল্‌তে হ'ল দেখছি।

সি। বাপ! আবার! ব'ল্‌ব বিবি, ব'ল্‌ব।

ম। এই ত বুদ্ধিমানের কথা! যাকে তাকে ব'লে মনিব খাড়া ক'রে নিবি।

সি। নেব—নেব—বিবিসাহেব! নেব

ম। আর ব'ল্‌বি, যেখানে আমি পোলাও খাব, সেখানে তার পাত চাটবার নেমন্তন্ন।

সি। বস্, আর ব'ল্‌তে হবে না। (প্রস্থান)

ম। তাইত খোদা! এত শিগ্‌গির, এত সহজে, এমন উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে এই বিজন স্থানে আমার ধর্ম্মরক্ষা ক'রলে! তাই ত দয়াময়! তোমার

নামে এত বল! ওই হস্তীর মত বলবান্ পুরুষ—তার তুলনায় আমি কি! ওর অঙ্গুলির ভার সইতে আমার শক্তি নেই—সেই কিনা আমার কোমল করাঙ্গুলির স্পর্শে তৃণের মত নত হ'য়ে গেল! দয়াময়! এক মুহূর্ত্তে তুমি আমাকে অসম-সাহসিনী ক'রে তুলেছ—আমি কাঁদ্‌ব, কি হাস্‌ব—বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি না! (নতজানু হইয়া) চির-বাঁদী আমি—করুণার চির-ভিখারিণী—অধিক আর কি ব'ল্‌ব? আর তুমি! পাগল মনে ক'রেছিলুম! এইঅন্ধকারময় রাত্রির আবরণে—এই ঘনারণ্যের কোলে ব'সে, আজ সর্ব্বপ্রথম তোমার জ্ঞানালোকে আমার চক্ষের জড়তা দূর হ'ল। আশীর্ব্বাদ কর, হজরত—আর যেন মোহের অন্ধকারে না পড়ি। এখন দেখ্‌ছি দুনিয়া ফাঁকি—ফাঁকির মা'রে ফাঁকি উড়ে গেল। হজরত ওস্‌মান! হজরত ওস্‌মান! আমার মনিব—আমার পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ সহোদর ওস্‌মান!

(বেইরামের প্রবেশ।)

বেই। এই যে মা, আমি তাঁর দূত এসেছি!

ম। য়্যাঁ—সত্যি?

বেই। আবার সন্দেহ ক'র্‌ছ কেন মা! মা নামে কি সন্দেহ আছে? এই ত ঘন অরণ্যে বিজনে সন্তান পেলে।

ম। না, আর সন্দেহ নেই। তুমি সন্তান, আর আমি তোমার নন্দিনী। পিতা হারিয়েছিলুম—পিতা ফিরে পেয়েছি।

বেই। কি ক'র্‌ব, আদেশ কর।

ম। সে ত একরকম নয়—আদেশ ক'র্‌বার ঢের আছে।

বেই। বেশ, জাকাখেল সর্‌দার!

(সর্‌দারের প্রবেশ।)

এই নাও, তোমাদের মা নাও। মা যেখানে যাবেন, সঙ্গে যাও; যা

ক'র্‌তে বলেন, কর। হুঁসিয়ার! সুল্‌তানের মর্য্যাদা যেন নষ্ট না হয়।

সর। এই কি হামাদের রাজার বেটী?

বেই। আমার বেটী।

ম। (স্বগতঃ) কে—কে! সেলিমা! (প্রকাশ্যে) সেলিমা রাজার বেটী?

বেই। তাকে জান?

ম। মির্জ্জা আলি?

বেই। তিনিই সুল্‌তান আস্‌গর আলি—আমি তাঁর রাজ্যের সেনাপতি।

ম। আয় রে সর্‌দার, আমার সঙ্গে আয়।

বেই। হাঁ মা! ইজ্জত আছে?

ম। এই একটু আগে পর্য্যন্ত ছিল পিতা! এই এক লহমা তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হ'য়েছি।

বেই। যাও, জাকাখেল! জল্‌দি যাও।

চতুর্থ দৃশ্য।

বন-কুটীর।

ওস্‌মান।

ওস্‌। মা—মা!—মা—মা! তাইত, মা ঘরে নেই নাকি! না - এই যে ভেতর থেকে ঝাঁপ বন্ধ;—মা! ওমা! তাইত, মা না খেয়ে ম'রে গেল নাকি! য়্যাঁ! তাইত এ কি হ'ল! মা আমার খেতে না পেয়ে ম'রে গেলে!—মা!—

(গৌহরের প্রবেশ।)

গৌ। কে তুই? ওস্‌মান?

ওস্‌। এই যে মা, জেগেছিলি, তবে উত্তর দিচ্ছিলি না কেন?

গৌ। কেন কি? তোকে কি আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে?

ওস্‌। না মা, ঘা'ট্‌ হ'য়েছে—নাক কান মল্‌ছি—মাফ্‌ কর।

গৌ। তার পর? যে কাজ ক'র্‌তে গিছ্‌লি, তার কি ক'র্‌লি?

ওস্‌। কি কাজ ক'র্‌তে গিছ্‌লুম?

গৌ। 'কি ক'র্‌তে গিছলুম' কি রে! তুই যে আমার কাছ থেকে খাঁড়া নিয়ে গিছ্‌লি!

ওস্‌। তা'তো নিয়ে গিছ্‌লুম।

গৌ। সে খাঁড়া কি ক'র্‌লি?

ওস্‌। সে এক শালা ভক্তকে দিয়ে দিয়েছি।

গৌ। ভক্তকে দিলি কি! আ আমার পোড়া কপাল! এমন রত্ন শেষ-কালে কিনা আমি একটা বাঁদরের হাতে ধ'রে দিলুম।

ওস্‌। ও কথা বলিস্‌ নি মা! বাঁদর বলিস্‌ নি!—তা হ'লে তোর গর্ভের দুর্নাম হবে!

গৌ। দূর হতভাগা গাড়োল! বাপ-মায়ের কুৎসার শোধ নিতে গিছ্‌লি না!

ওস্‌। গিছলুমই ত—গিছ্‌লুম ব'লে গিছলুম—সেই খাঁড়া নিয়ে সহর তোলপাড় ক'রে এলুম!

গৌ। কি রকম—কি রকম?

ওস্‌। মা! মা—মা! মা!

গৌ। আরে গেল—মা, মা ক'রে চেঁচাতে লাগ্‌লি কেন? কি হ'য়েছে বল্‌না।

ওস্‌। তোর নামের কি মহিমা!—মা—মা!

গৌ। কি রকম—কি রকম?

ওস্‌। দুনিয়া ফতে! তোর নাম নিয়ে একবার খাঁড়া ঘোরালুম, আর হাজার সেপাই বাপ্‌ বাপ্‌ ক'রে দেশছাড়া হ'য়ে গেল!

গৌ। বটে—বটে!

ওস্। বাঘ ভাল্লুক সব বনে পালিয়ে গেল!—সিঙ্গি গর্ত্তের ভেতর ঢুকে রইল! নদীর জল কল্ কল্ ক'র্‌তে লাগ্‌ল! আর গাছের পাতা—আর একটু হ'লে সব ঝ'রে গিছ্‌ল!

গৌ। বটে—বটে—ব'লস্ কি ওস্‌মান!

ওস্। সহরে হুলস্থুল প'ড়ে গেছে।

গৌ। মির্জা আলি—তার কি ক'র্‌লি?

ওস্। শুধু কি মির্জা আলি—মির্জা আলি, তার বৌ—তার বেরালটি বাঁদরটি পর্য্যন্ত—

গৌ। সব শেষ হ'য়ে গেছে?

ওস্। কিছু হয়নি—অটুট আছে।

গৌ। তবে রে পাজী! এই তুমি আমাদের অপমানের শোধ নিয়েছ!

ওস। শোধ নেব ব'লে ত গেলুম, কিন্তু মাঝখান থেকে ব্যাপার উল্‌টো হ'য়ে গেল। তার বাড়ীতে ঢুকে দেখি, তাকে আর তার মেয়েকে গ্রেপ্তার ক'র্‌বার জন্য হাজার সেপাই তার বাড়ীতে চড়াও হ'য়েছে।

গৌ। বলিস্ কিরে! হাজার সেপাই!

ওস। শুধু কি হাজার সেপাই?—তাদের সঙ্গে এক ঘোড় সর্‌দার।

গৌ। সেপাইএর ওপর আবার সর্‌দার! তুই কি ক'র্‌লি?

ওস্। খাঁড়া ঘুরিয়ে তাদের দেশছাড়া ক'রে দিলুম।

গৌ। বহুৎ আচ্ছা—বেশ ক'রেছিস্।

ওস্। তার পর, যাকে একবার বিপদ থেকে রক্ষা ক'র্‌লুম, তাকে কি আর মা'র্‌তে পারি?

গৌ। তাইত! তা আর কেমন ক'রে হয়!

ওস্। তার ওপর আর একটা গণ্ডগোল হ'য়ে গেল।

গৌ। আবার গণ্ডগোল কি ?

ওস্। বাড়ীর ভেতর ঢুকে দেখি, সবাই বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছে। কেবল মির্জা আলির মেয়েটি পালা'তে পারেনি। সেই মেয়েকে উদ্ধার ক'র্‌তে গিয়েই গোলমাল হ'য়ে গেল।

গৌ। বুঝ্‌তে পেরেছি—তুমি তাকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেছ।

ওস্। সে যে কি সুন্দর দেখ্‌লুম !

গৌ। তা তুমি যাই দেখ, খবরদার ওস্‌মান, তা'তে তুমি মুগ্ধ হ'তে পাবে না।

ওস্। মুগ্ধ হ'তে গেলেও কি তোমার অনুমতি নিয়ে হ'তে হবে ?

গৌ। আলবৎ—তাতে কি আর সন্দেহ আছে ?

ওস্। বল কি মা !

গৌ। সুন্দরী তুই দেখ্‌বি কি ! সুন্দরী আমি তোকে দেখিয়ে দেব। আমি যাকে দেখে দেব, সে সবার সেরা সুন্দরী।

ওস্। কিন্তু আমি যাকে দেখেছি, তার চেয়ে সুন্দরী আর নেই।

গৌ। ফের ব'ল্‌লে, পয়জার খাবি উল্লুক !

ওস্। ভাল, দেখিয়ে পয়জার মার, আপত্তি নেই।

গৌ। আমি ব'ল্‌ছি, বিশ্বাস হ'চ্ছে না ?

ওস্। শুধু এইটিতে অবিশ্বাস হ'চ্ছে।

গৌ। তবে রে পাজী !—(গৃহাভ্যন্তরে গমন ও সেলিমাকে লইয়া পুনরাগমন) কি দেখ্‌ছিস্ ? এই ওড়্‌না যার কাঁধে উঠেছে, সেই দুনিয়ায় সবার সেরা সুন্দরী।

ওস্। মা, দেখ্‌ছি—তুমি আমার শুধু মা নও,—তুমি আমার দৃষ্টি—তুমি আমার বুদ্ধি, তুমি আমার মনুষ্যত্বের একমাত্র আধার।

সে। সেলাম বাবু সাহেব!

গৌ। এ কি, তুমিই মির্জ্জা আলির কন্যা?

ওস্। তোমায় জীবিত দেখে আমি পরম আনন্দিত হ'য়েছি; কিন্তু সেলিমা বিবি, তোমার আচরণে আমি দুঃখিত হ'য়েছি।

সে। কেন বাবুসাহেব?

ওস্। তুমি অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে চ'লে এসে, আমাদের বিষম বিপদে ফেলেছ।

সে। অদৃষ্ট-প্রেরিত হ'য়েই আমি এখানে এসেছি। আমি আপনার ঘরে স্থান চেয়েছিলুম, আপনি কুটীর ব'লে আমাকে স্থান দিতে চা'ন নি।—আমি এখানে এলে আপনারা বিপন্ন হবেন, একথা বলেন নি। বিপন্ন বোধ করেন, আমি এখনি চ'লে যাচ্ছি।

ওস্। এখনি—কালবিলম্ব ক'র না।

সি। আসি মা! দুরাত্মাদের হাত এড়াবার জন্য তোমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলুম, এখানে প্রবেশ ক'রে ক্ষণেকের জন্য ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা পেয়েছি তার জন্যই তোমাদের অগণ্য ধন্যবাদ

(জনৈক সিপাহীর প্রবেশ।)

সি। বা! বা! এ আবার কি!

গৌ। চ'লে যাবে কি! তুমি সমস্ত জেনে শুনে এই কুঁড়ে ঘরে প্রবেশ ক'রেছ। আমিও তোমার সমস্ত অবস্থা জেনে তোমাকে ঘরে ঠাই দিয়েছি। চ'লে যাবে কি? আমি আমার এই কাপুরুষ পুত্রের মুখ চেয়ে তোমাকে আশ্রয় দিই নি।

সি। তাইত! বলে কি! আশ্রয়!—বলে কি! তবে এই নাকি! না—না—সে যে আমাদের চোখের সাম্‌নে জলে ডুবে গেছে!

সে। পুত্রকে তিরস্কার ক'র না মা! আমি তার মনের কথা বুঝেছি।

এখানে থাক্‌লে আমি রক্ষা ত পাবই না, লাভের মধ্যে তুমি শুদ্ধ বিপদে প'ড়্‌বে।

ওস্। এই—বুঝেছ বিবি! তা হ'লে আর দেরী ক'র না, কারও চোখে প'ড়্‌তে না প'ড়্‌তে, এখনি মাকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে এস।

গৌ। এখানে থাক্‌লে রক্ষা পাবে না?

ওস্। কেমন ক'রে রক্ষা পাবে? রক্ষ ক'র্‌তে ত এক আমি? তা আমার হাত ফাঁক।

সি। আর সন্দেহ নেই—এই—এই—নসীবে আমি ধ'রে ফেলেছি—লাখ্‌টাকা—লাখ্‌টাকা একবেটা পুরুষ র'য়েছে; হাতিয়েরটা বাগিয়ে নিই, ছোঁড়াটা ত্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই ক'র্‌লেই এক কোপ। তার পর বুড়ীকে এক লাথী—বস্ লাখ্‌টাকা

(কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল।)

গৌ। মা! একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব? জল্‌দি উত্তর দাও—ভাব্‌বার সময় নেই—কেননা দুসমন তোমার সন্ধান পেয়েছে। জল্‌দি বল—ইজ্জত বজায় রাখ্‌তে জান?

সে। জানি বই কি মা, নইলে এতক্ষণ প্রাণ রাখ্‌তুম না। বাপ জলে ঝাঁপ দিয়েছে, আমিও সেই সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিতুম।

সি। ইয়া আল্লা—ঠিক হ'য়ে গেছে।

গৌ। তা হ'লে এস আমার ঘরে এস—ও কাপুরুষ আমার ছেলে নয়।

ওস্। কি! আমি কাপুরুষ!

গৌ। ন'স্ ত কি! হাতে অস্ত্র নেই, এত বড় মিথ্যে কথা আমারই সুমুখে কইলি হতভাগা! হাতে কি তোর চড় নেই?

ওস্। ওঃ! ভাগ্যে মনে ক'রে দিয়েছ মা! শালার চড় যে আঙ্গুলের

ফাঁকের ভেতর লুকিয়েছিল, এটা ত মনে ছিল না! হুঁ [illegible]
ঘুরাইল) বন্ বন্- সন্ সন্।

সি। (অগ্রসর হইল) এই—তোম্ কোন্ হ্যায় ?

ওস্। কেয়া ?—আমি কোন্ ? আমার হাতে লম্বা চওড়া চড় [illegible]
কোন্ ? বড় হেতিয়ার কোমরে বেঁধে মনে ক'রেছ যে, [illegible]
তাড়া দিয়ে কাম ফতে ক'রবে! হুঁসিয়ার! আমার হা[illegible]
এসেছে। এই গরিলা মিয়ার চড়্, এই রুস্তম খাঁর থাপ্পড় [illegible]
আঙ্গুল ক'টা কি রকম নড়্চে দেখছ—কেন ম'রে যাবে [illegible]
হাত দিয়েছ কি, একেবারে জাহান্নমে চ'লে গিয়েছ!

সি। তবে রে উল্লুক!

ওস্। মা! পাজা বেটা আমাকে উল্লুক ব'লেছে—[illegible]
রইল না—আঙ্গুল রাগে চন্‌মন্ ক'রছে—হুকুম কর, [illegible]
এক চড়ে মেরে ফেলি।

(মনিয়ার প্রবেশ।)

ম। হাঁ হাঁ—মেরো না হজরত—মেরো না। [illegible] টাকার [illegible]
—তোমার হাতের চড় খেলে, শুধু গরীব ম'রে যাবে না [illegible]
ছাওয়াল—ঘরবাড়ী—হাঁড়িকুড়ি সব মরে যাবে।

সি। ওরে বাবা! সত্যি নাকি! চড়ের এমন জোর!

ওস্। এখনও হাত ঠাণ্ডা হ'চ্ছে না! আঙ্গুল [illegible] ক'রছে!

ম। দোহাই হজরত! ঠাণ্ডা কর—হাত ঠাণ্ডা কর। [illegible]
সর্দার!

(সর্দারের প্রবেশ)

নাও, এই আহাম্মোক বেটার কান ধ'রে ওকে এখান থেকে দূর

ক'রে দাও—বেয়াদব বেটা! এখনি সবংশে ম'রেছিস্। যা বেটা! তোদের জাঁদরেলকে পাঠিয়ে দে; সে একটা হুজরতের চড় খেয়ে আক্কেল পেয়ে যাক্।

ওস্। কি বল মা, তবে যাক্।

গো। যাক্।

সর্। (প্রহরীর কান ধরিয়া) যা উল্লুক, তোর বাবার বাবা যে কেউ এখানে থাকে তাকে পাঠিয়ে দে।

প্র। বাপ্! মর্ গিয়া রে—মর্ গিয়া রে! (প্রস্থান ও নেপথ্যে) হুজুরালি—হুজুরালি!

নেপথ্যে। কেয়া হ্যায় রে!

নেপথ্যে। হুজুরালি—আওরৎ মিলা—লেকেন্ গরীব মর্ গিয়া—গরীব মর্ গিয়া।

ম। সরদার!—হুঁসিয়ার! বোধ হ'চ্ছে কৎলুখাঁ নিজে আ'সছে।

সর। আসুকনা রে বিটি শালার কৎলু—হামরা কি কাউকে ডরি রে—হামরা মেয়ে-মরদে লড়াই করি—শালার মুল্লুকে আগুন ধরিয়ে দেব।

প্রস্থান।

ম। হুজুর! বাঁদীর অনুরোধ—মা! বাঁদীর অনুরোধ—কিছুক্ষণের জন্য তোমরা সকলে একবার ঘরে প্রবেশ কর।

ওস। কি মনিয়া! আমি প্রাণভয়ে ঘরে ঢুক্‌বো!

ম। দোহাই হুজুর! প্রাণভয়ে নয়। আমি তোমার বাঁদী, তোমার শিষ্যা, তোমার কৃপায় আমি নির্ভয় হ'য়েছি। ফাঁকির মা'রে আমি ফাঁকি তাড়াব। বাঁদীকে এই গৌরবটি তুমি দান কর।

ওস্। বহুৎ আচ্ছা!—যাও মা, বিবিসাহেবকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ কর।

আমি মনিয়ার রণজয় শোন্‌বার প্রতীক্ষায় এই ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকি।

গৌ। এ কি দেখালি মা, মনিয়া!

ম। তুমিই দেখিয়েছ মা! দেখিয়ে নিজের মহিমা ভুলে গেছ!—যাও—যাও—আ'স্‌ছে যাও।

(মনিয়ার প্রস্থান।

গৌ। এস মা, আর একবার মেহেরবানী ক'রে এই কুটীরে প্রবেশ কর।

পঞ্চম দৃশ্য।

কুটীর সন্নিহিত-কুঞ্জ।

(মনিয়ার প্রবেশ)

গীত।

ত্রিম তানা দ্রে দ্রে নানা দানী—তাদানী।
ওরা আসবে কি তা জানিরে, আসবে কি তা জানি।
তাদুম্ তাদুম ছাই,
কি করি ভেবে না পাই,
অবিরাম উঠছে হাই; চক্ষে এলো পানি
আসছে বঁধু প্রাণটা নিয়ে ক'রতে টানাটানি॥

(কৎলু ও প্রহরিগণের প্রবেশ।)

কৎলু। কই?—কই আওরৎ? এ ত নয়, তুই কাকে দেখ্‌লি?

১ম প্র। ঠিক দেখেছি হুজুরালি—ঠিক দেখেছি—এইখানে আছে—পালাতে পারে নি, আছে—কাঁধে চমৎকার ওড়্‌না—ঠিক দেখেছি।—

কৎলু। যা, জলদি যা—খাসপল্টনকে খবর দে।

২য় প্র। ও হুজুর! এই সেই বিবি, যে আপনাকে পাতা চাট্‌তে নিমন্ত্রণ ক'রেছে।—ওই হুজুর—ঠিক ওই।

[৩য় প্রহরীর প্রস্থান।

ক। বুঝেছি—তোরা সব ঘাটী আগ্‌লে দাঁড়া—আজ আর কাউকেও পালাতে দিচ্ছি নি। আর শোন্, গফুর খাঁকে যেখানে পাবি, পিছ-মোড়া ক'রে বেঁধে গ্রেপ্তার ক'রে আন্‌বি। শালা বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আমাকে প্রতারণা ক'রেছে। এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি—জলে কেউ পড়ে নি—সহরের ভেতরেই সকলে লুকিয়ে আছে। বেইমানকে ধ'র্‌তে পার্‌লে, ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াব। এখন বুঝ্‌ছি, তালপাতার সেপাই-টেপাই সব ফাঁকি—মিছে হুজুক ক'রে সহরবাসীকে ভয় দেখিয়েছে—তোমাদেরও ভয় দেখিয়েছে। আর যে সরদার তাল-পাতার সেপাইয়ের ভয়ে মির্জা আলি আর তার বেটীকে গ্রেপ্তার ক'র্‌তে পারে নি, তাকে ফাঁসি দেব। সব ফাঁকি—যাও—জল্‌দি যাও।

[প্রহরিগণের প্রস্থান।

(স্বগত) আর এটাও বুঝ্‌তে পার্‌ছি, এই বিবিরও এতে যোগ আছে। (প্রকাশ্যে) কি বিবি! এমন জায়গায় এমন সময়ে দাঁড়িয়ে র'য়েছ যে?

ম। (স্বগত) আরে ম'ল, কৎলু খাঁ! ছদ্মবেশ ধ'রে এসেছে; একটা অসহায়া স্ত্রীলোকের অনুসরণে এসেছ—লোকের কাছে পরিচয় দিতে তোমার লজ্জা হ'য়েছে? র'স গাড়োল! তোমার বিস্তা বার ক'রে দিচ্ছি।

ক। কি! বাক্ রোধ হ'য়ে গেল নাকি বিবি?

ম। আপনি কে, না জান্‌লে কি উত্তর দেব?

ক। পুরোণো ইয়ার্‌দের ভেতর একজন মনে কর। তুমি আমাকে পাতা চাট্‌তে নিমন্ত্রণ ক'রেছ না ?

ম। ও! তুমি বুঝি ওই উল্লুকের মনিব ?

ক। এই রকমটাই'ত আমার কেতাবে লিখ্‌ছে।

ম। তোমাকে নিমন্ত্রণ ক'র্‌ব কেন ? আমার এমন পোড়াকপাল হ'য়েছে আমি ওকে নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে গেছি ?

ক। তবে কাকে নিমন্ত্রণ ক'রেছে গো ? সে ভাগ্যবানটি কে ?

ম। সে আমার একজন পরোণো ইয়ার্।

ক। নামটা শুন্‌তে পাই নি কি ?

ম। নাম শুন্‌লে তুমি ভি'রমি যাবে। আরে পাগল! কোথাকার খুচ্‌রো ফিব্‌রু সর্‌দার, ওকে আমি পাত চাট্‌তে নিমন্ত্রণ ক'র্‌ব! আমার পাত চাট্‌বে সর্‌দারের সর্‌দার কৎলু খাঁ—আমি তাকে নিমন্ত্রণ ক'রেছি।

ক। তুমি কৎলু খাঁকে দেখেছ ?

ম। দেখেছি বই কি মিয়া! দেখেছি ব'লে দেখেছি! দেখে অবধি আমি—ওঃ!

ক। ওঃ ক'রে উঠ্‌লে কেন বিবি ?

ম। তুমি উল্লুকের মনিব জাম্বুবান্—'ওঃ' ক'র্‌লুম কেন, তা তুমি কি বুঝ্‌বে ?

ক। বুঝেছি বিবি, তুমি তাকে ভালবেসেছ!

ম। (মুখ বিকৃত করিয়া) আর বুঝে কাজ নেই, জাম্বুবান্! তুমি ঘরে যাও। কৎলু খাঁ যখন আমার পাত কুড়িয়ে খাবে, তখন তুমি সেই পাত ফেল্‌তে এস।

ক। বিবি! আমিই কৎলু খাঁ।

ম। টুমি জাম্বুবান্। তুমি আমাকে ঠকিয়ে ভালবাসা নিতে এসেছ। এই কুৎকুতে-চোকো, গরিলা-নেকো, আরসোলা-খেকো চেহারা!— উনি হচ্ছেন কৎলু খাঁ! কৎলু খাঁকে আমি যেন চিনি নি। যাও—যাও। তার কেয়া আঁখ্—কেয়া চ্যাব্লা পানা মুখ—কেয়া গাড়ু ভুমসো ভুঁড়ি—কেয়া নারকোল ছোবড়া দাড়ী!—

ক। (দাড়ি ফেলিয়া দিল) কি বিবি! এইবারে আমাকে চিন্তে পেরেছ?

(বেইরাম খাঁর প্রবেশ।)

বেই। বিবি কেন, এবারে অনেকেই তোমাকে চিন্তে পা'র্বে কৎলু খাঁ!

ক। কে তুমি?

বেই। অস্ত্রে পরিচয় চাও? না বাক্যে পরিচয় চাও? তবে অস্ত্রে তোমাকে পরিচয় দিতে আমার ঘৃণা বোধ হ'চ্ছে। তুমি বোখারার সেনাপতি হ'য়ে, তোমাদেরই আশ্রিত একটি বালিকার ওপর অত্যাচার ক'র্তে বনের ভিতর পর্য্যন্ত তার অনুসরণ ক'রেছ। বাক্যেও তোমাকে আমার পরিচয় দিতে ঘৃণা বোধ হ'ত, যদি ছদ্মবেশে এই বনে তুমি প্রবেশ না ক'র্তে। এ বেশ দেখে বুঝেছি যে, এখনও তোমাতে বীরত্বের কণা অবশিষ্ট আছে। এ ঘৃণিত কার্য্যে নিজের স্বরূপ দেখাতে তোমার লজ্জা বোধ হ'য়েছে।

ক। আপনি কে?

বেই। আমি সমরখন্দের সেনাপতি বেইরাম খাঁ। আমার প্রভু সুল্তান আসগর আলি সা দৈব বিড়ম্বনায় রাজ্যচ্যুত হ'য়ে ছদ্মবেশে কন্যাকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। তিনি এখন সুল্তান হ'য়ে স্বরাজ্যে ফিরে গেছেন। আপনারা যার অনুসরণে এখানে উপস্থিত হ'য়েছেন, তিনিই তাঁর একমাত্র কন্যা সেলিমা। এখন কি ক'র্বেন স্থির

করুন কৎলু খাঁ! সমরক্ষেত্রে থেকে আপনার বীরত্বের কথা শুনেছি। শুনেছি, আপনি দুর্দ্ধর্ষ বীর হানিফ খাঁর দক্ষিণ হস্ত। সেই হানিফ বৃদ্ধ বয়সে কন্যার মমতায় আত্মহারা হ'য়েছে। এক অসহায়া বালিকাকে বন্দিনী ক'রতে তার দক্ষিণ হস্ত নিযুক্ত ক'রেছে। এখন কি ক'রবেন, স্থির করুন কৎলু খাঁ। যদি সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ ক'রতে চা'ন, আমি প্রস্তুত আছি; যদি দ্বন্দ্বযুদ্ধ ক'রতে চা'ন, তা'তেও আমি প্রস্তুত আছি; আর যদি নিজের কাছে নিজেকে পরাস্ত জ্ঞান ক'রে অস্ত্র ত্যাগ ক'রতে চা'ন, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি।

ক। সরদার! আমি পরাস্ত—আমি যথার্থই গৌরবময় সৈনিকপদের অমর্য্যাদা ক'রেছি! যথার্থই আমি আপনার সুমুখে অস্ত্র ধ'রবার অধিকারী নই। এই আমার অস্ত্র আপনি গ্রহণ করুন।

বেই। প্রসিদ্ধ বীর কৎলু খাঁর অস্ত্র অন্যের অব্যবহার্য্য; এ কেবল আপনারই হাতে শোভা পায়।

ম। জনাবালি! অনেক বেয়াদবী ক'রেছি মাফ্ ক'রতে হুকুম হ'ক।

ক। আমিই ত তোমার সঙ্গে অভদ্রতা ক'রেছি বিবিসাহেব! তুমিই আমাকে মাফ্ কর।

বেই। যাক্ সরদার, জমা-খরচে কাটাকাটি হ'য়ে গেল—এইবারে আসুন, উভয়ে মিলে বৃদ্ধ হানিফ খাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করি। মনিয়া! মা! উৎকণ্ঠার সঙ্গে তোমার প্রভু, তোমার প্রত্যাগমনের পথ চে'য়ে আছে। যাও মা! এইবারে তাঁর কাছে গিয়ে তোমার জয় ঘোষণা কর।

ম। জয় আমার নয়—আমার প্রভুর। আপনি শুধু আমাকে অনুমতি

করুন পিতা, আমি এই জয়-সংবাদ নিজে গিয়ে হানিফ খাঁকে দিয়ে আসি।

বেই। এখনি,—কালবিলম্ব ক'র না।

[মনিয়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(ওসমান, গৌহর ও সেলিমার প্রবেশ।)

গো। গৌরব রক্ষা হ'ল মনিয়া ?

ম রক্ষা হবে না! বল্‌ছ কি? শুধু রক্ষা—তোমার পুত্রের গৌরব নবাব বাদসা তোমার দ্বারে এসে ঘোষণা ক'রে যাবে সুল্‌তান-নন্দিনী!

ও। সুল্‌তান-নন্দিনী কা'কে ব'ল্‌ছ মনিয়া ?

ম। সুল্‌তান নন্দিনী! শোন। যখন তুমি নিজের অবস্থা জেনেও এ ফকরের কুটীরে প্রবেশ ক'রেছ, তখন এ কুটীরের গৌরব পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত না ক'রে তুমি এস্থান ত্যাগ ক'র্‌তে পার না। নবাব বাদসা যখন নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে এই কুঁড়েঘরের দোরে এসে উপস্থিত হ'বে, তখন তুমি এই ঘর পরিত্যাগ ক'র্‌তে পা'র্‌বে—নতুবা নয়।

ওস্‌। অন্যায় আদেশ ক'র্‌ছিস্‌ মনিয়া।

ম। চোপ্‌ রও হজরত—এ আমার অধিকার। মনে রেখো সুল্‌তান-নন্দিনী—তুমি পিতৃপরিত্যক্তা।

সে। আদেশ শিরোধার্য্য, মনিয়া বিবি!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দুর্গস্থ গৃহ।

হানিফ।

হা। আরে ম'ল! এত বড় আস্পর্দ্ধা হাজি সদাগরের বেটার! বেটা সর্ব্বস্ব উড়িয়ে ফকির হ'য়ে কুঁড়েতে বাস ক'রছে। সেখানে ব'সে সে কিনা আমার সঙ্গে টক্কর দিতে চায়! টক্কর আমার সঙ্গে।—বাদসা আমার নাম শুন্‌লে ডরায়—নবাবকেই আমি এক কথায় কয়েদ ক'রে ফেল্‌লুম—তার সঙ্গে আঁটকুড়ীর বেটা!—কোই হ্যায়?

(রোশেনার প্রবেশ।)

রো। বাবা! বাবা!—

(মনিয়ার প্রবেশ)

ম। 'বাবা, বাবা' পরে কর—আগে আমায় লাখ টাকা বকসিস্ দাও। আমায় ছাতু খেতে হবে, খরচ নেই।

রো। বাবা! মনিয়া বিবিকে বক্‌সিস দাও।

হা। দিচ্ছি—দিচ্ছি—তুমি ঠিক দেখে এসেছ মনিয়া বিবি।

ম। আমি কেন হুজুর, তোমার মেয়েই দেখে এসেছে—লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে—জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ।

হা। হাঁ মা! তুই নিজের চক্ষে দেখেছিস্?

রো। (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) নিজের চক্ষে দেখেছি। কুঁড়ের ভেতরে একটি ঘাসের গাদার ওপর ব'সে, বুক ফুলিয়ে সেই ওড়্‌না দিয়ে বাতাস খাচ্ছে।

ম। আর পাশে কে ব'সে আছে, বল—শুধু কি ব'সে আছে?

রো। আর পাশে সেই ছোঁড়া—ব'সে হাত মুখ নেড়ে কত কথাই ক'চ্ছে। বাবা!—

ম। একটা আধটা কথাও কি শুনতে পাও নি? শুধু 'বাবা, বাবা' ক'র্‌লে চ'ল্‌বে কেন?—বল না!

রো। ছোঁড়াটা ব'লছে—ভয় কি! আমি এই তালপাতার চাকু দিয়ে রোশেনা বেগমের নাক কেটে দেব।—

হা। কি! তুই শুনে চুপ ক'রে এলি?

রো। আমি ছদ্মবেশে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখ্‌তে গিছ্‌লুম। (চক্ষে রুমাল দিয়া) বাবা!—

ম। আগে আমায় টাকা দিয়ে 'বাবা, বাবা' কর। আমাকে ছাতু খেতে হবে—আমি দেখিয়ে খালাস—এইবারে তোমরা গ্রেপ্তার কর।

হা। আচ্ছা—দাও রোশেনা মনিয়া বিবিকে লাখ টাকা দিয়ে দাও। ভয় কি?—আর ভয় কি? যখন টের পেয়েছি, তখন হাজী সদাগরের যে যেখানে আছে, সব পিছমোড়া ক'রে বাঁধিয়ে আনছি। যাও—বিবিকে লাখ টাকা দাও।

ম। চল—চল বেগম সাহেব! লাখ টাকা লাখ টাকা—ধামার ওপর ব'স্‌ব, আর হাপুস্ হাপুস্ ছাতু খাব। আমার পেটে বিরহানল জ্ব'লে উঠেছে।

[রোশেনা ও মনিয়ার প্রস্থান।

হা। কোই হ্যায়?

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

জল্‌দি সরদারকো খবর দাও।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

জল্‌দি দশটা ডাল কুত্তা, মন দশেক নুন—লাখ খানেক গোড়া

লেবু—কুড়িখানেক শূল—কুড়িখানেক ধারালো ছুচ—জল্‌দি—জল্‌দি। —শালা! ডাল কুত্তা দিয়ে খাওয়াব—নেবুর রসে নাওয়াব—আর হরদম কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেব। আর যখন যাতনায় 'বাবা রে মা রে' ক'র্‌বে, তখন ছুচ দিয়ে শালার চোক তুলে নেব। যাও—জল্‌দি—জল্‌দি।

(সরদারের প্রবেশ।)

হা। শুনেছ সর্‌দার, শুনেছ? হাজী সদাগরের পাজী বেটার আস্পদ্ধার কথা শুনেছ? যে মেয়েটাকে গ্রেপ্তার ক'র্‌তে আমি কৎলু খাঁকে পাঠিয়েছি, লাখ্‌ টাকার হুলিয়া দিয়েছি, পাজী বেটা সেই মেয়েটাকে নিজের কুঁড়ে ঘরে আড্ডা দিয়েছে।

সর্‌। বলেন কি হুজুর, শুনে হাসি পাচ্ছে যে—এ কি সত্য?

হা। খবর আমি নিয়েছি—তুমি জল্‌দি দাও—ছোঁড়া আর ছুঁড়ীকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে এস। ছোঁড়াকে পিছমোড়া ক'রে বেঁধে রাস্তায় হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে আস্‌বে; আমি তাকে ডাল কুত্তে দিয়ে খাওয়াব। যাও—জল্‌দি যাও। ছোঁড়া ফাঁক না মেরে পালিয়ে যায়।

সর্‌। যাচ্ছি, কিন্তু বিশ্বাস হ'চ্ছে না—আপনাকে এ আজগুবি খবর কে দিলে? হাজী সদাগরের বেটার এত সাহস কি হ'তে পারে!

হা। সাহস কি, বেটার মগজ বিগ্‌ড়ে গেছে—ছুঁড়িকে দেখে বেটার মাথা বেঠিক হ'য়ে গেছে। তুমি জল্‌দি গ্রেপ্তার ক'রে আন। রাগে আমার শরীর গর্‌ গর্‌ ক'র্‌ছে।

সর্‌। এখনি যাচ্ছি; কিন্তু হুজুর! যদি মিথ্যে হয়, তাহ'লে বড় লজ্জার কথা হ'য়ে পড়্‌বে।

হা। মিথ্যে নয়—রোশেনা ছদ্মবেশে গিয়ে দেখে এসেছে।

সর। বেগম সাহেব দেখে এসেছেন ?—হুজুর ! তা হ'লে বেটা কোথা থেকে কিছু জোর পায়নি ও ?

হা। তুমি কি মনে ক'রেছ ?

সর। বেগম সাহেব ঠিক দেখেছেন ?

হা। শুধু দেখেছেন কি, স্বকর্ণে শুনেছেন ! বেটা ব'ল্‌ছে, তালপাতার চাকু দিয়ে রোশেনার নাক কেটে দেবে !

সর। তাইত বলি, বেটার কি ক'রে এ সাহস হ'ল ! ওই—

হা। ওই কি ?

সর। ওই—তালপাতা !

হা। তালপাতা কি ?

সর। হুজুর ! ওদিকে আর নজর ক'রে কাজ নেই ! ওই আবার তালপাতা দেখা দিয়েছে !—যে তালপাতার সেপাই সহর তোলপাড় ক'রেছে, আবার সেই তালপাতা ! হুজুর ! মনের দুঃখ মনেই চাপুন। তালপাতা—তালপাতা

হা। তোমারও মাথা বিগ্‌ড়ে গেল নাকি ?

সর। কিছু না—সে নির্ঘাত তালপাতা—নইলে হাজী সদাগরের বেটার এত সাহস—তালপাতা—হুজুর, তালপাতা।

(জনৈক সিপাহীর প্রবেশ)

সি। হুজুরালি, হুঁসিয়ার—তালপাতা খড়্‌খড়্‌ ক'র্‌ছে।

সর। ওই—তালপাতা—হুজুর, হুঁসিয়ার আর সে ছুঁড়ীর নাম মুখে আন্‌বেন না হুঁসিয়ার !

হা। গাড়োল ! তোমরা কি আমাকে জুজুর ভয় দেখাতে চাও ? জল্‌দি তাকে গ্রেপ্তার ক'রে আন। জল্‌দি জল্‌দি।

সি। হুজুরালি ! হুঁসিয়ার, তালপাতা খড়্‌ খড়্‌ ক'র্‌ছে।

হা। তবে রে উল্লুক—কোতল ক’রে ফেল্‌ব। (সিপাহীর পলায়ন) কি সর্‌দার! তোমারও কি অপমানিত হ’বার ইচ্ছা হ’য়েছে না কি? জল্‌দি যাও।

সর্‌। যাচ্ছি—কিন্তু যেতে যেতে ব’লে রাখ্‌ছি, এ মানুষ নয়, হাতী নয়, বাঘ নয়, সিঙ্গি নয় —এ তালপাতা। (নেপথ্যে মাদল-ধ্বনি) ওই— হুজুর—গোলামের কথা সত্যি কিনা, বুঝুন—ওই।

হা। কি রে! দেউড়ীতে কিসের শব্দ রে?—

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃ। পালান হুজুর!—পালান, তালপাতা!

সর্‌। ওই—তালপাতা!

হা। দেউড়ীতে কি কেউ নেই?

ভৃ। থাক্‌বে না কেন হুজুর!—সমস্ত পল্‌টন তরোয়াল খাপের ভেতর পূরে ব’সে আছে—যে তরোয়ার বা’র ক’র্‌বে, অমনি তালপাতা তার গলাটি কুচ্‌ ক’রে কেটে ফেলবে। সবাই দেখ্‌ছে, আর সিন্নি দিচ্ছে। হুজুর! হুঁসিয়ার। (পলায়ন)

হা। তাইত! এ কি বিপদ্‌!—তালপাতা কি?

সর্‌। হুজুর, তা হ’লে আমি গ্রেপ্তার (জনৈক চরের প্রবেশ) ক’রতে চ’ললুম। তবে আমার ছেলেপুলেদের আপনি দেখ্‌বেন। কেননা, বুঝ্‌তে পার্‌ছি আর আমাকে ফির্‌তে হবে না।

চর। হুজুরের নাম কি হানিফ খাঁ?

হা। হাঁ। কে তুমি?

চর। তালপাতার ফকির ওস্‌মান সা আপনাকে তার কুটীরে যেতে এই পরোয়ানা দিয়েছেন।

হা। কি—ই—ই—

(বেইরাম খাঁর প্রবেশ।)

বেই। হাঁ—হাঁ—দূত—দূত—আর সে তালপাতা।—

হা। তুমি কে হে—তুমি কে ?

বেই। আমি যে হই, আমি তরোয়ার ধ'র্‌তে জানি হানিফ খাঁ। কিন্তু ধরা মিছে যেহেতু এ তালপাতার রাজ্যে তরোয়ারের আদর নেই।

(রোশেনার প্রবেশ।)

রো। বাবা! বাবা! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! গফুরকে তালপাতায় পেয়েছে।

(মনিয়ার প্রবেশ।)

ম। নাও তোমার লাখ্ টাকা—ফিরিয়ে নাও—আমি চাইনা—ওগো—আমার গফুরকে তালপাতায় পেয়েছে।

হা। তাইত মিয়াসাহেব!—এ সব কি ?

বেই। কি জানি মিয়াসাহেব!—আমিও আপনার মতন হতভম্ব হ'য়ে দেখ্‌ছি।

(মাথা নাড়িতে নাড়িতে গফুরের প্রবেশ।)

গ। তবে রে শালা গফুরো!—তুম আমার অপমান কর! তুমি আমায় জাননা—আমি কে! আমি সেই সুলেমান বাদসার আমল থেকে তালগাছে বাসা ক'রে আছি। তুমি আমায় চেননা—আমার তাঁবে হাজার লক্ষ চামচিকে—লাখো লক্ষ তাল বেতাল—তুমি আমায় চেননা! তুমি কোথাকার কে? এক শালা হানিফ খাঁর হুকুমে আমার সঙ্গে লড়াই ক'র্‌তে এসেছে! তুমি তরোয়ার হাতে ক'রেছ কি, অমনি তোমার গলাটি কুচ্ ক'রে কেটে ফেল্‌ব। বুড়ো হানিফ্ খাঁর গলা কুচ্ ক'রে কেটে ফেল্‌ব। তার পলটন্ যদি আমার কাছে আসে, তাদেরও গলা কুচ্ ক'রে কেটে ফেল্‌ব।

আর রোশেনা বেগম রূপের অহঙ্কারে যেমন আমার ওড়না নিতে লোভ ক'রেছে, তার নাকটি আমি কুচ্ ক'রে কেটে নেব।

রো। ও বাবা! আমি ওড়্না চাই না।

গ। দেখ, এখনও বুঝে দেখ—আর বুড়ো ভীমরতি হানিফ্ খাঁ; তুমিও দেখ—এখনও বুঝে দেখ। আর যদি না বোঝ, তা হ'লে তোমাকে একেবারে এই—তামাচা—ইজেমচা—খোঁচা।

হা। কি উল্লুক! আমাকে খোঁচা!—

(কৎলু খাঁর প্রবেশ।)

ক। হাঁ হাঁ—হাঁ হাঁ—অমন কাজ ক'র না। তরোয়ারে হাত দিয়েছ কি হুজুর, অমনি গলাটি কুচ্ ক'রে কেটে গেছে।

রো। ও বাবা! হাত দিয়োনা—ও বাবা! হাত দিয়োনা। হাত দিয়েছ কি ম'রেছ।

(পুষ্পাদি-সজ্জিত তালাপাতা লইয়া বঙ্গরমণীগণের প্রবেশ।)

গীত।

তুমি ম'রেছ ম'রেছ ম'রেছ
পড়ে আছে খোলা চোখ দুটো খোলা
মিছে চেয়ে তুমি রয়েছ।
এ হাতে তরোয়ার ধ'র না বুড়ো ইয়ার
তুমি আগে হ'তে চলে গেছ ভবনদীপার।
বড় তাড়াতাড়ি ছেড়ে গেছে নাড়ী
মিছে রাগে মুখখানা তোলো হাঁড়ী করেছ॥

হা। তাইত মিয়াসাহেব!—এরকম বিপদে ত কখন পড়িনি। অনেক লড়াই ক'রেছি—কিন্তু এরকম বিপদে ত কখন পড়িনি।

(জনৈক সর্দারের প্রবেশ।)

বেই। আমিও আজীবন ওই ক'রেছি মিয়াসাহেব! কিন্তু এরকম ফাঁকির মা'র কখন দেখিনি!

সর্। বসোরার লবাব কে আছিস্ রে! সে সমরখনের বাদসার বিটীকে চুরি করিয়েছিস্!—কে আছিস্রে, তুই আছিস্?

হা। না বাবা, আমি লবাব নই।

সর্। এ—তুই ঝুটা ব'লছিস্—তুই লবাব আছিস্—

হা। সত্যি ব'ল্ছি বাবা—

সর্। উঁহু—বিশ্বাস হ'চ্ছে না রে—এই হামাদের তালপাতার হজরতকে সাক্ষী রেখে ব'ল্‌তে পারিস?

হা। দোহাই বাবা তালপাতার তরোয়ার!—তুমি সাক্ষী, আমি নবাব নই, আমি সুলতানের বেটীকে চুরি করিনি।

(আস্গর আলির প্রবেশ।)

বেই। জাঁহাপনা!—জাঁহাপনা!—(সকলের অভিবাদন)

আস্। সত্য ব'লছ হানিফ খাঁ,—তুমি নবাব নও?

হা। গোলাম সত্য ব'ল্ছে, জাঁহাপনা।

আস্। তা হ'লে এখনি নবাবকে মুক্ত ক'রে, তাঁকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর।

হা। এখনি যাচ্ছি, জাঁহাপনা!—এখান যাচ্ছি

আস্। আর যেতে হবে না—নবাব স্বয়ং আস্ছেন।

(খাপ্পা খানের প্রবেশ। সকলের সম্ভ্রম প্রদর্শন)

খাপ্পা। কি হানিফ্ খাঁ, এখন বুঝ্‌তে পেরেছ, তোমার তরোয়ার আমাকে নবাবী দিয়েছে, না আমার নসীব আমাকে নবাবী দিয়েছে?

হা। ক্ষমা করুন নবাব, অহঙ্কারে বুঝ্‌তে পারি নি। আপনার নসীবই আপনাকে নবাবী দিয়েছে।

রো। নবাব! অনেক অপরাধ ক'রেছি। আমি ক্ষমার যোগ্য নই।

খাঁ। তবু তোমাকে ক্ষমা—এ শুভদিন—এ কারও ওপর দ্বেষ ঈর্ষা অভিমান রাখ্‌বার দিন নয়।—এখন যে যার পূর্ব্বের কথা ভূলে, এই মহানুভব বাদসাকে সকলে অভিবাদন কর। নসীবই তার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য এঁকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ক'রে এ রাজ্যে নিয়ে এসেছিল।

আস্। এখন এস, সকলকে আর এক শুভ দর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ করি।

সপ্তম দৃশ্য।

লতাদি-সজ্জিত কুঞ্জ।

ওসমান ও সেলিমা।

ও। সুলতান নন্দিনী! তোমার পিতা তোমাকে নিতে আসছেন।

সে। জনাবালি! তিনি আমাকে শুধু নিতে আসছেন না, আপনাকেও নিতে আস্‌ছেন।

ও। কেমন ক'রে জান্‌লে?

সে। তা যদি না হয়, তাহ'লে বুঝ্‌বো আমি বৃথা সুলতান-গৃহে জন্ম গ্রহণ ক'রেছি। তা যদি না হয়, তাহ'লে আমি কখন এ কুটীর পরিত্যাগ ক'র্‌ব না। হজরত! আমি আপনার অনুগত, বাঁদী, শিষ্যা—আপনি যেন আমাকে চরণে ঠেল্‌বেন না।

সেলিমার গীত ;

চেয়েছি যারে বনমাঝে তারে পেয়েছি হে ।
তিলেক বিরহে, পাছে মন দহে
নয়নে নয়নে রেখেছি হে ॥
বিজন বন-ঘোরে চিকুর-রাগ
তোমারই মধুর অনুরাগ
চলিতে বনপথে এ আলো ছাড়িবে কে
ব্যাকুল হিয়ায় তাই ধরিছি হে ।
চরণে ঠেলো না আঁধারে ফেলো না
সভয়ে মরম-কথা ক'য়েছি হে ।

(আসগর আলি প্রভৃতির প্রবেশ ।)

আস্ । এই নাও, মাতৃভক্ত বিশ্বাসীর অগ্রগণ্য ফকির ! তোমার কুটীরের দ্বারে নবাব বাদসা যে যার উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত হ'য়েছে সুল্-তান-নন্দিনী সেলিমাকে তুমি তিন তিন বার রক্ষা ক'রে স্বত্বতঃ তুমি এর অধিকারী হ'য়েছ—আমি আজ হ'তে তোমাকে দিয়ে তার ওপর অধিকার পরিত্যাগ ক'রলুম ।

খাঞ্জা । আর এই শুভ মিলনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপঢৌকন—এই তোমার সহচর, আর এই তোমার চিরজীবনের সহচরী । (ওসমানকে গফুর ও সেলিমাকে মনিয়া প্রদান)

বেহ । আর আমি এ শুভ মিলনের মশালটি—এই ফাঁকি—যে ফাঁকির মা'রে, আজ দুনিয়ার মালিক কুটীরের দ্বারে প্রীতির উমেদার—তাকে আজ নিজের স্কন্ধে তুলে', আমি ফাঁকির জয় ঘোষণা করি ।